প্রকাশ ১৩৬৬

প্রকাশক

সমীরকুমার নাথ

নাথ পাবলিশিং

২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস

কলকাতা-৭০০০২৯

প্রচ্ছদ

গৌতম রায়

মুদ্রক

পি. কে. পাল

শ্রীসারদা প্রেস

৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৯

পূর্বভাষ

আটান্ন বছর পর আবার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবরত্নমালা ছাপা হ'লো। এ বইটি প্রকাশিত হ'তে পারছে শ্রীসমীরকুমার নাথের আগ্রহে।

নবরত্নমালার সঙ্গে যোগ ক'রে দিলুম ছোটো একটি রচনা, সত্যেন্দ্রনাথ বিষয়ে।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর, এ-বইয়ের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনা করেছিলেন প্রিয়ংবদা দেবী। সেই সংস্করণে মুদ্রিত 'সম্পাদকের নিবেদন'টি এখানে দেওয়া হ'লো: 'পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মেজদাদা", তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে, "নব-রত্নমালা"র পরিবর্ত্তন ও সংশোধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে বেলা নয়টা হইতে দশটা পর্য্যন্ত নিয়মিত একত্রে আমার সহিত এ কাজটি করিতেন, সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহার জীবদ্দশায় ইহা সমাপ্ত করিয়া, পুনঃ-প্রকাশের ভার আমাকে দিয়া যান। আজ আমি তাঁহার দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধ বাসরে তাহা সমাধা করিয়া, তাঁহারি শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। যে সুদূর লোকেই থাকুন, ইহার প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত করিবেন, এই আমার আশা ও আকিঞ্চন।'

সুব্রত রুদ্র

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন-কথা

বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দান অনেক। তিনি কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুরপরিবারে জন্মান ১ জুন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পনেরোটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ তৃতীয় সন্তান। প্রথম কন্যা অল্পায়ু, তারপর দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রনাথ সৌদামিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুকুমারী পুণ্যেন্দ্রনাথ শরৎকুমারী স্বর্ণকুমারী বর্ণকুমারী সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বুধেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথের মা সারদা দেবী।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' বইতে যা লিখেছেন এখানে তা উদ্ধৃত হ'লো : 'আমাদের বাড়ীর দালানে গুরু মশায়ের কাছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি।...পরের ধাপ হচ্ছে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন।...বাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার আমার শিক্ষক, কিন্তু এঁর উপাধির উপযুক্ত পাণ্ডিত্যের যদি সার্টিফিকেট দিতে হয় তাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হবে। এঁর শিক্ষা গুণে সংস্কৃত শাস্ত্রে আমার যে বিশেষ বুৎপত্তি জন্মেছিল তা বলতে পারি না।...কাব্যের মধ্যে রঘুবংশের কয়েক সর্গ বই আর বেশী দূর এগোয়নি।...

...ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর হেড মাষ্টার ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী আমাদের ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন। ধীর শান্ত প্রকৃতি, সুবিদ্বান—তাঁর কি এক মোহিনীশক্তি ছিল আমরা সহজেই তাঁকে মেনে চলতুম,...বিদ্যালয়ে আমাদের যে সকল পাঠ্য পুস্তক ছিল তা ছাড়াও তিনি আমাদের অনেক বই পড়তে দিতেন।...

...সাত বৎসর বয়সে আমি হিন্দু স্কুলে ভর্তি হই, তখন তার নাম ছিল 'হিন্দু কলেজ'। প্রথম দুই বৎসর একাদিক্রমে দুইটি প্রাইজ পাই—দ্বিতীয়খানি সচিত্র Robinson Crusoe—বালকের পক্ষে এমন সুপাঠ্য পুস্তক আছে কিনা সন্দেহ।...

...আর কয়েক বৎসর পরে হিন্দু স্কুল থেকে কিছুকালের জন্যে সেণ্ট পলস স্কুলে গিয়ে ভর্তি হই। সেখানে ইংরাজ ফিরিঙ্গী আরমানী ছেলেরা আমার সহাধ্যায়ী ছিল;...আমি ইংরাজি সাহিত্য বেশ ভাল রকমই পরীক্ষা দিয়েছিলুম। গোল্ডস্মিথের

মন প্রাণ, / গাও ভারতের যশোগান।' এ গান প্রসঙ্গে মন্তব্য ক'রেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র: 'এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতি-ধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী-তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক! পূর্ব্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারত-বাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।'

অবসর গ্রহণের পর সত্যেন্দ্রনাথ নাটোরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের দশম অধিবেশনের সভাপতি হন। তিনি অভিভাষণটি পড়েছিলেন ইংরেজিতে। পরে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় তা বিবৃত করেন। ইংরেজি অভিভাষণটি অমৃতবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত হয় (১২ জুন ১৮৯৭)।

১৯০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে এক বছর সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ব্রাহ্মসমাজের 'আচার্য' এবং ১৯০৭ থেকে তাঁর বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আচার্য ও সভাপতি নিযুক্ত হন।

৮১ বছর বয়সে কলকাতায় সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়—৯ জানুয়ারি ১৯২৩।

সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী

স্ত্রী-স্বাধীনতা, বুলেটিন
সুশীলা—বীর সিংহ (নাটক)
বোম্বাই চিত্র
মেঘদূত
বৌদ্ধধর্ম
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
নব-রত্নমালা
ভারতবর্ষীয় ইংরাজ ('বোম্বাই চিত্র' থেকে পুনর্মুদ্রিত)
আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস

সুব্রত রুদ্র

নব-রত্নমালা।

বা

শাস্ত্রীয় প্রবচন, কাব্য ও বিবিধ কবিতা,

এবং

মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত কবি তুকারামের

জীবনী ও অভঙ্গ-

সংগ্রহ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

——::——

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে

কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমশ্চাপি সজ্জনৈঃ।

সংসার যে বিষবৃক্ষ, দুটি ফল তার সুধাময়,

কাব্যামৃতপান এক, আর এক সজ্জন-সঙ্গম।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ—ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক পদাবলী.

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় ভাগ

ঋগ্বেদ, উপনিষদ্, ভগবদগীতা প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে বচন সংগ্রহ

বিষয়		পৃষ্ঠা

তৃতীয় ভাগ

কবি ও কাব্য

বিষয়		পৃষ্ঠা

চতুর্থ ভাগ

বিবিধ কবিতা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

পঞ্চম ভাগ

তুকারাম

ভূমিকা

আমি সংস্কৃত কাব্য ও উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ হইতে এই নব-রত্নমালা গাঁথিয়া পাঠক-বর্গকে উপহার দিতেছি। এই সূত্রে আমার পূর্ব্ব-প্রকাশিত মেঘদূত, বোম্বাই চিত্র হইতে উদ্ধৃত তুকারাম, উপনিষদ ও গীতাদি শাস্ত্রের সারসংগ্রহ, কতিপয় ইংরাজি কবিতার অনুবাদ ইত্যাদি গদ্য-পদ্য রচনাবলী একত্রে গ্রথিত হইল। ইহাতে সংস্কৃতের যে সকল অনুবাদ আছে তন্মধ্যে আমার নিজের ছাড়া কতকগুলি শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের কৃত—কতক শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে—কতক বা পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে সংগৃহীত। মেঘদূতের দুইটি অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদটি তাঁহার অনেক পূর্ব্বকার তরুণ বয়সের রচনা, সুতরাং বাল্যসুলভ কিছু কিছু অপক্কতা দোষে জড়িত থাকা সম্ভব। তাহা সত্ত্বেও মূল ভাবব্যঞ্জক এমন সুন্দর অনুবাদ আমাদের সাহিত্য জগতে সুলভ। বড়দাদা মহাশয়ের অনুমতিক্রমে তাঁহার এই অনুবাদটিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম ভাগ

ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পদাবলী।

ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পদাবলী।

১। ইব্রাহিম ও অগ্নিউপাসক।

দিন যায় সপ্তাহখানেক চলে যায়
অতিথির দেখা নাই অতিথি-শালায়,
ইব্রাহিম মহামতি ভাবিয়া অধীর,
আমার আশ্রমে কেন না আসে ফকীর।

একদিন ঘুরে ফিরে মরুর মাঝারে
সুভদ্র তাপসবৃদ্ধ সুক্ষণে নেহারে—
লোলচর্ম্ম জীর্ণবাস, ঘন ঘন শ্বাস,
ক্লিষ্ট ক্লান্ত শীর্ণকায়, শুভ্র কেশপাশ।

সাধু তারে সম্ভাষিয়ে বহু সমাদরে
আতিথ্য সৎকার তরে লয়ে যান ঘরে;
কহিলা বিনয়ে, "মোর স্বল্পই সম্বল,
হেথায় যা কিছু আছে তোমারই সকল;
কিছুকাল তাম্বুমাঝে করহে বিশ্রাম,
ইচ্ছাসুখে খেয়ে পিয়ে লভহ আরাম।"

বাক্য ঝরে বৃদ্ধ কাণে যেন সুধাধার,
বিনা বাক্যব্যয়ে করে আতিথ্য স্বীকার।
দাস দাসী পরিজন করে আয়োজন,
বসিবারে দেয় তারে মহার্ঘ্য আসন,

ভোজগৃহে সারি সারি অতিথি সহিত
আর যত নিমন্ত্রিত বসে যথারীত।

ভোজনের আগে সবে আল্লা নাম লয়,
হেনকালে বৃদ্ধ খালি মৌনভাবে রয়।
ইব্রাহিম কহে "বৃদ্ধ, এ কি আচরণ?
যার খাও সে নাম না কর উচ্চারণ।"
বৃদ্ধ কহে "মোর গুরু আজ্ঞা অনুসারে
মন্ত্র জপি পূজিলাম অগ্নি দেবতারে।"

শুনিয়া বিষম রুষ্ট ইব্রাহিম খুড়া,
বুঝিলেন অগ্নিউপাসক এই বুড়া।
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বৃদ্ধে করে বহিষ্কার,
কলঙ্ক পরশে পাছে পরশি অঙ্গার।

হইল আকাশবাণী "ছি ছি ছি কি লাজ!
বিজ্ঞ তুমি মূঢ় সম এ কি তব কাজ?
আমি ত বুড়ারে সহি অশীতি বৎসর,
সহিতে না পার তুমি দুই দণ্ড ভর?
অগ্নিউপাসকে সেবি নাহি পাও প্রীতি
অক্ষুণ্ণ রাখিবে তবু আতিথ্যের রীতি।

সেই একে নানা লোকে ভজে নানামতে,
এক পথে কেহ খোঁজে কেহ অন্য পথে,
ধর্ম্মান্ধ না বুঝি তুই কি কাণ্ড করিলি,
দয়া মায়া সব তাহে জলাঞ্জলি দিলি।

যাও, যাও, আন বৃদ্ধে করি অভ্যর্থনা,
অশ্রুজল মুছি তার ঘুচাও বেদনা।"

দৈববাণী শুনি সাধু চলিলা সত্বর,
বহু অনুনয়ে তারে ফিরাইল ঘর।
অনুতাপ দগ্ধ-হিয়া কহে মহামতি,
ক্ষম অপরাধ মোর করি এ মিনতি।
বিনা দোষে সহ ভাই কত অত্যাচার,
আমারি অজ্ঞতা দোষ জানিলাম সার।

সাদী—বোস্তন

২। হাতেমতাই ও তাঁহার দুলদুল ঘোড়া।

অর্দ্ধ রুটি যদি পায় ঈশ্বরের জন,
তাহার অর্দ্ধেক করে অন্যে বিতরণ।
হাতেমতায়ের এই অপূর্ব্ব আখ্যান,
কহিতেছি, শুন সবে করি অবধান।
অশ্বরত্ন ছিল তাঁর, নাম দুলদুল,
সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ, কাল মেঘ যেন,
বজ্রের নিনাদ সম তার হ্রেষারব;
মহাবেগে ধায় যবে মরুর মাঝারে
উড়ায়ে প্রস্তরখণ্ড, হেন লয় মনে
এ কি শিলাবৃষ্টি ছুটে? সুরম্য, সুঠাম,
তেজীয়ান-অশ্ব বেগবান্, তার কাছে
পবন কোথায় লাগে, প্রভঞ্জনবেগে
দৌড়ে ঘোড়া। অশ্ব হেন দুর্লভ জগতে।

হাতেম ও তাহার তুরগ গুণগান
রটে দিশি দিশি। রুম স্থলতান কাণে
গেল সে বারতা। সবে কহে একবাক্যে,
কেহ দেখে নাই, প্রভো, হাতেম সমান
দানশীল, অশ্ব তার তাহাকেই সাজে!
যেমন ঘোটক তার সোয়ার তেমনি।
রুমপতি কহিলা সচিবে, "মন্ত্রিবর!
মুখের কথায় শুধু না হয় প্রত্যয়,
প্রমাণ দেখিতে চাই। হাতেমের দ্বারে
চাহ গিয়া অশ্ববর—প্রসন্ন মনে সে
যদি আদরের ধন দেয় বাদসাহে
তবে তারে দাতা বলি—নহিলে নিশ্চয়
এ শুধু কথার কথা আড়ম্বর সার—
কিছু নয় ছিন্ন চর্ম্ম ঢাকের সে রোল!"
অতঃপর সম্রাট সম্বাদবাহী দূত,
দশজন স্থসজ্জিত রক্ষক সহায়,
বহু পথ অতিক্রমি, ঝড় বৃষ্টি বাতে,
বিষম দুর্য্যোগ মাঝে উত্তরিল তথা
হাতেমের ভাই বন্ধু নিবসে যেথায়।
হাতেমের তাম্বু গুলি মরুক্ষেত্র মাঝে
বিছায়িত সারি সারি। উষ্ট্র গো মেষাদি
জন্তুগণ চরিছে স্থদূর প্রান্তে সবে!
শস্যহীন সমস্ত ভাণ্ডার। অতিথির
সমাগম অসম্ভব ভাবি, ঘরে নাহি
কিছুই প্রস্তুত। তবু এ কি চমৎকার!
অভ্যাগতে ভোজের নাহিক অপ্রতুল,
চর্ব্বচোষ্য ভূরি আয়োজন! মাংসযূষ

মিলিত পলান্ন সাথে গন্ধে আমোদিত,
পোলাও কাবাব কোর্মা অপর্য্যাপ্ত হেরি!
মিষ্টান্ন বিলান সবে আঁচল ভরিয়া,
হাতে হাতে বিতরেণ সুমিষ্ট পিষ্টক,
পর্য্যাপ্ত ভোজনে তৃপ্ত নিদ্রা যায় সবে
হাতেমের শয্যাপরে সুখে রাত্রি ভোর।
পরদিন প্রাতে উঠি, বুঝি অবসর,
হাতেমে কহিলা দূত করযোড় করি।
"দাতা অগ্রগণ্য তুমি অবনিমণ্ডলে!
যে আসে তোমার কাছে কভু নাহি ফেরে
শূন্য হাতে, যাহা চায় পায় সে অমনি।
মুক্তহস্ত, অমায়িক, প্রশস্ত হৃদয়,
ধন্য হে হাতেমতাই, ধন্য তব নাম!
শুনিয়া তোমার দানস্তুতি, শুনি আর
বিশ্বপ্রকীর্ত্তিত তব অশ্বগুণ গান,
রুমের সুলতান হেথা পাঠালেন মোরে।
সে বরাঙ্গ তুরঙ্গম, বর্ণ ঘনশ্যাম,
পবন বিজয়ী যার গতি, সেই অশ্ব
সুলতানে প্রসন্ন মনে যদি কর দান,
তাহলেই সার্থক তোমার দাতা নাম।
নহিলে কহেন প্রভু, এই জনরব
ছিন্ন ঢাকবাদ্য সম শূন্য কলরব!"

রাজদূত কহে যবে, মৃদুমন্দ স্বরে,
রুমেশ সন্দেশ, নমি নম্র নতশিরে,
হাতেম ভাবেন বসি, শান্ত স্তব্ধ ভাবে,
গালে হাত দিয়ে, মগ্ন গভীর চিন্তায়।

কহিলা ক্ষণেক পরে গম্ভীর আরবে—
"গতরাত্রে এলে যবে, কুলসখা মোর,
ভাজিয়া বলিতে যদি প্রভুর আদেশ
অবিলম্বে, পুরাতেম সাধ—কিন্তু এবে
বৃথা আবেদন তব ! জানইত সখা
কদিন ধরিয়া কত গিয়াছে দুর্য্যোগ।
তাম্বু আর চরভূমি—তার মধ্যদেশ
ঘোর বরিষার স্রোতে জলে জলময়,
উষ্ট্র গো মেষাদি কোন জীবজন্তু আর
খুঁজিয়া না পাই কোন ঠাঁই। এ বিষম
সঙ্কটে কি করি কিছু ভাবিয়া না পাই।
অতিথি শুকায়ে রাখি কহ কোন্ প্রাণে।
আমার সে প্রিয়ধনে তাহাদের দিতে
পরাঙ্মুখ, মম গৃহে অতিথি যাহারা ?
দাতার আদর্শ ব'লে লোকে মোরে মানে,
কেমনে সে লোকমাঝে রাখি নিজ মান ?
শুন তবে—সেই মোর সাধের তুরঙ্গ—
জীবন সম্পদ সখা সর্ব্বস্ব আমার—
সেই ছুলছুল যার পদরজো মাঝে
আরামে শয়ান থাকি ঘুমাই নির্ভয়ে—
পক্ষীরাজ জিনি গতি, নবঘন দ্যুতি,
রেশম কোমলস্পর্শ মুখ ! কি করিনু ?
কি করিনু হায় ! মোর সাধের ঘোটক !
বলিদান দিনু তারে ভোজ যূপকাষ্ঠে
তোমাদের—সুলতানে কহগে সত্বর।—
দূত বাক্যে গরজি উঠিলা সুলতান,

অৰ্দ্ধ ক্ষয়ে বাঁচে যদি ছুলছুলের প্রাণ,
এই দণ্ডে করি আমি অৰ্দ্ধরাজ্য দান।

Edwin Arnold.

৩। জীবন-সঙ্গীত।

১

বলো না কাতরস্বরে না করি বিচার,
জীবন স্বপন সম, মায়ার সংসার ;
সেই আত্মা মৃতপ্রায় ঘুমায়ে যে রয়—
ভাসা ভাসা দেখ যাহা বস্তুতঃ তা নয়।

২

সংসার কর্ম্মের স্থান, সত্য এ জীবন,
শেষগতি নহে তার শমন সদন ;
শরীর পিঞ্জর বটে ধূলির সমান,
আত্মা কিন্তু অনশ্বর নহে তাহে আন।

৩

হইয়ে আশার দাস ভ্রম বারবার,
বিষয়সম্ভোগ নহে জীবনের সার,
দিনে দিনে পদে পদে হয়ে অগ্রসর
ধর্ম্মপথে চলে যেই—ধন্য সেই নর !

৪

চকিত তড়িত সম জীবন চঞ্চল,
প্রস্তুত হইয়ে থাক লইয়া সম্বল ;
ধুক্ধুক্ করি করি চলেছে হৃদয়
শমনের ডাকে যেন শমন-আলয়।

৫

সংসারের রণক্ষেত্রে পূর্ণ কলকলে,
জীবনের ভীষণ তরঙ্গ কোলাহলে,
হয়ো না মেষের সম নিঃসত্ব পরাণ,
যুঝ রণে প্রাণপণে বীরের সমান।

৬

ভবিষ্য সুখের আশে হয়ো না চঞ্চল.
গতানুশোচনা ছাড় নাহি তাহে ফল,
বর্ত্তমান কার্য্যে সদা থাকহ তৎপর,
অন্তরে ভরসা রাখি উপরে ঈশ্বর।

৭

মহত চরিত দেখি সদা হয় মনে,
মহত হইতে পারি আমরা যতনে,
রেখে যেতে পারি ছাড়ি সংসার নিলয়
কালের সাগর-তটে পদচিহ্নচয়—

৮

যেই চিহ্ন হেরি কোন ভগ্নতরি-জন,
দুস্তর ভবসাগরে করি সন্তরণ,
ভগন হৃদয় অতি, বিগত ভরসা,
নূতন সাহস বল পায় সে সহসা।

৯

উঠ তবে, লাগ কার্য্যে হইয়ে তৎপর,
হবার যা হোক্ তাহা, নাহি তাহে ডর;
প্রাণপণে সাধ নিজ জীবনের কর্ম্ম
শ্রম করি, ধৈর্য্য ধরি—এই সার মর্ম্ম।

The psalm of life—Longfellow.

৮

৪। যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ
যতঃকৃষ্ণ স্ততোধর্ম্মো—যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।

জনার্দ্দন পক্ষে যার—পাণ্ডবের জয় জয়!
কৃষ্ণ যেথা ধর্ম্ম সেথা—যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।

৫। গীতামাহাত্ম্য।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ
পার্থো বৎসঃ সুধী র্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

উপনিষদ্ গাভীবৃন্দ, দোগ্ধা শ্রীগোবিন্দ,
গোপাল নন্দন,
গীতামৃত দুগ্ধ তার, পার্থ যে বৎস আর,
পিয়ে সুধীগণ।

৬। গীতাসার।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

আমাতেই প্রাণমন সকলি সঁপিয়া,
ভক্ত মম হও তুমি, সর্ব্ব তেয়াগিয়া,
ভজ মোরে নিরন্তর, কর নমস্কার,
আমাকে পাইয়া হবে ভবসিন্ধু পার।
সত্যই প্রতিজ্ঞা করি কহিনু এখন,
তোমারে যে ভালবাসি দিতেছি বচন।

তেয়াগিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম আর,
লহ এক আমারি শরণ,
হরিব সকল পাপ তার,
করিও না শোক অকারণ।

৭। বুদ্ধ অবতার।

নিন্দসি যজ্ঞ বিধে রহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতং
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।
গীত গোবিন্দ।

যজ্ঞ বিধিজাত ঘোর জীবহত্যা পাপ
দয়ার হৃদয়ে তব দেয় পরিতাপ।
জীব মায়া দর্শি, আহা, বেদ নিন্দা করি
হও বুদ্ধ অবতার, জয় জয় হরি!

৮। বুদ্ধত্ব লাভে বুদ্ধদেবের উক্তি।

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজাতি পুনপ্পুনং
গহকারক দীঠোঽসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্হানং খয় মজ্ঝগা।

জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ,

পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক ! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর ।
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয় ।

৯। বুদ্ধদেবের প্রতি ব্রহ্মার নিবেদন।

দেখ গো মগধ রাজ্য হ'ল ছারখার
দুরাচার, অনাচার, অধর্ম্মের জয়,
প্রভু হে তারহ ভবে, খোল স্বর্গ দ্বার,
শিখাও তোমার ধর্ম্ম, বিনাশি সংশয়,
দেখাও হে পুণ্যপথ, পবিত্র, সরল ।
অভ্রভেদী গিরি লঙ্ঘি দাঁড়ায় যে জন
শৈলশৃঙ্গে, দৃষ্টি তার স্থির অচপল,
সত্যের শিখরে তুমি উঠেছ যখন,
কৃপা দৃষ্টি কর প্রভু মানবের পরে ।
রোগ শোক জরামৃত্যু গ্রাসে চরাচর ।
জয় হস্ত তুলি বীর চল পথ ধরে
জাগাও ভারতে, মর্ত্ত্যে গৌরবে বিচর,
প্রচারো সত্যের যশ দুন্দুভি নিঃস্বনে,
পরিত্রাণ করো সবে দুর নরগণে !

বৌদ্ধধর্ম্ম ।

১০। বেদান্তসার।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ
ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ ।

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম কিছু নহে আর,
অর্দ্ধ শ্লোকে কহিনু বেদান্ত ধর্ম্ম সার।

১১। যেমন করাও কাজ।

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

ধর্ম্ম যে কি জানি তবু না তাহে প্রবৃত্তি,
অধর্ম্মও জানি কিন্তু না হয় নিবৃত্তি,
হৃদি মাঝে রহি সদা তুমি হৃষীকেশ,
যেমন করাও কাজ করি নির্ব্বিশেষ।

১২। মায়ার ঘূর্ণন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

দারুযন্ত্রে করি, সখা, মুরতি স্থাপন,
পাকচক্রে সূত্রধর করে সঞ্চালন,
তেমনি জীবের হৃদে করি অবস্থান,
ঈশ্বর সবায় জেনো মায়ায় ঘুরান।

গীতা।

১৩। তৃষ্ণাং ছিন্ধি।

তৃষ্ণাং ছিন্ধি, ভজ ক্ষ[illegible]হি মদং, পাপে রতিং মা কৃথাঃ,
সত্যং ব্রূহ্যনুযাহি সাধুপদবীং, সেবস্ব বিদ্বজ্জনান্,
মান্যান্ মানয়, বিদ্বিষামপ্যনুনয়, প্রচ্ছাদয় স্বান্ গুণান্,
কীর্ত্তিং পালয়, দুঃখিতে কুরু দয়া, মেতৎ সতাং চেষ্টিতং ॥

তৃষ্ণা নাশ', ক্ষমা ভজ, ত্যজ দম্ভ, পাপে ছাড় রতি,
সত্য কহ, পূজ সাধু, বিদ্বজ্জনে করহ প্রণতি ;
শত্রুরে বিনয় কর, দেহ মান সম্মানী প্রবীণে,
ঢেকে রাখ নিজ গুণ, পাল কীর্ত্তি, দয়া কর দীনে।

১৪। নচ ধর্ম্মো দয়াপরঃ।

ক্ষান্তিতুল্যং তপোনাস্তি সন্তোষান্ন সুখং পরং
নাস্তি তৃষ্ণা সমাব্যাধি র্নচ ধর্ম্মো দয়াপরঃ।
নচ বিদ্যা সমো বন্ধু র্নচ ব্যাধি সমোরিপুঃ
নচাপত্য সমস্নেহী, নচ ধর্ম্মো দয়াপরঃ ॥

ক্ষমাতুল্য তপ নাই, সুখ নাই সন্তোষের চাহি,
তৃষ্ণা সম নাই ব্যাধি, দয়া সম আর ধর্ম্ম নাহি।
বিদ্যাসম বন্ধু নাই, রিপু নাই ব্যাধির সমান,
স্নেহী নাই পুত্র সম, দয়া হতে ধর্ম্ম নাহি আন।

১৫। কো নরকঃ? পরবশতা।

কো নরকঃ? পরবশতা ; কিং সখ্যং? সর্ব্বসঙ্গ বিরতির্যা।
কিং সত্যং? ভূতহিতঃ। কিং প্রেয়ং? প্রাণিনামসবঃ।

কো ধর্ম্মো ? ভূতদয়া ; কিং সৌখ্যং ? অরোগিতা জগতি জন্তোঃ
কঃ স্নেহঃ ? সদ্ভাবঃ ; কিং পাণ্ডিত্যং ? পরিচ্ছেদঃ ॥

নরক কি ? অধীনতা ; নির্লিপ্ততা স্বর্গের সোপান ;
সত্য কি না জনহিত ; অরোগিতা সুখের নিদান ;
ধর্ম্ম কি না ভূতদয়া ; প্রেম কি না প্রাণীতে মমতা ;
সদ্ভাব-লক্ষণ প্রেম ; পাণ্ডিত্য কি ? বিচার ক্ষমতা।

১৬। নিস্ত্রৈগুণ্য।

ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্য পাপে বিশীর্ণে,
মায়ামোহৌ ক্ষয়মুপগতৌ, নষ্ট সন্দেহ বৃত্তেঃ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণ রহিতং, প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥

ত্রিগুণ রহিত, হয় শব্দাতীত, তত্ত্বজ্ঞান হলে অধিকার,
মায়া মোহ ক্ষয়, বিগত সংশয়, দূরে যায় অজ্ঞান আঁধার,
কি পাপ কি পুণ্য, হয় সব শূন্য, নষ্ট হয় সর্ব্ব ভেদাভেদ,
এ পথে বিচরি, চারিদিক্ হেরি, কিবা বিধি কি নিষেধ।

১৭। ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং।

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং
কিমরিভিঃ ক্রোধোহস্তি চেৎ দেহিনাং ?
জ্ঞাতি শ্চেদনলেন কিং
যদি সুহৃৎ দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলং ?
কিং সর্পৈ র্যদি দুর্জনঃ
কিমুধনৈ র্বিদ্যানবদ্যা যদি ?

ব্রীড়াচেৎ কিমু ভূষণেন
কবিতা যন্ত্যস্তি রাজ্যেন কি ?

কি কাজ কবচে তার ক্ষমাগুণ যার,
ক্রোধ হতে ভয়ঙ্কর শত্রু কেবা আর ?
জ্ঞাতিবৈর থাকে যদি অনলে কি করে ?
ঔষধে কি কাজ বল বন্ধু-ভাগ্য নরে ?
সর্পের দংশন কোথা থাকিলে দুর্জন ?
বিদ্যারত্ন যার ঠাঁই কিবা তার ধন ?
ভূষণে কি প্রয়োজন থাকে যদি লাজ ?
কবিতা সম্পত্তি যার রাজত্বে কি কাজ ?

১৮। নম্রতা।

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃফলোদ্গমৈ
র্নবাম্বুভি র্দূর বিলম্বিনো ঘনাঃ
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাং ॥

তরুগুলি নম্র হয় ফল যবে ধরে,
মেঘ নত হ'য়ে পড়ে নব বারি ভরে।
ধনমদে সৎপুরুষ না হয় উদ্ধত,
পর-উপকারী যারা স্বভাব-বিনত।

শকুন্তলা।

১

নম্রতা প্রভুর অমূল দান,
হয় না সহিতে ঈর্ষার বাণ।

বন্যায় ভাঙে বৃক্ষের কায়,
কোমল লতিকা বাঁচিয়া যায়।
সাগর তরঙ্গ আইসে ধেয়ে,
নত হ'লে যায় সুপথ পেয়ে।
তুকা কহে দেখ বিনয়ের ফল,
পায়ে পড়িলে ত চলে না বল।

২

দীনতা নম্রতা দেহ গো হরি,
বৃহত্ত্ব বড়াই মনে না করি।
পিপীলিকা যেই ক্ষুদ্র প্রাণী,
সে পায় মিছরী টুকরা খানি।
মহারম্ভ ঐরাবত
জলে অঙ্কুশ আহত।
মহত যে জন হয়
কঠিন যাতনা সয়;
তুকারাম কহে শুন হে সার,
মৃদু যে যত লঘু ভার তার।
তুকারাম।

১৯। ন্যায় পথ।

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং
অদ্যৈব মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী গৃহে আসুন বা ছাড়ুন ভবন,
অদ্য মৃত্যু হোক্ কিম্বা হোক্ যুগান্তরে,
ন্যায় পথ হতে ধীর এক পা না সরে।

(র)

২০। বৈরাগ্য।

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ং।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণৈঃ খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্য এবাভয়ং॥

ভোগেতে রোগের ভয়, কুলে মানহানি,
খল ভয়ে ভীত গুণী, দৈন্য ভয়ে মানী,
বলবানে রিপুভয়, জরা ভয় রূপে,
শাস্ত্রে হয় বাদী ভয়, ধনে ভয় ভূপে,
দেহীর কৃতান্তে ভয়—সব ভয়ময়—
এ ভবে যা কিছু এক বৈরাগ্য অভয়।

২১। বিষয় ত্যাগ।

অবশ্যং যাতার শ্চিরতরমুষিত্বাঽপি বিষয়াঃ
বিয়োগে কো ভেদ স্ত্যজতি ন জনো যৎ স্বয়মমূন্
ব্রজন্তঃ স্বচ্ছন্দ্যাদতুল পরিতাপায় মনসঃ
স্বয়ং ত্যক্তাস্ত্বেতে শমসুখমত্যন্তং বিদধতি॥

যাবার যা চলে যাবে, বিষয় রবে না নিরবধি—
বিয়োগে কত না ক্ষতি স্বেচ্ছায় ছাড়িতে নার যদি ;
তোমারে যা ছেড়ে যাবে পরিতাপে পুড়াইবে প্রাণ,
তুমি যা করিবে ত্যাগ শান্তি তাহা করি যাবে দান।

২২। ত্যাগ।

ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ
তন্নিমিত্তো বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।

পরহিতে ধনপ্রাণ প্রাজ্ঞ করে সব বিসর্জ্জন,
অবশ্য মরণ জানি ধন্য হও করিয়া বর্জ্জন।

২৩। ততঃ কিং।

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকল কামদুঘা স্ততঃ কিং ?
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং স্ততঃ কিং ?
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈ স্ততঃ কিং ?
কল্পং স্থিতা স্তনুভৃতাস্তনব স্ততঃ কিং ?

না হয় অসীম পেলে সম্পদ,
তাতেই বা হল কি ?
রিপুর মাথায় দিলে দুই পদ,
তাতেই বা হল কি ?
প্রণয়ী জুটালে দিয়ে বহু ধন,
তাতেই বা হল কি ?
যুগান্তকাল রাখিলে জীবন,
তাতেই বা হল কি ?

২৪। দারিদ্র্য।

ঐশ্বর্য্য তিমিরং চক্ষু পশ্যন্নপি ন পশ্যতি
তস্য নির্ম্মলতায়াং তু দারিদ্র্যং পরমৌষধং ॥

ঐশ্বর্য্য তমিস্রায়, দৃষ্ট, অদৃষ্টের প্রায়,
সে তিমির দূর করে দারিদ্র্য পলক-ভরে।

২৫। নিরাময়।

জরামরণ দুঃখেষু রাজ্যলোভ সুখেষু চ
ন বিভেমি ন হৃষ্যেমি তেন জীবাম্যনাময়ং।
করোমীশোঽপি নাক্রান্তিং পরিতাপেন খেদবান্
দরিদ্রোঽপি ন বাঞ্ছামি তেন জীবাম্যনাময়ং।
সুখিতোঽস্মি সুখাপন্নে দুঃখিতো দুঃখিতে জনে,
সর্ব্বত্র প্রিয়মিত্রঞ্চ তেন জীবাম্যনাময়ং ॥

রাজ্য লাভ সুখ আসে, জরা মৃত্যু দুঃখ পাশে,
নাহি হর্ষ নাহি ভয়, তাই আমি নিরাময়।
ক্ষমাশীল ক্ষমতায়, বাঁধি সবে মমতায়,
বাসনা কিছু না রহে দারিদ্র্য যতই দহে,
সুখ এলে হই সুখী, দুঃখী সহ সদা দুখী,
সবে মোর বন্ধু ভাই, নিত্য সুখী আছি তাই।

২৬। বিষয় কামনা।

ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং
শয্যা চ ভূঃ পরিজনো নিজ দেহমাত্রং

বস্ত্রঞ্চ জীর্ণ শতখণ্ড মলিন কন্থা
হা হা তথাপি বিষয়ান্ ন পরিত্যজন্তি ।।

ভিক্ষান্ন নীরস, তাও, বারেক ভোজন,
ভূশয়ন, নিজ দেহমাত্র পরিজন,
জীর্ণবাস শত খণ্ড কাঁথা সে মলিন,
বিষয় বাসনা তবু নাহি হয় ক্ষীণ।

২৭। ভোগা ন ভুক্তাঃ।

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ
তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা-
স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ ॥

ভুক্ত না হইল ভোগ, ভুক্ত যে আমরা,
তপ্ত না হইল তপ, মোরা জীর্ণ জরা,
কাল ত গেল না শুধু আমরাই যাই—
তৃষ্ণা নাহি তৃপ্ত হল, শীর্ণ আমরাই।

২৮। ত্যাগ।

ব্রহ্মজ্ঞান বিবেক নির্ম্মলধিয়ঃ কুর্ব্বন্ত্যহো দুষ্করং
যন্মুঞ্চন্ত্যুপভোগভাঞ্জ্যপি ধনান্যেকান্ততো নিস্পৃহাঃ
ন প্রাপ্তানি পুরা ন সম্প্রতি নচ প্রাপ্তেন দৃঢ়প্রত্যয়ঃ
বাঞ্ছামাত্র পরিগ্রহাণ্যপি পরিত্যক্তুং ন শক্তা বয়ং।

ব্রহ্মজ্ঞান বিবেক নির্ম্মল বুদ্ধি যার,
অকাতরে ধনরত্ন করে পরিহার—
আমরা পাইনি কিছু পাবও না ভাই,
বাঞ্ছামাত্র নিয়ে আছি, ছাড়ি সাধ্য নাই

২৯। গৃহই তপোবন।

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ স্তপঃ
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং ॥

রিপুর যে বশ বনে যায় সে কি লাগি!
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যার গৃহে সে বৈরাগী।
অনিন্দিত কর্ম্মে সদা আছে যার মন,
বীতরাগ সে জনার গৃহ তপোবন।

কামনা দুষ্পূর।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।

উপভোগে শান্তি নাহি মানে কভু
কামনা কাহারো;
অনলে ঢালিলে ঘৃত, নিভে না সে
জ্বলি উঠে আরো।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

(তপস্যা নহে দেহের শোষণ।)

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্ কর্ম্ম বুদ্ধিভিঃ
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং ॥

মনো বাক্যে কর্ম্মে যাঁরা না করেন পাপ আচরণ,
তাঁহারাই তপস্বী, তপস্যা নহে দেহের শোষণ।

৩০। যোগী।

ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী,
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃ সংযমঃ
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ ॥

ক্ষমাই জননী, ধৈর্য্য জনক যাহার,
করুণা সে সহোদরা, সত্যসুত আর,
সুচির গেহিনী শান্তি, শম ভ্রাতৃবর,
ভূমিতল শয্যা আর বস্ত্র দিগম্বর,
অন্ন জ্ঞানামৃত—হেন পরিবার লয়ে
ভবধামে যোগীবর—বিচরে নির্ভয়ে।

৩১। রাজার কি ধার ধারি।

অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষাং আশাবাসো বসীমহি
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ ॥

মোরা ভিক্ষা করে খাই, পরি' দিগম্বর আর
শুয়ে থাকি ধরাতলে—রাজার কি ধারি ধার!

৩২। কৌপীন ধারী।

বেদান্ত বাক্যেষু সদারমন্তো
ভিক্ষান্ন মাত্রেণ তুষ্টিমন্তঃ
বিশোক মন্তঃকরণে বসন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

বেদান্ত বাক্যেতে যার সদাই রমণ,
ভিক্ষান্ন মাত্রেই যিনি সদা তুষ্টমন,
সুখ দুঃখে সদানন্দে রহে যে সমান,
সেই সে কৌপীনধারী মহাভাগ্যবান্।

৩৩। ভিক্ষুক।

ভূঃ পর্য্যঙ্কো নিজভুজলতাকন্দুকঃ খং বিতানং
দীপশ্চন্দ্রঃ স্বধৃতি বনিতালব্ধসঙ্গপ্রমোদঃ
দিক্ কান্তাভিঃ পবনচমরৈ বীজ্যমানঃ সমন্তাৎ
ভিক্ষুঃ শেতে নৃপইব ভুবি ত্যক্তসর্ব্বস্পৃহঽপি॥

ভূপর্য্যঙ্ক শয্যা তার, উপাধান মৃদু ভুজলতা,
আকাশ বিতান তায়, আত্মধৃতি বনিতা বিনতা,
চন্দ্র তার দীপ, তারে দিগঙ্গনা চামর দোলায়,
যদিও বাসনা শূন্য ভিক্ষু দেখ নৃপসম ভায়।

৩৪। আশানদী।

আশানামনদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধর্ম্মদ্রুমধ্বংসিনী,

মোহাবর্ত্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসোনন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ।

আশা নামে নদী তায় মনোরথ জল
বাসনা তরঙ্গে সদা করে টলমল,
রাগের মকরে ভরা, বিতর্ক-বিহঙ্গ
বিচরে সেথায়, করি' ধর্ম্মক্রম ভঙ্গ,
মোহের আবর্ত্ত তাহে দুস্তর গহন,
চিন্তা সেই নদীকূল, উত্তুঙ্গ, ভীষণ ;
এ হেন দুস্তরা নদী তরি অকাতরে
শুদ্ধচিত যোগীশ্বর আনন্দে বিহরে।

৩৫। আত্মৌপম্য।

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপিতে তথা
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।

প্রাণ যথা আপনার
প্রিয় তথা অন্যেরো জানিবে ;
আত্ম-উপমায় সাধু
করে দয়া আর সব জীবে।

৩৬। গালী।

কশ্চিৎ পুমান্ ক্ষিপতি মামতিরূক্ষবাক্যৈঃ
সোঽহং ক্ষমাভবনমেত্য মুদং প্রযামি।
শোকং ব্রজামি পুনরেব যতস্তপস্বী
চারিত্র্যতঃ স্খলিতবানিতি মন্নিমিত্তং ॥

যদি কেহ তাড়ে মোরে পরুষ বচনে
প্রবোধ পাই গো গিয়ে ক্ষমার ভবনে ;
এই শুধু হয় কষ্ট ; বেচারী এ জন
সাধুত্ব হইতে ভ্রষ্ট আমারই কারণ ।

৩৭। নিন্দা।

মন্নিন্দয়া যদি জনঃ পরিতোষমেতি
নম্বপ্রযত্নসুলভোঽয়মনুগ্রহো মে।
শ্রেয়োঽর্থিনোহি পুরুষাঃ পরিতুষ্টিহেতোঃ
দুঃখার্জ্জিতানপি ধনানি পরিত্যজন্তি ॥

করি যদি নিন্দা মোর সুখী হয় নরে,
হোক্ তাই, অনুগ্রহ এত আমা পরে ;
কি তাহাতে ? কত কষ্ট-উপার্জ্জিত ধন,
শ্রেয় লাভ হেতু সাধু করে বিসর্জ্জন ।

৩৮। অবমান।

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখংচ প্রতিবুধ্যতে
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি ।

অবমান সহে যেই, সুখে সে বিহরে বারো মাস,
সুখে শোয়, সুখে জাগে ; অবমন্তা লভয়ে বিনাশ ।
—পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ।

৩৯। উত্তমে প্রকৃতির বিকৃতি নাই।

ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপিপুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপিপুনঃ স্বাদুচৈবেক্ষুদণ্ডং
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপিপুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং
ন প্রাণান্তে প্রকৃতি বিকৃতি র্জায়তে চোত্তমানাং।

ঘসি ঘসি চন্দনের সুগন্ধ না যায়,
ছিন্ন ভিন্ন ইক্ষুদণ্ড মিষ্ট না হারায়,
যত দগ্ধ কর স্বর্ণ কান্তিমান্ তবু,
প্রকৃতি বিকৃতি নাই উত্তমেতে কভু।

৪০। সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম্মে ধন ঐশ্বর্য্যে ফাঁপি উঠে লোক;
চারিদিকে নিরখে মঙ্গল দিবালোক;
শত্রু সবে করে জয়; পূরে অভিলাষ;
সবই হয়; কিন্তু লভে সমূলে বিনাশ।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

৪১। অধমে যাচ্ঞা নয়।

যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধ কামা।

মহতে যাচ্ঞা যদি, নিরর্থক নিরবধি,
সেও ভাল তবু।

লাভ অধমের কাছে, প্রাণ যেন নাহি যাচে,
হীন হ'য়ে কভু।

৪২। ন চ ধনগর্ব্বিত বান্ধবশরণং।

বরমসিধারা তরুতলবাসো
বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাসো
বরমপি ঘোরে নরকে পতনং
ন চ ধনগর্ব্বিত বান্ধবশরণং।

অসি ধারা বল কিম্বা তরুতলে বাস,
সেও ভাল, কিম্বা যদি ভিক্ষা, উপবাস,
বরঞ্চ সহিব ঘোর নরকে পতন ;
কভু নহে ধনমত্ত বান্ধব শরণ।

৪৩। সাধুব্রত।

প্রিয়া ন্যায্যাবৃত্তি র্মলিনমসুভঙ্গেপ্যসুকরং
অসন্তো নাভ্যর্থ্যা সুহৃদপি ন যাচ্যঃ কৃশধনঃ
বিপদ্যুচ্চৈঃ স্থেয়ং পদমনুবিধেয়ং চ মহতাং
সতাং কেনোদ্দিষ্টং বিষমমসিধারাব্রতমিদং।

ন্যায়পথে দৃঢ়মতি, মরে তবু নাহি ছাড়ে শ্রেয়,
অসতে যাচ্ঞা নয়, নাহি যাচে বন্ধুর কাছেও,
বিপদে উন্নতশির, মহতের পদানুসরণ,
এই অসিধারা-ব্রত সাধু ভালে কাহার লিখন।

৪৪। শীলতা।

বহ্নিস্তস্য জলায়তে, জলনিধিঃ কূপায়তে তৎক্ষণাৎ
মেরুঃ স্বল্প শিলায়তে মৃগপতিঃ সদ্যঃ কুরঙ্গায়তে,
ব্যালো মাল্যগুণায়তে, বিষরস পীযূষ বর্ষায়তে
যস্যাঙ্গেঽখিললোকবল্লভতমং শীল সমুন্মীলতি।

অগ্নি জলে পরিণত, জলনিধি ধরে কূপাকার,
মেরু হয় শিলাপ্রায়, মৃগপতি কুরঙ্গ আকার,
সর্প মাল্য গুণধারী, বিষ হয় অমৃত সমান,
যার অঙ্গে অখিলরঞ্জন শীল সদা দীপ্যমান।

৪৫। অস্থির প্রপঞ্চে সুস্থির।

আধিব্যাধিশতৈর্জনস্য বিবিধৈরারোগ্যমুন্মূল্যতে,
লক্ষ্মী যত্র পতন্তি তত্র বিবৃতদ্বারাইব হ্যাপদঃ
আয়ুর্যাতমবশ্যমাশুবিবশং মৃত্যুঃ করোত্যাত্মসাৎ
তৎ কিং কেন নিরঙ্কুশেন বিধিনা যন্নির্ম্মিতং সুস্থিরং।

আধি ব্যাধি ভয় ত্রাসে, আরোগ্য সমূলে নাশে,
কোনখানে না দেখি আরাম,
লক্ষ্মী যেথা সঙ্গে যায়, আপদ পশ্চাতে ধায়,
বিপদ ঘুরিছে অবিরাম;
আয়ুঃপাত দিবারাত মৃত্যু করে আত্মসাৎ,
তবু স্থির ভাবি রহে মনে;
নাহিক চেতন তায়, না জানি গো বিধি হায়,
এ সবারে গড়িলে কেমনে॥

৪৬। সন্তোষ।

বয়মিহ পরিশিষ্টা বল্কলৈস্ত্বং দুকূলৈঃ
সম ইহ পরিতুষ্টো নির্ব্বিশেষো বিশেষঃ
সতু ভবতি দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা
মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ।

আমরা বল্কলধারী ; চীনাংশুকে সজ্জা তোমাদের,
উভয়েই তুষ্ট মোরা, তবে কোথা স্থান প্রভেদের ?
সে জনই দরিদ্র যারে দংশে সদা তৃষ্ণা কালফণী,
সন্তোষ থাকিলে চিতে বল, কে দরিদ্র কে বা ধনী ?

* * * *

সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসং
উপানদ্গূঢ়পাদস্য নন্নু চর্ম্মাবৃতেব ভূঃ।

সন্তোষ অন্তরে যার মিলে তার যত কিছু ধন
পাদুকা পরিলে পায়ে ভূমি ঠেকে চর্ম্মের মতন।

শতং দদ্যান্নবিবদেৎ।

শতং দদ্যান্নবিবদেদিতি বিজ্ঞস্য সম্মতং
বিনাহেতুমপি দ্বন্দ্বমিতি মূর্খস্য লক্ষণং।

বিবাদ ভঞ্জন তরে বিজ্ঞ দেয় ছাড়ি কত শত,
বৃথা দ্বন্দ্ব করা শুধু লক্ষণ যে মূর্খের নিয়ত।

৪৭। পরোপকার।

স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে সৃষ্টিরেবম্বিধৈব,
অনুভবতি হি মূর্দ্ধা পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাং।

আত্মসুখে উদাসীন, পরদুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন,
স্রষ্টা বুঝি এই ভাবে তোমা সবে করিলা সৃজন,
শিরোপরি খরতাপ অকাতরে সহে তরুবর,
ছায়া দানে আশ্রিতের পরিতাপ হরে নিরন্তর।

শকুন্তলা।

৪৮। স্বার্থপর।

তে তে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য যে,
সামান্যাস্তু পরার্থমুদ্যমভৃতঃ স্বার্থাবিরোধেন যে,
তেঽমী মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় বিঘ্নন্তি যে
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে।

সেই সাধু স্বার্থত্যাগী পরহিতব্রত ;
স্বার্থ অবিরোধে যারা পরহিতে রত
তারা ত মধ্যম। নর-রাক্ষস তাহারা
স্বার্থ হেতু পরহিত-বিঘ্নকারী যারা ;
কি বলিব নাহি জানি তাদের যে রীত,
নিরর্থক সাধে যারা পরের অহিত।

৪৯। উত্তম মধ্যম অধম।

প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি।

বিঘ্নভয়ে অধমের কার্য্যারম্ভে না হয় প্রবৃত্তি,
আরম্ভ করিয়া কার্য্য বিঘ্ন পেয়ে তা হতে নিবৃত্তি,—
মধ্যমের রীতি এই। বিঘ্ন পরে বিঘ্ন যত বাড়ে
যে কাজ লয়েছে হাতে উত্তমেরা কভু নাহি ছাড়ে।

৫০। বসুধৈব কুটুম্বকং।

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকং।

এই নিজ এই পর ভেদাভেদ গণে লঘু প্রাণ,
উদার-চরিত সেই, বসুধা কুটুম্ব যার জ্ঞান।

৫১। মাতৃবৎ পরদারেষু।

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ,
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

পর দারে মাতৃসম দেখে যেই জন,
পরের সামগ্রী দেখে লোষ্ট্রের মতন,

সকল মনুষ্যে দেখে আপনার সম,
তাহার দেখাই দেখা—তাঁরে করি নম।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম।

যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ।

যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা
সুখ দুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে।

আপনার সমান দেখিবে অন্যে, যে চাহে কল্যাণ,
সুখ দুঃখ, ধরা মাঝে, আত্মপর উভয়ে সমান।

ঐ

৫২। ভবলীলা।

ক্ষণং বালোভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ
ক্ষণং বিত্তৈহীনঃ ক্ষণমপি সম্পূর্ণ বিভবঃ
জরাজীর্ণৈরঙ্গৈর্নটইব বলীমণ্ডিততনুঃ
নরঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানীযবনিকাং।

প্রথমে বালক খেলা, ক্ষণপরে প্রবেশি যৌবন
প্রেমরসে রসি' যুবা সাধি লয় সংসার বন্ধন ;
বিত্ত কভু শূন্যাকার, পূরিত ভাণ্ডার কভু গেহ,
জরা-জীর্ণ-শীর্ণ শেষে নট সম বলি-চিত্র-দেহ ;
সাধিয়া সংসারযাত্রা নর চলে যমের সদন,
ফুরাল ভবের খেলা—যবনিকা হইল পতন।

৫৩। ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা।

ব্যাঘ্রীবতিষ্ঠতি জরা পরিতর্জয়ন্তী
রোগাশ্চ শত্রবইব প্রহরন্তি দেহে,
আয়ুঃ পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভো
লোকস্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিত্রং।

মানুষ ধরিতে জরা বসি' অনুক্ষণ
বাঘিনীর মত করে তর্জন গর্জন ;
অরি সম রোগ শোক রহে প্রতীক্ষায়,
কখন কাহারে ধরে, কে আছে কোথায় ?
ভাঙা ঘটে জল যেন পরমায়ু ক্ষরে,
আশ্চর্য্য যে লোকে তবু অহিত আচরে !

৫৪। জীবন সংগ্রাম।

ভেকো ধাবতি তং চ ধাবতি ফণী সর্পং শিখী ধাবতি
ব্যাধো ধাবতি কেকিনং বিধিবশাদ্‌ব্যাঘ্রোঽপি তং ধাবতি
স্বস্বাহারবিহারসাধনবিধৌ সর্ব্বে জনা ব্যাকুলাঃ
কালস্তিষ্ঠতি পৃষ্ঠতঃ কচধরঃ কেনাপি ন দৃশ্যতে।

ভেক ধায় তার পিছে ধায় বিষধর,
ময়ূর তাড়ায় সাপে, ব্যাধ শিখীবর,
বিধিবশে ধায় ব্যাঘ্র ব্যাধের পশ্চাৎ—
জীবন-সংগ্রাম ঘোর চলে দিবারাত।
পাশে দাঁড়াইয়া কাল আছি ধরি কেশে,
দেখিতে পায় না কেহ নাহি জানে, কে সে !

৫৫। সর্ব্বে গতাঃ।

বয়ং যেভ্যোজাতাশ্চিরপরিগতা এব খলু তে,
সমা যৈষা বৃদ্ধাঃ স্মৃতিবিষয়তাং তেঽপি গমিতাঃ
ইদানীমেতেস্মঃ প্রতিদিবসমাপন্নপতনা
গতা তুল্যাবস্থাং সিকতিলনদীতীরতরুভিঃ।

আমাদের জন্মদাতা পিতা মাতা নাই ধরাতলে,
তাঁদের সমান বৃদ্ধ তাঁরাও গেলেন কোথা চ'লে ?
আশঙ্কায় আমাদেরো নিয়ত কাটিছে দিন রাত,
বালু-তট-তরু সম গণিতেছি আসন্ন নিপাত।

৫৬। কর্ম্মফল।

আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা দিগন্তং
অম্ভোনিধিং বিশতু, তিষ্ঠতু বা যথেষ্টং,
জন্মান্তরাৰ্জ্জিত-শুভাশুভকৃন্নরাণাং
ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্মফলানুবন্ধঃ।

আকাশে উড়ুক আর দিগন্তেই যাক্,
সাগরে প্রবেশি কিম্বা যেথা খুসি থাক্,
পূর্ব্ব জনমের যত কর্ম্মফল আছে
ছায়াসম মানুষের ফিরে পাছে পাছে।

৫৭। ভূত-সমাগম।

যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহোদধৌ
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ ভূতসমাগমঃ।

যথা হি পথিকঃ কশ্চিৎ ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি,
বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেৎ তদ্বদ্ ভূতসমাগমঃ ॥

কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঠেকাঠেকি সমুদ্রে যেমন
জীবে জীবে দেখাদেখি সংসারে তেমন;
ক্ষণমাত্র এ মিলন দৈব ঘটনায়,
আবার কালের স্রোতে কে কোথা পালায়।
যেমন পথিকগণ এক তরুতলে
ক্ষণেক বিশ্রাম করি পুনরায় চলে,
তেমনি জানিবে এই ভবের ভিতরে
পরস্পর দেখা শুনা ক্ষণেকের তরে।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন,
তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধুবান্ধব,
সময়ে পালাবে তারা কে করে বারণ।

ব্রহ্মসঙ্গীত

৫৮। কাল।

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতিক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুন র্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ
কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ।
কালঃ সমবিষমকরঃ পরিভবসমানকারকঃ কালঃ
কালঃ করোতি পুরুষং দাতারং যাচিতারং চ।

গ্রাসে কাল পরমায়ু জীবন যৌবন পলভরে,
দিন গেলে নাহি ফেরে সর্ব্বভুক্ কালের উদরে।
কাল জীবে করে পাক, কালে করে জীবের সংহার,
সুপ্ত মাঝে জাগে কাল, অতিক্রমে তারে সাধ্য কার?
এ ভবে সম বিষম কালের বিধান,
কারো গতি অবনতি, কেহ পায় মান,
কেহ দাতা, কারো হাতে ভিক্ষুকের থলি,
বাঁধে সর্ব্বচরাচর কালের শিকলি।

৫৯। অপ্রিয় পথ্য।

প্রিয়োভবতি দানেন প্রিয়বাদেন চাপরঃ
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।

প্রিয় হয় অর্থ দিয়ে, প্রিয় হয় প্রিয় আলাপিয়ে,
অপ্রিয় হিতের হায়, কেহ নাই কহি এ শুনি এ।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

৬০। উদয়াস্ত।

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যতইবাত্মদশান্তরেষু।

একদিকে ম্লানকান্তি শশধর চলে অস্তাচলে,
অরুণ-সারথি সহ দিনকর অন্যত্র উজলে,

রবি শশী উদয়াস্ত—সমকালে এ চিত্র নেহারি,
স্ব স্ব দশান্তরে রহে ধৈরজ ধরিয়া নরনারী।

শকুন্তলা।

৬১। সুখ দুঃখ।

নম্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে,
তৎ কল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বং
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।

আপনি জীবন ধরি আপনায় করিয়া নির্ভর,
তুমিও কল্যাণি, শোকে হয়ো না গো নিতান্ত কাতর—
কেহ বা অত্যন্ত সুখী, কেহ দুঃখে একান্ত অধীর,
কভু উচ্চে কভু নীচে, দশাচক্র নাহি রহে স্থির।

মেঘদূত।

* * *

সুখদুঃখং হি পুরুষঃ পর্য্যায়েনোপসেবতে
সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতং বহেৎ
ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং
শরীরমেবায়তনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ।

কালচক্রে সুখ দুঃখ ঘুরে দিবারাতি,
সুখে লবে ক্রোড় পাতি, দুঃখে বুক পাতি।
আসে যায় সুখ দুঃখ নাহি রহে স্থির,
দুয়েরই বিহার-ভূমি মানব শরীর।

*　　*　　*

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাঽপ্রিয়ং
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা
প্রিয়েনাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ
নমুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ ।

সুখ বা হোক, দুঃখ বা হোক
প্রিয় বা অপ্রিয়,
অপরাজিত চিত্তে সব
বরণ করি নিয়ো ।
অতি হৃষ্ট হইবে না প্রিয়-সমাগমে
অপ্রিয়ে হবে না ম্লান ব্যথিয়া মরমে ;
করিবে না হা-হুতাশ হলে অঘটন,
ধর্ম্ম ত্যজিবে না কভু থাকিতে জীবন ।

৬২ । মুনির লক্ষণ ।

মৌনান্নস মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ
স্বলক্ষণং তু যো বেদ স মুনিশ্রেষ্ঠ উচ্যতে ।

মৌনে মুনি না হয়,
না হয় মুনি জটাজূট ভারে ;
আপনারে পছানে যে বিলক্ষণ,
মুনি বলি তারে ।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ।:

৬৩। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ।

আত্মবশ সবই সুখ
পরবশ দুঃখ অবিরাম,
সুখ দুঃখ কারে বলে
দু'কথায় বলিয়া দিলাম।

ঐ

৬৪। শ্রেয় প্রেয়।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদযউ প্রেয়ো বৃণীতে।

শ্রেয় আর প্রেয় ফিরে মনুষ্য মাঝারে,
ধীর ব্যক্তি উভয়ের প্রভেদ বিচারে;
শ্রেয় যে গ্রহণ করে বিপত্তি এড়ায়,
প্রেয় যে বরণ করে সর্ব্বস্ব হারায়।

ঐ

৬৫। অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ।

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন, সত্যেনানৃতভাষিণং।

[অক্রোধেন জিনে ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেন অলিকবাদিনং।]

ধর্ম্মপদ।

অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ
অসাধুতা সাধু আচরণে
অসত্য জিনিবে সত্যে
কদর্য্যে করিবে বশ—ধনে।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

৬৬। এসেছিলে একেলা একা যাইবে।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে
একোঽনুভুংক্তে সুকৃতং একএবতু দুষ্কৃতং।

একাই জনমে নর, একা হয় মৃত,
একাই সুকৃত ভুঞ্জে একাই দুষ্কৃত।

ঐ

৬৭। দুকূল নষ্ট।

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ।

নিশ্চিত ছাড়িয়ে যেই অনিশ্চিতে যায়,
এ কূল ও কূল সেই দুকূল হারায়।

৬৮। নিশ্চিত অনিশ্চিত।

করস্থমুদকং ত্যক্ত্বা ঘনস্থমভিবাঞ্ছতি
সিদ্ধমন্নং পরিত্যজ্য ভিক্ষামটতি দুর্জ্জনঃ।

ছাড়িয়া হাতের জল, জলদেরে ডাকে জল আশে,
সিদ্ধ অন্ন ছাড়ি মূঢ় লোভে ফেরে ভিক্ষান্নের গ্রাসে।

৬৯। অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো।

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ
গৃহীতইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।

অজর অমর জ্ঞান করি আপনারে
বিজ্ঞজন বিদ্যা অর্থ চিন্তিবে সংসারে;
মৃত্যু আসি যেন কেশ করিছে কর্ষণ,
ইহা ভাবি করিবে সে ধর্ম্ম আচরণ।

৭০। দূরদৃষ্টি।

প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং
তৃতীয়ে ন তপস্তপ্তং চতুর্থে কিং করিষ্যসি।

প্রথম বয়সে বিদ্যা, দ্বিতীয়ে না ধন উপার্জ্জিলে
তৃতীয়ে না তপোধর্ম্ম, চতুর্থের কি গতি ভাবিলে।

৭১। ইহকাল পরকাল।

পূর্ব্বং বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ
যাবজ্জীবেন তৎকুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ।
নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা।

তেমতি করিবে কাজ যৌবনের হইতে উন্মেষ
সুখে যাতে কাটাইতে পার কাল শুক্ল হলে কেশ,
করিবে তেমনি কাজ সমস্ত জীবন অবসান,
সুখী হতে পার যাতে পরলোকে করিয়া প্রয়াণ;
ইচ্ছিবে না মৃত্যু কভু, ইচ্ছিবে না পরমায়ু ভোগ,
প্রতীক্ষা করিবে কাল, ভৃত্য যথা প্রভুর নিয়োগ।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

৭২। বাগ্‌ভূষণং ভূষণং।

কেয়ূরা ন বিভূষয়ন্তি পুরুষং হারা ন চন্দ্রোজ্জ্বলা।
ন স্নানং ন বিলেপনং ন কুসুমং নালঙ্কৃতা মূর্দ্ধজাঃ
বাণ্যেকং সমলঙ্করোতি পুরুষং যা সংস্কৃতা ধার্য্যতে
ক্ষীয়ন্তে খলু ভূষণং হি সততং বাগ্‌ভূষণং ভূষণং।

বৃথা স্নান বিলেপন, মিছা সব ফুলের বাহার,
কেয়ূর ভূষণ নহে, নহে চন্দ্রহার অলঙ্কার,
মধুর সংস্কৃত বাণী কণ্ঠে যার ধন্য সেই জন,
নগণ্য ভূষণ অন্য, বাগ্‌ভূষণ যথার্থ ভূষণ।

৭৩। প্রিয়বাক্য।

প্রিয়বাক্য প্রদানেন সর্ব্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ
তস্মাৎ তদেব বক্তব্যং বচনে কা দরিদ্রতা।

সুমধুর প্রিয় বাক্য কহ সর্ব্বক্ষণ,
সুমিষ্ট বচনে তুষ্ট হয় সর্ব্বজন,
মিষ্ট কথা কহিতে ত কষ্ট কিছু নাই,
তবে তাহে কৃপণতা কেন কর ভাই!

৭৪। বচনং বালকাদপি।

যুক্তি যুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি
বিদুষাপি সদা গ্রাহ্যং বৃদ্ধাদপি ন দুর্ব্বচঃ।

বালকের বাক্য যদি যুক্তিযুক্ত হয়
পণ্ডিতেরও গ্রাহ্য তাহা জানিবে নিশ্চয়;
বৃদ্ধ মুখে শোনা যায় যদি দুর্ব্বচন,
তাহাও অগ্রাহ্য বলি' করিবে বর্জ্জন।

৭৫। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

সত্য ক'বে প্রিয় ক'বে,
নাহি ক'বে অপ্রিয় যে সত্য।

প্রিয় মিথ্যা না কহিবে—সার এই ধরমের তত্ত্ব।

পঞ্চ ব্রহ্মবর্ষ।

৭৬। সজ্জন-বচন।

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।

উঠে যদি ভানু পশ্চিম দিকে,
পদ্ম বিকাশে গিরিশিরে,
মেরু যদি নড়ে, জুড়ায় বহ্নি,
সাধুর বচন নাহি ফিরে।

৭৭। শিলায় লিখন, জলের লিখন।

সদ্ভিস্তু লীলয়া প্রোক্তং শিলালিখিতমক্ষরং
অসদ্ভিঃ শপথেনাপি জলে লিখিতমক্ষরং।

সত্যের বচন লীলায় কথিত
শিলায় খোদিত যেন সে,
অসতের কথা শপথ-জড়িত
জলের লিখন জেনো সে!

৭৮। অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠিতং তু যৎ দেবৈ ঋষিভির্যদনুষ্ঠিতং
নানুষ্ঠেয়ো মনুষ্যৈস্তৎ তদুক্তং কর্ম্ম আচরেৎ।

অনুষ্ঠান করে যাহা মুনি ঋষি আদি দেবগণ,
অনুষ্ঠেয় নহে তাহা, পালনীয় তাদের বচন।

৭৯। উপদেশের বেলায় সবাই পণ্ডিত।

পরোপদেশ পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাং।
ধর্ম্মে স্বীয়মনুষ্ঠানং কস্যচিৎ সুমহাত্মনঃ
পরোপদেশসময়ে জনাঃ সর্ব্বেপি পণ্ডিতাঃ
তদনুষ্ঠানসময়ে মুনয়োঽপি ন পণ্ডিতাঃ।

পর উপদেশ কালে পাণ্ডিত্য যে সবাই ফলায়,
মুনিজনও পিছু হটে, মরি হায়! কাজের বেলায়।

৮০। কথা ও কাজ।

গর্জ্জতি শরদি ন বর্ষতি বর্ষতি বর্ষাসু নিঃস্বনো মেঘঃ
নীচো বদতি ন কুরুতে ন বদতি সুজনঃ করোত্যেব।

শরতে গর্জন সার না করে বর্ষণ,
বর্ষায় বরষে ঘন যদিও নিঃস্বন,
মুখেই মুখর নীচ, কাজে কিছু নয়,
মুখে নহে কাজে করে সুজন যে হয়।

৮১। মনোবাক্ কর্ম্ম।

যথা চিত্তে তথা বাচি যথা বাচি তথা ক্রিয়া।
চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াংচ সাধূনামেকরূপতা।

মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাং
মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যৎ কার্য্যমন্যদ্ দুরাত্মনাং।

চিত্ত যথা বাক্য তথা, যথা বাক্য তথা ক্রিয়া,
মনোবাক্ কার্য্যে সদা সাধু হন একহিয়া।
মনে এক, বাক্যে এক, কর্ম্মে এক, মহাত্মা লক্ষণ,
মনে আর, বাক্যে আর, কাজে আর যার সে দুর্জন।
(দুরাত্মার মনে এক, মুখে বলে আর,
কাজে তার বিপরীত দেখিবে আবার,
মহাত্মার মনে যাহা, বচনেও তাই,
কাজেও দেখিবে তাহা ভিন্ন ভাব নাই।)

৮২। কর্ম্মোত্তম।

গত শোকো ন কর্ত্তব্যো ভবিষ্যংনৈব চিন্তয়েৎ
বর্ত্তমানেষু কার্য্যেষু বর্ত্তয়ন্তি বিচক্ষণাঃ।

গতানুশোচনা ছাড়, ছাড় বৃথা ভবিষ্য চিন্তন,
বর্ত্তমান কার্য্যে সদা উঠে পড়ে রহে বিচক্ষণ।

৮৩। বিচার পূর্ব্বক উত্তর দান।

প্রবিচার্য্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেৎ ক্বচিৎ
শত্রোরপি গুণাগ্রাহ্যা দোষাস্ত্যাজ্যা গুরোরপি।

উত্তর করিবে অগ্রে বিচার করিয়া,
কহিবে সকল কথা বুঝিয়া সুঝিয়া,

শত্রুতেও ভালগুণ থাকিলে লইবে,
গুরুতেও দোষ যদি থাকে, তা' ত্যজিবে।

৮৪। শুভং ব্রূয়াৎ।

শুভঃ ব্রূয়াৎ শুভং ধ্যায়েৎ শুভমিচ্ছেচ্চ শাশ্বতং
জন্তূনামুপকারায় কুর্য্যাদ্দেহাদিচালনং।

শুভ বাক্য, শুভ ইচ্ছা, শুভ ধ্যান ধর অহরহ,
দেহাদি সমস্ত কার্য্যে লোক উপকারে সদা রহ।

৮৫। তৃণং ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গঃ।

তৃণং ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গস্তৃণং শূরস্য জীবিতং
জিতাক্ষস্য তৃণং নারী, নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ॥

ব্রহ্মজ্ঞের স্বর্গ তৃণ, বীরের জীবন তৃণবৎ,
সংযমীর নারী তৃণ, নিস্পৃহের তৃণ এ জগৎ।

৮৬। পুরুষকার।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ॥

উদ্যোগী পুরুষ সিংহ,   তারি পরে জানি
কমলা সদয় ;
দৈবে করিবেন দান,   এ অলস বাণী
কাপুরুষে কয় ;
দৈবেরে হানিয়া কর'   পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে—
যত্ন করি সিদ্ধি যদি   তবু নাহি হয়,
দোষ নাহি ইথে।

৮৭। পৌরুষ।

(১) বিজেতব্যা লঙ্কা চরণতরণীয়া জলনিধিঃ
বিপক্ষঃ পৌলস্ত্যো রণভূমি সহায়াশ্চ কপয়ঃ
তথাপ্যেকো রামঃ সকলমজয়ৎ রাক্ষসকুলং
ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে বসতি মহতাং নোপকরণে।
(২) বিপক্ষঃ শ্রীকণ্ঠো জড়তনুরমাত্যঃ শশধরো
বসন্তঃ সামন্তঃ কুসুমমিষবঃ সৈন্যমবলা,
তথাপি ত্রৈলোক্যং জয়তি মদনো দেহরহিতঃ
ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে বসতি মহতাং নোপকরণে

১। লঙ্কাজয় করি পণ, মহাসিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন,
সহায় বানর সৈন্য, ভীষণ রাবণ সনে রণ,
একা শুধু রামচন্দ্র সমস্ত রাক্ষসকুল নাশে,
কার্য্যসিদ্ধি মহত পৌরুষে, উপকরণে কি আসে?

২। বিপক্ষ শঙ্কর যার, অতনু বন্ধু শশধর,
বসন্ত সামন্ত আর সুকোমল যার ফুলশর,
অবলা যদিও সেনা, ত্রিভুবনে মদনের জয়,—
কার্য্যসিদ্ধি মহত-পৌরুষে, উপকরণে কি হয়?

৮৮। পুরুষ লক্ষণ।

পাত্রে ত্যাগী গুণে রাগী সম্বিভাগী চ বন্ধুষু
শ্রাদ্ধে বোদ্ধা রণে যোদ্ধা পুরুষঃ পঞ্চলক্ষণঃ।

পাত্রে দান, গুণে অনুরাগ,
বন্ধু মাঝে বিষয় বিভাগ,
শ্রাদ্ধে বোদ্ধা, রণে যোদ্ধা বীর—
পুরুষ লক্ষণ পঞ্চ, জেনো স্থির।

৮৯। ভূষণ।

করে শ্লাঘ্যস্ত্যাগঃ শিরসি গুরুপদেপ্রণমিতা
মুখে সত্যা বাণী, বিজয়ভুজয়োর্বীর্য্যমতুলং
হৃদি স্বেচ্ছাবৃত্তিঃ শ্রুতমধিগতং চ শ্রবণয়োঃ
বিনাপ্যৈশ্বর্য্যেন প্রকৃতিমহতাং মণ্ডনমিদং।

হাতে শ্লাঘ্য দান, মাথে গুরুর পূজন,
মুখে সত্যবাণী, ভুজে বীর্য্য অতুলন,
হৃদে স্বাধীনতা, কাণে শাস্ত্রের বচন,
ঐশ্বর্য্য বিনাও ইহা মহতে ভূষণ।

৯০। ত্রিলোক বিজয়ী।

কান্তাকটাক্ষবিশিখা ন খনন্তি যস্য
চিত্তং, ন নির্দহতি কোপকৃশানুতাপঃ
কর্ষন্তি ভূরিবিষয়াশ্চ ন লোভপাশা
লোকত্রয়ং জয়তি কৃৎস্নমিদং সবীরঃ।

কামিনী কটাক্ষ বাণে নহে যে আহত,
ক্রোধানলে নাহি জলে, প্রশান্ত সংযত,
লোভপাশ পরিহরে, ধর্ম্মে মতিস্থির,
ত্রিলোক বিজয়ী সেই ধন্য মহাবীর!

৯১। বিপদি ধৈর্য্যং।

বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাং।

বিপদে ধৈর্য্য, ক্ষমা তেমতি সম্পদে,
সভাতলে বাগ্মিতা, বিক্রম রণমদে,
যশোলাভে অভিরুচি, শাস্ত্রেতে রমণ,
মহাত্মায় স্বাভাবিক এসব লক্ষণ।

৯২। বদনং প্রসাদসদনং।

বদনং প্রসাদসদনং হৃদয়ং সদয়ং সুধাময়ো বাচঃ
করণং পরোপকরণং যেষাং কেষাং ন তে বন্দ্যাঃ।

হৃদয়ে করুণা যাঁর, মাধুরী বচনে,
অপূর্ব্ব প্রসন্ন ভাব বিরাজে বদনে,
মন প্রাণ পরহিতে নিযুক্ত সদাই,
সেই মহাত্মার পূজা কে না করে ভাই ?

৯৩। বরং মৌনং কার্য্যং।

বরং মৌনং কার্য্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং
বরং ক্লৈব্যং পুংসাং ন চ পরকলত্রাভিগমনং
বরং ভৈক্ষ্যাশিত্বং ন চ পরধনাস্বাদিতসুখং
বরং প্রাণত্যাগো ন চ পিশুনবাদেষ্বভিরতিঃ।

মৌন ভাল তবু নহে অনৃত বচন,
ক্লৈব্য ভাল, নহে তবু পরস্ত্রীগমন,
ভিক্ষা ভাল, পরধন আস্বাদন নহে,
মৃত্যু ভাল, মুখ যেন দুর্ব্বাক্য না কহে।

৯৪। উদ্যোগ পুরুষ-লক্ষণং।

অশ্বস্য লক্ষণং বেগো মত্তং মাতঙ্গলক্ষণং
চাতুর্য্যো নার্য্যা উদ্যোগং পুরুষলক্ষণং।

অশ্বের লক্ষণ বেগ, মত্ততায় লক্ষিত বারণ,
চতুরতা রমণীর, উদ্যোগই পুরুষ লক্ষণ।

৯৫। মহাত্মার লক্ষণ।

আজীবনান্তাৎ প্রণয়াঃ কোপাস্ত ক্ষণভঙ্গুরাঃ
পরিত্যাগাশ্চ নিঃসঙ্গা ভবন্তি হি মহাত্মনাং।

যাবত জীবন কভু টলে না প্রণয়,
দৈবাৎ হলেও ক্রোধ ক্ষণেক না রয়,
নিষ্কাম হৃদয়ে সদা স্বার্থ বিসর্জ্জন,
মহাত্মার এ সকল জানিবে লক্ষণ।

৯৬। মর্ত্ত্যই স্বর্গ।

পাপেঽপ্যপাপং পরুষেঽভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য স্বর্গ ইহৈব লভ্যতে।

শত্রুর প্রতিও যাঁর মিত্র ব্যবহার,
নিষ্ঠুর ভাষীর প্রতি প্রিয়বাক্য যাঁর,
মৈত্রীগুণে আর্দ্র সদা যাঁহার হৃদয়;
মর্ত্ত্যই তাঁহার স্বর্গ নাহিক সংশয়।

৯৭। কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং
চলাচলমিদং সর্ব্বং, কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি

চলচ্চিত্ত, চলবিত্ত, জীবন যৌবন নহে স্থির,
চলাচল এ সকল, কীর্ত্তি যাঁর বাঁচে সেই বীর।

৯৮। Art is long and Time is fleeting

অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং
স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ।

শব্দশাস্ত্র মহাসিন্ধু অসীম দুস্তর,
অল্পই আয়ুষ্য ভবে, বিঘ্নও বিস্তর,
পণ্ডিতে সবার সার করিয়া মন্থন,
হংসসম নীর হতে ক্ষীর বাছি লন।

৯৯। অজ্ঞের মত্ততা।

যদা কিঞ্চিজ্‌জ্ঞোঽহং দ্বিপইব মদান্ধঃ সমভবম্
তদা সর্ব্বজ্ঞোঽস্মীত্যভবদবলিপ্তং মে মনঃ।
যদা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ গুরুজনসকাশাদধিগতং
তদা মূর্খোঽস্মীতি জ্বরইব মদো মে ব্যপগতঃ॥

অল্পজ্ঞানে মদমত্ত করীর মতন,
সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া গর্ব্বপূর্ণ হল মন;
পেলেম গুরুর কাছে উপদেশ ত্রুটি,
আপনারে মূর্খ জানি মদ গেল ছুটি।

১০০। বিদ্যারত্নং মহাধনং।

জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনং।

জ্ঞাতিগণ নাহি পারে করিতে বণ্টন,
তস্করেও নাহি পারে করিতে লুণ্ঠন,
ক্ষয় নাহি দানে, বাড়ে যত কর দান,
কি আছে অমূল্য বস্তু বিদ্যার সমান ?

১০১। শাস্ত্রই লোচন।

অনেক সংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনং
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ।

মনের সংশয় জাল যে করে হরণ,
পরোক্ষ বিষয় যাহে হয় দরশন,
সেই শাস্ত্র একমাত্র সবার নয়ন,
সে নয়ন নাহি যার অন্ধ সেই জন।

১০২। প্রজ্ঞা বিনা শাস্ত্র।

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিং
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি।

১। প্রজ্ঞা নাই যার ঘটে শাস্ত্রে তার বল কি করিবে
নেত্রহীন নর বল দর্পণেতে কি আর হেরিবে ?
২। যাহার নিজের ঘটে বুদ্ধি নাহি রয়,
শাস্ত্র উপদেশে তার কিবা ফলোদয় ?
দুইটি নয়ন হীন হয় যেই জন,
কি ফল তাহার কাছে ধরিয়া দর্পণ ?

১০৩। 'জ্ঞান-লব দুর্বিদগ্ধ'।

অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ সুখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ
জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি।

অজ্ঞ মানুষেরে সুখে আরাধনা কর,
পণ্ডিতের আরাধনা আরো সুখতর,
অল্প জ্ঞানে বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত যে নর,
সে জনার মন পাওয়া ব্রহ্মারও দুষ্কর।

১০৪। অতিব্যয়।

ক্রতৌ বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে,
যশস্করে কর্ম্মণি মিত্র সংগ্রহে,
প্রিয়াসু নারীষু তথৈব বান্ধবে-
প্যতিব্যয়ো নাস্তি নরাধিপাষ্টসু।

বিবাহে, বিপদে, যজ্ঞে, শত্রু বিনাশনে,
কীর্ত্তিকর কার্য্যে তথা মিত্র উপার্জ্জনে,
প্রিয়ার মনোরঞ্জন, বান্ধব তারণ,
এই অষ্টে অতিব্যয় না হয়, রাজন্।

১০৫। দেশ ভ্রমণ।

যস্তু সঞ্চরতে দেশান্ যস্তু সেবেত পণ্ডিতান্
তস্য বিস্তারিতা বুদ্ধি স্তৈলবিন্দুমিবাম্ভসি।

দেশে দেশে পর্য্যটন, পণ্ডিতের সহ আলাপন,
বুদ্ধির বিস্তার তাহে তৈলবিন্দু জলেতে যেমন।

১০৬। পুঁথিগত বিদ্যা।

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনং।

পুঁথিগত বিদ্যা, পর হস্তগত ধন,
কার্য্যকালে নাহি মেলে সে বিদ্যা সে ধন।

১০৭। না অঙ্গার না ছাই।

তুষ্টে সতি ন লাভায় রুষ্টে নাশায় নৈব চ।
প্রজ্বলিতানি শষ্পানি নাঙ্গারায় ন ভস্মনে।

তুষ্টে নাহি লাভ, রুষ্ট হলে যেবা হয় না কোন ক্ষতি,
প্রজ্বলিত তৃণ নয় সে আগুন, নয় ছাই এক রতি।

১০৮। এক হাতে তালি নাহি বাজে।

যথৈকেন ন হস্তেন তালিকা সংপ্রপদ্যতে
তথোদ্যমপরিত্যক্তং কর্ম্মোণোৎপাদয়েৎ ফলং।

এক হাতে তালি নাহি বাজে,
যে কাজ উদ্যমহীন, ফলোদয় না হয় সে কাজে।

১০৯। মন।

মনসৈব কৃতং পাপং ন শরীর কৃতং কৃতং
মনোহি জগতাং কর্ত্তৃ মনোহি পুরুষঃ স্মৃতঃ।

মানস পাপের মূল, দেহকৃত পাপ পাপ নয়,
মনই জগত কর্ত্তা, মনেরে পুরুষ সবে কয়।

১১০। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।

একং হন্যাদ্ নহন্যাদ্বা শরোমুক্তো ধনুষ্মতা,
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতোৎসৃষ্টা হন্যাদ্ রাষ্ট্রং সরাজকং।

ধনুর্ধারী একবাণ করিলে সন্ধান,
যায় তাহে বড় জোর একের পরাণ,
বুদ্ধিমান্ খরশাণ বুদ্ধি যবে হানে,
রাজার সহিত রাজ্য মরে সেই বাণে।

১১১। বুদ্ধির পরিচয়।

মন্ত্রিণাং ভিন্নসন্ধানে ভিষজাং সন্নিপাতকে
কর্ম্মণি ব্যজ্যতে প্রজ্ঞা সুস্থে কোবা ন পণ্ডিতঃ।

বুঝিবে মন্ত্রির বুদ্ধি সঙ্কট-সময়,
সন্নিপাত বিকারে বৈদ্যের পরিচয়,
কার্য্যকালে বুদ্ধিমত্তা হয় প্রকাশিত,
সুস্থতা শান্তির মাঝে কে নহে পণ্ডিত?

১১২। নাশ।

কলহান্তানি হর্ম্ম্যাণি কুবাক্যান্তং চ সৌহৃদং
কুরাজান্তানি রাজ্যানি কুকর্ম্মান্তং যশোনৃণাং।

কলহেতে গৃহ নষ্ট, কুবাক্যে বন্ধুতা করে গ্রাস,
কুরাজায় রাজ্য নষ্ট, কুকর্মে ঘটায় কীর্ত্তি নাশ।

১১৩। নির্গুণস্য হতং রূপং।

নির্গুণস্য হতং রূপং দুঃশীলস্য হতং কুলং
অসিদ্ধস্য হতা বিদ্যা অভোগেন হতং ধনং।

নির্গুণের হত রূপ, দুঃশীলের হত কুলমান,
কৃপণের ধন বৃথা, দুরাচারে বৃথা বিদ্যাদান।

১১৪। দৌর্ম্মন্ত্র্যান্নৃপতি বিনশ্যতি।

দৌর্ম্মন্ত্র্যান্নৃপতি বিনশ্যতি যতিঃ সঙ্গাৎ সুতোলালনাৎ
বিপ্রোঽনধ্যয়নাৎ কুলং কুতনয়াৎ শীলং খলোপাসনাৎ
হ্রীর্মদ্যাদনবেক্ষণাৎ কৃষিঃ স্নেহঃ প্রবাসাশ্রয়াৎ
মৈত্রীচাপ্রণয়াৎ সমৃদ্ধিরনয়াৎ ত্যাগাৎ প্রমাদাদ্ধনং।

কুমন্ত্রে নৃপের নাশ, সঙ্গদোষে যতীর দুর্গতি,
পাঠ-বিনা বিপ্র নষ্ট, লালনে পুত্রের হয় ক্ষতি,
কুপুত্রে কুলের নাশ, শীল নাশে দুষ্ট আরাধন,
অপ্রণয়ে মৈত্রী, ঋদ্ধি অবিনয়ে, অপব্যয়ে ধন।

১১৫। দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ
শাস্ত্রপূতং বদেদ্ বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ।

ফেলিবে চরণ পথে নয়ন মেলিয়া,
পিবে জল নিরমল বসনে ছাকিয়া,
মুখে সদা শাস্ত্রপূত বলিবে বচন,
করিবেক মনঃ পূত কার্য্য আচরণ।

১১৬। স্বভাব সুন্দর।

স্বভাব সুন্দরং বস্তু র্ন সংস্কারমপেক্ষতে
মুক্তারত্নস্য শাণাস্ত্রঘর্ষণং নোপযুজ্যতে।

স্বভাব সুন্দর বস্তু না চাহে সংস্কার,
মুকুতা ধারে কি কভু শাণাস্ত্রের ধার?

১১৭। লক্ষ্মীর যাওয়া আসা।

সমাযাতি যদা লক্ষ্মী র্নারিকেলফলাম্বুবৎ
বিনির্যাতি যদা লক্ষ্মী র্গজভুক্তকপিত্থবৎ।

নারিকেল জল সম লক্ষ্মী দেখা দেন,
গজভুক্ত কপিত্থবৎ হন অন্তর্ধান।

* * *

যখন আসেন লক্ষ্মী, বুঝে ওঠা ভার,
নারিকেলে হয় যথা জলের সঞ্চার,
যখন ছাড়েন লক্ষ্মী সব শূন্য, হায়!
খোলা-সার গজভুক্ত কপিত্থের প্রায়।

১১৮। বর্জ্জনীয়।

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং
যুদ্ধে কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকং
রাজানং চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশং চ সোপদ্রবং
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ।

বেদজ্ঞান হীন বিপ্র, নট মূর্খ ঘোর,
রণ ভীরু যোদ্ধা আর বৈদ্য নেশাখোর,
সন্ন্যাসীতি গণ্ডমূর্খ, অশ্ব মন্দগতি,
দুষ্ট মন্ত্রীবশ সদা যেই নরপতি,
যৌবন গর্ব্বিতা ভার্য্যা পরজনে রত,
প্রজার বিদ্রোহে দেশ বিপন্ন সতত,
বিজ্ঞজন অবিলম্বে করিয়া যতন
এ সকল অমঙ্গল করিবে বর্জ্জন!

১১৯। জরা পরিহরে রূপ।

রূপং জরা সর্ব্বসুখানি তৃষ্ণা
খলেষু সেবা পুরুষাভিমানং
যাচ্ঞা গুরুত্বং গুণমাত্মপূজা
চিন্তা বলং হন্ত্যদয়া চ লক্ষ্মীং।

জরা পরিহরে রূপ, তৃষ্ণা করে সুখ শান্তি গ্রাস,
দুর্জ্জন দাসত্ব দোষে পুরুষাভিমান হয় নাশ,
ভিক্ষায় গৌরব যায়, আত্ম-পূজা হরে গুণচয়,
দয়াহীনে ছাড়ে লক্ষ্মী, চিন্তা করে সর্ব্ব বলক্ষয়।

১২০। মাত্রা সমং নাস্তি।

মাত্রা সমং নাস্তি শরীর পোষণং
বিদ্যা সমং নাস্তি শরীর ভূষণং
ভার্য্যা সমং নাস্তি শরীর তোষণং
চিন্তা সমং নাস্তি শরীর শোষণং।

মাতার সমান নাই শরীর পোষণ
বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষণ,
ভার্য্যার সমান নাই শরীর তোষণ,
চিন্তার সমান নাই শরীর শোষণ।

১২১। জ্যোতিষং জলদে মিথ্যা।

জ্যোতিষং জলদে মিথ্যা, মিথ্যা শ্বাসিনি বৈদ্যকং
যোগো বহ্বশনে মিথ্যা, মিথ্যা জ্ঞানং চ মদ্যপে।

জলদের খেলা নিয়ে জ্যোতিষের গণনা নিষ্ফল,
শ্বাসগ্রস্ত রোগী পরে ঔষধের নাহি খাটে বল,
যে উদর পরায়ণ, মিথ্যা তার যোগের সাধন,
নেশাখোর যে অভাগা মিথ্যা তার জ্ঞান উপার্জন।

১২২। কোঽতিভারঃ সমর্থানাং।

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাং
কোবিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাং।

বলবানে আছে কিবা বল গুরুভার ?
ব্যবসায়ী করে কি গো দূরের বিচার ?
বিদেশ আছে কি তার বিদ্বান যে নর ?
প্রিয়বাদী যেই তার আছে কেবা পর ?

১২৩। ছোট বড়।

পরিক্ষীণঃ কশ্চিৎ স্পৃহয়তি যবানাং প্রসৃতয়ে
স পশ্চাৎ সম্পূর্ণো গণয়তি ধরিত্রীং তৃণসমাং
অতশ্চানেকান্তা গুরুলঘুতয়ার্থেষু ধনিনাং
অবস্থা বস্তূনি প্রথয়তি চ সঙ্কোচয়তি চ।

নির্ধন বর্তিয়া যায় পায় যদি এক মুঠা ধান,
পরে সে হইলে ধনী ধরা যেন করে শরাজ্ঞান,
মানুষের দশা ভেদে কত ভেদ গুরু-লঘুতায়,
কভু ছোট হয় বড়, কভু বড় ধরে ক্ষুদ্র কায়।

১২৪। সন্মিত্র।

পাপান্নিবারয়তি যোজয়তে হিতায়
গুহ্যানি গূহতি গুণান্ প্রকটীকরোতি
আপদ্গতং ন চ জহাতি দদাতি কালে
সন্মিত্র লক্ষণমিদং প্রবদন্তি সন্তঃ।

নিবারণ করে পাপ, করে সদা কুশল কামনা,
ঢেকে রাখে গুপ্তকথা, নিরন্তর গায় গুণপনা,
দান করে যথাকালে, বিপদে না করে পরিহার,
সেই শ্রেষ্ঠ মিত্র জেনো, যার সদা হেন ব্যবহার।

১২৫। মিত্ররত্ন।

মিত্রং প্রীতিরসায়নং নয়নয়োরানন্দনং চেতসঃ
পাত্রং যৎ সুখদুঃখয়োঃ সহ ভবেন্মিত্রেন তদ্ দুর্লভং
যে চান্যে সুহৃদঃ সমৃদ্ধিসময়ে দ্রব্যাভিলাষাকুলাঃ
তে সর্ব্বে মিলন্তি তত্ত্বনিকষগ্রাবা তু তেষাং বিপৎ।

নয়নের প্রীতি রসায়ন যেই, হৃদয় নন্দন,
সুখে সুখী দুখে দুখী, মিত্র হেন দুর্লভ রতন।
ধন লোভে বন্ধু রাশি মিলে আসি সম্পদ আসরে ;
এ সবে পরীক্ষা হয় বিপদের পরশ-পাথরে।

১২৬। যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা-
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মং
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু-
র্যোযস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং।

আকাশে জলদ, গিরিতে ময়ূর,
জলেতে কমল, রবি কত দূর ;
কুমুদের বঁধু ইন্দুও গগনে,
যে যাহার মিত্র দূর নাহি গণে।

১২৭। স্ত্রী শ্রী স্বরূপ।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হাগৃহদীপ্তয়ঃ
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।

সন্তানের জননী বলিয়া ভার্য্যা সম্মানের পাত্রী,
পূজনীয়া, গৃহের বিমল দীপ্তি, মঙ্গলের ধাত্রী ;
দেখিলে ঘুচিয়া যায় নয়নের খেদ।
শ্রিয়ে আর স্ত্রিয়ে নাই অনুমাত্র ভেদ।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

১২৮। স্বামী স্ত্রী।

যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথা বিধি
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।

যেমন পতির হাতে পড়ে নারী, তেমনি সে হয়,
সমুদ্রে পড়িলে নদী, হয়ে যায় লবণাম্বুময়।

* * *

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ
যস্মিন্নেব গৃহে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং।

স্বামীতে সন্তুষ্ট জায়া, জায়াতে সন্তুষ্ট আর পতি,
হেন সুখাবহ গৃহ, কল্যাণের চির-নিবসতি।

১২৯। আপনি আপনার রক্ষক।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।

কি করিবে অবরোধ! অরক্ষিতা চির অরক্ষিতা,
আপনাকে আপনি যে রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা।

১৩০। কন্যাদান।

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং।

জানে না স্বামী কি বস্তু, স্বামী সেবা জানে না কেমন,
ঘুণাক্ষরে জানে না কাহারে বলে ধরম-শাসন;
হেন যে দুহিতা, জ্ঞান-বিরহিতা, বালিকা নিতান্ত,
তাহার বিবাহ দিতে মতিমান্ পিতা রবে ক্ষান্ত।

১৩১। পণ গ্রহণ।

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্লীয়াৎ শুল্কমন্বপি
গৃহ্লন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী।

স্থির করিবার কালে বিবাহের পাত্র,
পণ না লইবে পিতা কপর্দ্দক মাত্র।
পড়িয়া লোভের টানে লয় যদি পণ,
কন্যা বিক্রয়ের পাপে হয় নিমগন।

১৩২। পণ্ডিতা বনিতা লতা।

অনর্ঘমপি মাণিক্যং হেমাশ্রয়মপেক্ষতে
বিনাশ্রয়ং ন শোভন্তে পণ্ডিতাবনিতালতা।

স্বর্ণের আশ্রয়ে চাহে মহামূল্য মাণিক্য-নিচয়,
পণ্ডিত বনিতা লতা অবনতা না পেলে আশ্রয়।

১৩৩। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং অমেধ্যাদপি কাঞ্চনং
নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

অমৃতে গরল হতে করিবে গ্রহণ,
মৃত্তিকা হইতে লবে বাছিয়া কাঞ্চন,
নীচ হতে বিদ্যা লাভ নহে অনুচিত,
স্ত্রীরত্ন দুষ্কুল হ'তে গ্রহণো বিহিত।

১৩৪। নিত্যোৎসব।

সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিণঃ
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহং।

নিত্যই সচ্ছল অন্ন কৃষকের ঘরে,
অরোগী সদাই সুখী সংসার ভিতরে,
সদৃশী প্রেয়সী ভার্য্যা লভে যেই জন,
নিত্যই উৎসব পূর্ণ তাহার ভবন।

১৩৫। গৃহাশ্রম।

সন্মিত্রং সধনং স্বযোষিতি রতিশ্চাজ্ঞাপরাঃ সেবকাঃ
সানন্দং সদনং সুতাশ্চ সুধিয়ঃ কান্তা ন দুর্ভাষিণী,
আতিথ্যং শিবপূজনং প্রতিদিনং মিষ্টান্নপানং গৃহে
সাধোঃ সঙ্গমুপাসতে হি সততং ধন্যো গৃহস্থাশ্রমঃ।

মিত্র আছে, ধন আছে, নিজ স্ত্রীতে গৃহস্থের রতি,
ভৃত্য নিত্য আজ্ঞাকারী, গৃহখানি আনন্দ বসতি,

সুত সুধী, শান্তা কান্তা, সুজন আতিথ্য অহরহ,
মিষ্টান্নে সৎসঙ্গে পূর্ণ—সেই গৃহাশ্রম ধন্য অহো।

১৩৬। গুণীর আদর।

শিশুর্বা শিষ্যর্বা যদপি স মম তিষ্ঠতু তথা
বিশুদ্ধে রুৎকর্ষ ত্বয়ি তু মম ভক্তির্দৃঢ়য়তি
শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতু নমু বন্দ্যাসি জগতি
গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।

শিশু হও, শিষ্য হও, আছ যাহা থাক গো তেমতি,
বিমল চরিত হেরি দৃঢ় ভক্তি মোর তোমা প্রতি।
শিশু হও, নারী হও ও চরণ বন্দে গো সবাই,
গুণীতে গুণীর মান, স্ত্রী পুরুষ ছোট বড় নাই।

উত্তর চরিত।

১৩৭। বিদ্যা-ধন-শক্তির বিভিন্ন প্রয়োগ।

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়,
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়
খলস্য সাধো বিপরীতমেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়।

বিদ্যা বিবাদের তরে, গর্ব্বতরে ধন,
পর পীড়াতরে শক্তি খাটায় দুর্জ্জন।
বিপরীত সজ্জনের, বিদ্যা দেয় জ্ঞান,
ধনে দান করে, শক্তি করে আর্ত্তত্রাণ।

১৩৮। দান ধন বিদ্যা শৌর্য্য।

দানং প্রিয়বাক্যসহিতং জ্ঞানমগর্ব্বং ক্ষমান্বিতং শৌর্য্যং
বিত্তং ত্যাগসমেতং দুর্লভমেতৎ চতুর্ব্বিধং ভদ্রং।

প্রিয়বাক্য সহ দান, জ্ঞান গর্ব্বহীন,
দান সহ ধন;
শৌর্য্য সহ ক্ষমাগুণ, জগতে এ চারি
দুর্লভ মিলন।

১৩৯। সজ্জন বিরল।

দৃশ্যন্তে ভূরি ভূরি নিম্বতরবঃ কুত্রাপি তে চন্দনাঃ
পাষাণৈঃ পরিপূরিতা বসুমতী বজ্রোমণির্দুর্লভঃ
শ্রূয়ন্তে করটারবংশ সততং চৈত্রে কুহূকূজিতং
তন্মন্যে খলসঙ্কুলজগদিদং দ্বিত্রাঃ ক্ষিতৌ সজ্জনাঃ।

নিমগাছ কত আছে চন্দন অল্পই;
পাথরে পৃথিবী ভরা, মণি বেশী কই?
কাক ডাকে বারো মাস, চৈত্রে ডাকে পিক;—
ধরাতলে সাধু স্বল্প, দুর্জন অধিক।

১৪০। "বাঁশের চেয়ে কঞ্চী দড়"।

যাবন্ন তপতি ভানুস্তাদৃক্ সন্তপতি বালুকানিকরঃ
অন্যস্মাল্লব্ধপদঃ প্রায়ো নীচোঽপি দুঃসহস্ততঃ।

রবি তত জ্বালায় না, যত তাপ তপ্ত বালুকায়,
নীচ উচ্চ পদ পেলে তাহার প্রতাপ সহা দায়!

১৪১। কি ফল ?

ধনেন কিং যো ন দদাতি নোঽশ্নুতে
বলেন কিং যশ্চ রিপুং ন বাধতে
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ।

দান ভোগ বিনা কিবা ধনে প্রয়োজন ?
ব্যর্থ বল, নহে যাহে রিপুর দমন ?
শুদ্ধাচার নাহি যার বিদ্যায় কি ফল ?
জিতেন্দ্রিয় নহে যেবা আত্মার কি বল ?

১৪২। "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে"।

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানং
বয়োগতে কিং বনিতাভিলাষঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধে।

নিবিলে প্রদীপ তাহে কিবা তৈল দান ?
কি ফল পালালে চোর হয়ে সাবধান ?
বয়স কাটিয়ে গেলে বিবাহে কি ফল ?
কি ফল বাঁধিয়া বাঁধ শুকাইলে জল ?

১৪৩। পার হ'লে নৌকা কেন ?

নৌকাং বৈ ভজতে তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি
উত্তীর্ণে তু পরে পারে নৌকায়াঃ কিং প্রয়োজনঃ ?

নৌকা চাই যাত্রী যবে পারে নাহি যায়,
উত্তরিলে পরপারে কি ফল নৌকায় ?

১৪৪। বিপদের প্রতিক্রিয়া।

ন কূপখননং যুক্তং প্রদীপ্তে বাহ্নুনা গৃহে।
চিন্তনীয়া হি বিপদামাদাবেব প্রতিক্রিয়া।

আগুন লাগিলে ঘরে হায় মিছে কূপের খনন,
বিপদের প্রতিক্রিয়া আগে হতে ভেবে রাখ মন

১৪৫। এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।

যত্র বিদ্বজ্জনোনাস্তি শ্লাঘ্যস্তত্রাল্পধীরপি
নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।

বিদ্বজ্জন নাহি যেথা মূর্খে সেথা পণ্ডিতের মান,
পাদপ বিহীন দেশে এরণ্ডও তরুর সমান।

১৪৬। রত্ন খুঁজিতে লোনা জল।

অয়ং রত্নাকরোঽম্ভোধিমিত্যসেবি ধনাশয়া
ধনং দূরেঽস্তু বদনমপূরি ক্ষারবারিভিঃ।

রত্নাকর সিন্ধু ভাবি ডুবিনু যেমন,
রত্ন কোথা, লোনা জলে পুরিল বদন।

১৪৭। বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ
অতিদানে বলীর্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তু গর্হিতং।

অতি দর্পে লঙ্কা নষ্ট, অতি মানে কুরুকুল ক্ষয়,
অতি দানে বদ্ধ বলী, বাড়াবাড়ি কিছু ভাল নয়।

১৪৮। অতি পরিচয়।

অতিপরিচয়াদবজ্ঞা সন্তুতগমনাদনাদরোভবতি
মলয়ে ভিল্লপুরন্ধ্রী চন্দনতরুকাষ্ঠমিন্ধনং কুরুতে।

ঘন ঘন যাওয়া আসা ছাড়ে বিজ্ঞ নর,
আদর না পেয়ে পাছে পায় অনাদর;
অতি পরিচয় জেনো অবজ্ঞা-জনন,
ভীলের জ্বলন-কাষ্ঠ মলয় চন্দন।

১৪৯। সেবাধর্ম্ম।

মৌনান্মূকঃ প্রবচনপটুর্বাতুলো জল্পকোবা
ক্ষান্ত্যা ভীরুর্যদি ন সহতে প্রায়শোনাভিজাতঃ
ধৃষ্টঃ পার্শ্বে স ভবতি জনো দূরতশ্চাপ্রগল্ভঃ
সেবাধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।

মৌন হলে বলে মূক, বক্তা যদি হয় সে বাতুল,
সহিলে বলে সে ভীরু, না সহিলে বলে নীচকুল;
পাশে এলে বলে ধৃষ্ট, দূরে গেলে অচতুর মানে,
কঠিন এ সেবাধর্ম্ম, তত্ত্ব তার যোগীও না জানে।

১৫০। যথা রাজা তথা প্রজাঃ।

যথা দেশস্তথা ভাষা যথা রাজা তথা প্রজাঃ
যথা ভূমিস্তথা তোয়ং যথা বীজং তথাঙ্কুরঃ
স্বধর্ম্মরূপো রাজেন্দ্রো দয়ারূপেণ মন্ত্রিণঃ
সেবকাঃ সাধুরূপেণ যথা রাজা তথা প্রজাঃ
রাজা রাক্ষসরূপেণ ব্যাঘ্ররূপেণ মন্ত্রিণঃ
সেবকাঃ শ্বানরূপেণ যথা রাজা তথা প্রজাঃ।

যথা দেশ তথা ভাষা, অঙ্কুর বীজের অনুরূপ,
ভূমির সদৃশ জল, যথা রাজা প্রজাও তদ্রূপ।
ধর্ম্মরূপ হ'লে রাজা মন্ত্রী হন দয়া-অবতার—
প্রজারাও সাধু সবে, প্রজা ধরে আদর্শ রাজার।
রাজেন্দ্র রাক্ষস যেথা, মন্ত্রী সেথা শার্দ্দূল সমান,
প্রজারা কুক্কুররূপী, প্রজা-রীতে রাজাই প্রমাণ।

১৫১। প্রজাপালন।

রাজন্ দুধুক্ষসি যদি ক্ষিতিধেনুমেতাং
তেনাদ্য বৎসমিব লোকমিমং পুষাণ
তস্মিংশ্চ সম্যগনিশং পরিপুষ্যমানে
নানা ফলৈঃ ফলতি কল্পলতেব ভূমিঃ।

মহীধেনু যদি এই করহ দোহন,
বৎসসম রক্ষ জনে তাহলে রাজন্;
সুরক্ষিত হ'লে প্রজা তব ভুজবলে,
কল্পলতা সম ভূমি ফলে নানা ফলে।

১৫২। রাজা প্রজার মধ্যস্থ।

নরপতিহিতকর্ত্তা দ্বেষ্যতাং যাতি লোকে,
জনপদহিতকর্ত্তা ত্যজ্যতে পার্থিবেন্দ্রৈঃ
ইতি মহতি বিরোধে বর্ত্তমানে সমানে
নৃপতিজনপদানাং দুর্লভঃ কার্য্যকর্ত্তা।

নরপতি-হিতকর্ত্তা অপ্রিয় প্রজার,
জনপদ-হিতকর্ত্তা হেয় সে রাজার,
এ ঘোর বিরোধ-ক্ষেত্রে, করম কুশল,
রাজা প্রজা হিতাকাঙ্ক্ষী মধ্যস্থ বিরল।

বিনয়।

বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ
বনস্থাঅপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে।

থাকিতে ধন সমৃদ্ধি রাজ্য সুবিশাল,
অবিনয়ে হত হৈলা কত মহীপাল।
বনবাসে কত রাজা দহি' মনাগুণে,
ফিরিয়া পাইল রাজ্য বিনয়ের গুণে।

ক্ষমা।

ক্ষমাবশীকৃতির্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং
ক্ষমাগুণোঽহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।

ক্ষমাতে বশীকরণ, ক্ষমা সে পরমধন।
ক্ষমা অশক্তের গুণ, ক্ষমা শক্তের ভূষণ॥

ব্রাহ্মধর্ম্ম, দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় ভাগ

ঋগ্বেদ, উপনিষৎ, ভগবদগীতা প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে

বচন-সংগ্রহ ।

১। ঋগ্বেদ (১০ মণ্ডল :২১ সূক্ত)

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিসং যস্য দেবাঃ
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতোবভূব
যঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দিড়্‌হা যেন স্বস্তভিতং যেন নাকঃ
যো অন্তরীক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে
যত্রাধিসূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫

মানো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬

আত্মদা বলদা যিনি ; সর্ব্ব বিশ্ব সকল দেবতা
বহিছে শাসন যাঁর ; মৃত্যু ও অমৃত যাঁর ছায়া ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

যিনি স্বীয় মহিমায় বিরাজেন একমাত্র রাজা
প্রাণবান্ জগতের, চতুষ্পদ দ্বিপদ প্রাণীর ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

এই হিমবন্ত গিরি, নদীসহ এই অম্বুনিধি
বিশাল মহিমা যাঁর ; এই সর্ব্বদিক্ যাঁর বাহু—
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

যাঁর দ্বারা দীপ্ত এই দ্যুলোক, পৃথিবী দৃঢ়তর ;
যিনি স্থাপিলেন স্বর্গ, অন্তরীক্ষে রচিলেন মেঘ ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

মহাশক্তি-প্রতিষ্ঠিত দীপ্যমান দ্যুলোক ভূলোক
যাঁরে করে নিরীক্ষণ, সূর্য্য যাঁহে লভিছে প্রকাশ ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

যিনি সত্যধর্ম্মা, যিনি জনয়িতা স্বর্গ পৃথিবীর,
বিনাশে করুন রক্ষা স্রষ্টা যিনি মহা সমুদ্রের ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

ফাল্গুন, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

উপনিষদ ।*

২। ইদং বা অগ্রে।

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ
সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং

সবা এষ মহানজ আত্মা ঽজরো ঽমরো ঽমৃতো ঽভয়ঃ।
সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি
সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি
দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষামুহূর্ত্তা
অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা
ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি॥

---

* ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড হইতে উদ্ধৃত। অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত।

না ছিল এ সব কিছু শুন শিষ্য প্রিয়,
ছিলেন কেবল সৎ এক অদ্বিতীয়॥

মহান্ আত্মা তিনি জনম বিহীন,
জরা মৃত্যু ভয়-ভয়—কারো না অধীন॥

চিন্তা করিলেন তিনি; চিন্তনের পিছু,
সৃজিলেন এই সব দেখিছ যা কিছু॥

তাঁহা হইতেই হ'ল বিশ্বের প্রকাশ;
জনমিল প্রাণ মন ইন্দ্রিয় আকাশ,
অনিল সলিল জ্যোতি; (আশ্চরজ তিনি)
জন্মিল পৃথিবী এই বিশ্বের ধারিণী॥

ভয়ে তাঁর জলে অগ্নি; ভয়ে ভানু তায়,
চলে মেঘ, চলে বায়ু, ভয়ে মৃত্যু ধায়॥

ইঁহারি শাসনে, গার্গি, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ,
আপন আপন পথে ধায় অহরহ॥

উপরে দ্যুলোক আর নীচে বসুন্ধরা,
শাসনের মন্ত্রবলে রহিয়াছে ধরা।
মুহূর্ত্ত দিবস রাত্রি মাস পক্ষ চলে,
চলে ঋতু সম্বৎসর শাসনের বলে॥

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোন্যাঃ নদ্যঃ
স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোন্যাঃ।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

৩। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং
গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম-
প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং।

তুষার-মণ্ডিত শ্বেত পর্ব্বত হইতে,
ইঁহারি শাসনে, গার্গি, নাবিয়া ত্বরিতে,
পূর্ব্ব মুখে বহি চলে শত নদ নদী,
অন্যে আর অনুসরে পশ্চিম জলধি॥

সকলের প্রাণ ইনি ; যা কিছু যেথায়,
ইঁহাতে করিয়া ভর স্ব স্ব কাজে ধায়॥

সবাই করিছে তাঁহার কাজ, মহদ্ভয় তিনি উদ্যত বাজ,
কেবল যে জন তাঁহারে জানে, ভয় নাহি কোন তাহার প্রাণে।
মৃত্যুময় সংসারে, অমর হন পেয়ে তাঁরে॥

৩

গুহায় পরম ব্যোমে সত্য সে অনন্ত,
সত্যং জ্ঞানময় ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত।
তাঁহারে যে জন জানে করিয়া সাধনা,
ভুঞ্জয়ে তাঁহার সাথে সমস্ত কামনা।
যাঁহার জ্ঞানের নাই কোনো ঠাঁই সীমা,
ভূলোক দ্যুলোক মাঝে যাঁহার মহিমা;
তাঁহারে জানিয়া ধীর, হেরে অদ্বিতীয়,
আনন্দ অমৃতরূপ অনির্ব্বচনীয়॥

নয়নে না তায় রূপ, বচন হয় চুপ,
ভাবনা নাহি পায় চিহ্ন-তাঁর,
একাত্ম-প্রত্যয় সার, ভবের কর্ণধার,
শান্ত শিব অদ্বিতীয় সারাৎসার॥

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়-
মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

৪। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনোযদ্ বাচোঽবাচং সউ প্রাণস্য
প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং
মনসো যে মনো বিদুঃ তে নিচিক্যু ব্র্হ্মপুরাণমগ্র্যং॥

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবং
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ।

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতং ॥

সমস্ত আছেন ব্যাপি শুভ্র নিরাকার,
নাহি শিরা নাহি ব্রণ নাহি দেহভার ।

শুদ্ধ তিনি নিরঞ্জন, নাহি পাপ লেশ,
মনের নিয়ন্তা, কবি, স্বয়ম্ভূ মহেশ ।
অগণন প্রজাতন্ত্র নিত্য বহমান—
সবার করেন তিনি বিহিত বিধান ।

৪

শ্রবণের শ্রবণ, মনের তিনি মন,
বচনের বাক্য তিনি জীবের জীবন ।

যে জানে মনের মন, নয়নের নয়ন,
শ্রবণের শ্রবণ, প্রাণের প্রাণ ;
জানিয়াছে সেই জন, ব্রহ্ম সনাতন ;
আদি-দেবতা সেই বিভু মহান্ ।

প্রতিমা কোথাও নাই, কোথাও কোন ঠাঁই,
একই ধারায় চাই তাঁহারে দেখা ।
অনাদি অবিচলিত, আকাশের অতীত,
নিরঞ্জন মহান্, আত্মা একা ।

অহোরাত্রে করি ভর, নিখিল সম্বৎসর
নিরন্তর ফিরে যাঁর ভয়ে,
তিনি জ্যোতি, তিনি জ্ঞান, অমৃত সাক্ষাৎ প্রাণ,
দেবগণ নিত্য উপাসয়ে ।

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ
স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নোএব অসাধুনা কণীয়ান্ ।

তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি ॥

৬। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যং।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।

নিখিল ভুবন তিন, তাঁহার নিয়মাধীন,
সর্ব্ব জগতের অধিপতি।
সাধু হ'লে ব্যবহার, বাড়ে না কিছুই তাঁর,
অসাধুতে নাহি হয় ক্ষতি।

গভীর গুহায় লীন. দরশনে সুকঠিন,
আদিদেব তাঁহারে যে ভজে—
লভিয়া অধ্যাত্ম-যোগ, এড়ায় যন্ত্রণা ভোগ,
হর্ষ শোকে টলে না সহজে।

সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর,
দেবতার দেবতা পরম পরাৎপর।
সকল পতির পতি—জানি সেই দেবে,
আরাধ্য ভুবনপতি সবে তাঁরে সেবে।

ইন্দ্রিয় তাঁহার নাই, নাহি তাঁর দেহ,
সমান বা অধিক নাহিক তাঁর কেহ॥
মহতী শকতি তাঁর, বিচিত্র বিভব,
জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া অযত্ন-সুলভ॥

নাহি পিতা নাহি পতি, নাহি তাঁর অধিপতি,
নাহি কোন অবয়ব চিহ্ন,
নিখিল ভব সংসার অদ্ভুত রচনা তাঁর,
কারণ কে আর, তিনি ভিন্ন॥

এস দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
হৃদা মনীষা মনসা ভিক্‌৯প্তোয়এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ
এষাং লোকানামসম্ভেদায়।

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচোবিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।

৭। দ্বা সুপর্ণা।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।

কাহারো নহেন বশে, চালা'ন ইন্দ্রিয় দশে,
নিবসেন হৃদয়ে সদাই।
সাধিয়া একাগ্র প্রাণে, তাঁহারে যাহারা জানে,
তাহাদের মৃত্যু কভু নাই॥
সকলের অধীশ্বর, পালিছেন চরাচর,
লোক পুঞ্জ যতেক নিখিলে—
সব হ'ত ছিন্ন ভিন্ন, থাকিত না কোন চিহ্ন,
তিনি সে না ধরিয়া থাকিলে।
প্রাণ মন সব সাথে, রয়েছে ইহাঁর হাতে,
অন্তরীক্ষ দ্যুলোক অবনী,
ইহাঁরেই জানো সার, ছাড়ো বাক্য আর আর,
ইনি মাত্র অমৃতের খনি॥

দুই সুবর্ণ পক্ষী (জীবাত্মা পরমাত্মা)

১

ভর করি একই শাখী, সুন্দর দুটি পাখী,
দোঁহে দোঁহার সখা, কি ভাব আহা!
সুখে হ'য়ে চল চল্, একটি খায় ফল,
আর একটি কেবল নিরখে তাহা॥
একই গাছে ডুবে আছে, তারে না দেখি কাছে,
কাঁদিয়া জীব-পাখী হতেছে সারা;
প্রভুরে স্ব মহিমায়, যবে দেখিতে পায়,
আনন্দে বহি যায় নয়ন ধারা॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব
প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ
অনাদিমৎত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা।

৮। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধাসিতব্যঃ
স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা।

নবোদিত প্রেমরবি, হিরণ্ময় ছবি
দেখে যে হৃদয়াকাশে নয়ন মেলি,
শোক নাহি করে আর লভয়ে নিস্তার,
নিখিল পুণ্যপাপ ঝাড়িয়া ফেলি॥
পুত্র হ'তে প্রিয় ইনি, বিত্ত হ'তে প্রিয়;
নিখিল ভবসংসারে যত রমণীয়,
যা কিছু সকল হ'তে ইনি প্রিয়তম,
এই যে অন্তরতর আত্মা অনুপম॥

অন্যে যদি প্রিয় বল,   সে প্রিয় তোমার,
রহিবে না চিরদিন কহিলাম সার ॥
আত্মারেই উপাসিবে,   প্রিয় বলি জানি,
তোমার প্রিয়ের তবে হইবে না হানি ॥
চিরন্তন ব্রহ্ম তিনি, আমা-সবাকার,
পুনঃ পুনঃ তাঁরে আমি করি নমস্কার।
হে অনাদি! ব্যাপি আছ নিখিল গগন,
তোমা হৈতে হইয়াছে সমস্ত ভুবন ॥

৮

আত্-মারে দেখা চাই বিশ্বে মেলি আঁখি,
শোনা চাই গুরুর বচনে শ্রদ্ধা রাখি।
মন মাঝে ভাবা চাই তাঁরে অহরহ,
ধ্যান করা চাই তাঁরে একাগ্রতা সহ।
এই সে আত্মা করেন সর্ব্বত্র বিরাজ,
সকলের অধিপতি রাজ অধিরাজ ॥

তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা-
এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ
সর্ব্বএতআত্মানঃ সমর্পিতাঃ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ।

মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।

১। বৃক্ষইব স্তব্ধো

বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং।
যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে
এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥

সর্ব্বা দিশ উর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিঃ স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেদঃ।
নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদযশঃ॥

চক্রের নাভিতে আর বেষ্টন-বলয়ে,
অরাবলী রহে যথা অটল আশ্রয়ে,
তেমনি যতেক জীব, যত বৃক্ষলতা,
যত লোক লোকান্তর, যতেক দেবতা,
পরমাত্মা আর তাঁর নিয়মের বলে,
রহিয়াছে যথা স্থানে, তিলেক না টলে।

যতেক ইন্দ্রিয় আর যাহার যে গুণ,
সবার ভিতরে জাগে তাঁহার আগুন॥

সকলের প্রভু তিনি ইন্দ্রিয়-রহিত,
সবার শরণ তিনি, সবার সুহৃৎ।
অখণ্ড অব্যয় জ্যোতি প্রভু পরাৎপর।
শান্তির নিদান তিনি ধর্ম্মের আকর॥

৯

বৃক্ষের মতন স্তব্ধ র'য়েছেন শূন্যের উপরে
নিখিল ভুবন পূর্ণ যেই এক মহান ঈশ্বরে।
বাস-বৃক্ষে যেমন বিহঙ্গকুল, শুন প্রিয় শিষ্য,
তেমনি পরমাত্মাতে করে ভর—চরাচর বিশ্ব॥

আলো করি দশদিক্ সহস্রকিরণে,
প্রকাশে যেমন ভানু গগন প্রাঙ্গণে,
উজলিয়া সমস্ত তেমনি ভগবান্
প্রকৃতির মাঝারে করেন অধিষ্ঠান॥
উঠুক বা মহাব্যোমে হইয়া উধাও,
ছুটুক্ বা পার্শ্বভাগে, মধ্যে বা কোথাও,
কোনো ঠাঁই মন তাঁর নাহি পায় সীমা;
নাম তাঁর মহদ্ যশ নাহিক প্রতিমা।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
যঃএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।
অসতোমা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়

মৃত্যোমঽমৃতং গময় আবিরাবীর্মএধি
রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

১০। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি
প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

রূপ নাহি তার দরশ-ক্ষেত্রে, কেমনে তাঁহারে দেখিবে নেত্রে।
সংযত করি মনঃ প্রাণ জানে যে তাঁহারে শ্রদ্ধাবান্,
দূরে ফেলি যত দুঃখ শোকে, অমর সে হয় মর্ত্ত্য লোকে॥

মূঢ়মতি যত সব, বালকের প্রায়,
বিষয়-মৃগতৃষ্ণার পাছু পাছু ধায়॥
চারি দিকে মৃত্যুপাশ ভয়ঙ্কর অতি,
তাহা তারা নাহি জানে—পড়ি যায় তথি।
অমৃত যে কি বস্তু—জানিয়া ধীর সবে,
নিত্যের না করে আশ অনিত্য এ ভবে।
অমর না হই যা'তে কি করিব তা'তে,
তেঁই ডাকিতেছি আমি, ত্রিভুবন নাথে।
অসৎ হইতে মোরে ল'য়ে যাও সতে,
আলোকে লইয়া যাও অন্ধকার হ'তে।

মৃত্যু হতে আমায় অমৃতে লয়ে যাও,
হে নাথ! করুণা-সিন্ধু মোরে দেখা দাও॥
হে রুদ্র! প্রসন্ন মুখে চাহি মোর প্রতি,
রক্ষা কর মোরে সদা করি এ মিনতি।

১০

না ভায় সেখানে সূর্য্য

না ভায় সেখানে সূর্য্য, না চন্দ্র, না তারা,
না ভায় চপলা সেথা, চমৎকারাকারা।
কোথায় বা অগ্নি! তাঁরি প্রকাশের পিছু
প্রকাশিছে সমস্ত যেখানে যা কিছু॥
নিখিল জগৎ আলো তাঁহারি জ্যোতিতে,
প্রকাশেন, প্রাণ ইনি, সবার সহিতে।
জানে যে, সে রহে সদা ভক্তিভরে নমি,
কহে না একটি কথা তাঁরে অতিক্রমি।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।
যদ্বাচা নভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।
আকাশো বৈ নাম নামরূপয়ো নির্ব্বহিতা
তে যদন্তরাং তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং।

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেথ ব্রহ্মণোরূপং
নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং।

না বাক্যে না মনে তাঁরে কেহ পায়, না চক্ষে নেহারে,
"আছেন" ব্যতীত আর কি বলিয়া নির্দ্দেশিব তাঁরে।
বাক্য যা কহিতে গিয়া না পারে কহিতে
বাক্যেরে জাগান যিনি অন্তর হইতে,
তাঁহারেই ব্রহ্ম জেনো, ইহা উহা বলি
লোকে যাহা উপাসয়ে অলীক সকলি!

মন যাঁরে কিছুতেই ভাবিয়া না পায়,
মনের সমস্ত ভাব যাঁর চক্ষে ভায়,
তাঁহারেই ব্রহ্ম জেনো; ইহা উহা বলি
লোকে যাহা উপাসয়ে অসার সকলি।
নাম তাঁর আকাশ! কি নাম দিব আর
নিখিল নাম রূপের তিনি মূলাধার।
যাঁহার নাহিক রূপ, নাহি যাঁর নাম,
তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, শান্তি-ধাম।

মনে যদি কর তাঁরে জানি সমুচিত,
অল্পই তাঁহারে জানো কহিনু নিশ্চিত।
মনে নাহি করি আমি কদাপি এরূপ
সমুচিত জানিয়াছি তাঁহার স্বরূপ।
জানি না তাহাও নয়, জানি তাও নয়,
এ তত্ত্বটি জানিলে তবে সে জানা হয়॥

১১। বৃহচ্চ তদ্দিব্যং।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং।

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্য জন্তোঃ
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো-
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশং।

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং নিত্যোঽনাং
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।

১১

জ্যোতির্ম্ময় রূপ তাঁর অচিন্ত্য মহান্,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, কে পায় সন্ধান॥
দূর হৈতে দূরে তিনি ছাড়ায়ে আকাশ,
দেখে যে তাহার তিনি অন্তরে প্রকাশ।

আশ্চর্য্য তাঁহার ভাব নাহি যায় কহা,
বিন্দু হইতেও বিন্দু মহা হৈতে মহা।
নিবসেন হৃদি মাঝে নিভৃত গুহায়,
কর্ম্মফল, ভোগস্পৃহা পরশে না তাঁয় ॥
দেখে যে সে পরাৎপরে, দেখে যে মহিমা,
তার আনন্দের নাই সীমা পরিসীমা ॥
প্রভুর প্রসাদে তার খুলি যায় চোক,
হৃদয় মাঝারে আর নাহি রহে শোক ॥
এক তিনি অন্তরাত্মা বশী সবাকার,
এক হৈতে হইতেছে অসংখ্য ব্যাপার।
আত্মাতে যে দেখে তাঁরে পাতিয়া হৃদয়,
তাহারি শাশ্বত সুখ, অন্যের তা নয়।
অনিত্য সংসার মাঝে এক তিনি নিত্য,
তাঁহারি চেতনে চেতে জগজ্জন-চিত্ত ॥
একাকী দেখেন তিনি যাহার যা চাই,
বিধান করেন আর সেই অনুযায়ী।
আত্মাতে যে দেখে তাঁরে পাতিয়া হৃদয়,
তাহারি শাশ্বত শান্তি, অন্যের তা নয় ॥

১২। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি
ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।
স ভগবন্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি।

স এবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ
সপুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য সউশ্বঃ।

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততে ঽয়ং
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

সতন্ময়ো হ্যমৃতঈশ সংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা
যঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায়।

১২

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং।

অনাদি অনন্ত যিনি মহান্—তিনিই সুখরূপ ;
অল্পে কভু নাহি সুখ! কোথায় সমুদ্র, কোথা কূপ!
ভূমাই কেবল সুখ ; ইচ্ছা কর জানিতে ভূমায়।
কোথায় আছেন সেই ভগবান্? নিজ মহিমায়!

উচ্চে তিনি মহাব্যোমে, নীচে তিনি পাতাল-গহ্বরে,
পশ্চাতে সম্মুখে তিনি বিরাজেন, দক্ষিণে উত্তরে।
ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা ভগবান্
আজও তিনি, কালও তিনি চির-বর্তমান।

সংসার, আকৃতি, কাল, সমস্তের তিনি পরপার,
ফিরিছে বিশ্ব-ভুবন নিরন্তর শাসনে তাঁহার।

ধর্ম্মের আকর তিনি পাপ-বিমোচন,
ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, বিশ্ব-বিধরণ।
অমৃত আনন্দ যিনি, আত্মার আধার,
জানি তাঁরে লভে জীব শান্তি অনিবার।

জ্ঞানময়, অমৃত, ব্যাপিয়া সর্ব্বদেশ
বিরাজেন বিশ্বপাতা অটল মহেশ।
তাঁহারি শাসনে ফিরে ভুবন-মণ্ডল;
নিয়ন্তা এ জগতের তিনিই কেবল।

তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যং
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং।

স সেতু বিধৃতি রেষাং লোকানা মসম্ভেদায়।
নৈনং সেতুমহোরাত্রে ভরতর্ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকঃ।

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু বিশোকো
হবিচিকিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ
সোঽন্বেষ্টব্যঃ সবিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।
স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্
যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ
স দেবঃ সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

সেই এই ব্রহ্মের আরেক নাম সত্য,
তাঁহারি কিরণ-কণা নিখিলের তত্ত্ব।
নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত শুদ্ধ নিরঞ্জন,
বীর্য্য হুতাশন তিনি কলুষ-দহন।

না হয় সংসার, ভেঙে চুরমার
না টলে শশী আদিত্য,
বাঁধ হয়ে তিনি গগন মেদিনী
ধরিয়া আছেন নিত্য।

না রাত্রি, না দিবস, না শোক, না বিষাদ,
না জরা, না মৃত্যু, পারে লঙ্ঘিতে সে বাঁধ।
যেই আত্মা অজর অমর বীত-পাপ
নাহি যার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি শোক তাপ;
যা ইচ্ছেন, যা ভাবেন, সত্য সে তাহাই—
অন্বেষিয়া সযতনে তাঁরে জানা চাই।
অন্বেষিয়া যেই জানে বহুপুণ্য-ফলে,
ত্রিজগৎ পায় সে আপন করতলে।
ধন্য হয় লভিয়া পরম পুরুষার্থ,
সকল কামনা তার হয় চরিতার্থ।

অদৃশ্য থাকিয়া যিনি অসংখ্যের কামনা-প্রবাহ
বিচিত্র শকতি যোগে করিছেন একাকী নির্ব্বাহ;
আদি অন্তে মাঝখানে ব্যাপ্ত যিনি জগত সংসারে,
শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন তিনি আমা-সবাকারে॥

১৩। রসোবৈসঃ।

রসোবৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ
এষহ্যেবানন্দয়াতি।

যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽ নিরুক্তে
ঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ংগতো ভবতি।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে
অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিভেতি কদাচন।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ
এষোঽস্য পরমোলোক এষোস্য পরম আনন্দঃ।
এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

১৩

রসময় তিনি ; কি মধু, আহা,
সেই জানে যে পেয়েছে তাহা!
আনন্দরূপে ব্যাপিয়া আকাশ
না থাকিলে সেই স্বয়ং প্রকাশ,
বাঁচিয়া রহিত কে তবে আজ,
চলিত বলিত করিত কাজ?

আনন্দামৃত জীবের প্রাণ
সব আনন্দ তাঁহারি দান।
নাহি তাঁর রূপ নাহি আধার,
বাক্য মনের অতীত পার।
তাঁরে যবে জীব ধরিয়া রয়,
তখন তাহার না থাকে ভয়।
মনের সহিত না পেয়ে বাণী,
ফিরে যেথা হ'তে ক্লান্ত মানি;
ব্রহ্মানন্দ যে জানে সার
ভয় নাহি হয় কদাপি তার।
ইনিই জীবের পরম গতি,
পরম ধন, পরম রতি।
ইনিই জীবের পরম লোক,
ইঁহারে হেরিলে না থাকে শোক॥
ইঁহারি আনন্দ সিন্ধু
ভুঞ্জে জীব বিন্দু বিন্দু।

১৪। শান্তো দান্ত।

শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা
আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি
নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্‌মানংতরতি
নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্‌মানং তপতি
বিপাপোবিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি॥

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।

১৫। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ।

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।

১৪

শান্ত দান্ত হ'য়ে, শীত উষ্ণ স'হে,
দূরে ফেলি দিয়া বিষয়-কাম ;
হ'য়ে সমাহিত, ধীর ব্রহ্মবিৎ,
আত্মাতে দেখেন আত্মারাম।
পাপ না ইঁহাকে স্পর্শে,
পাপের এড়ান ইনি হস্ত।
পাপ না ইঁহাকে দহে,
পাপ রাশি দহেন সমস্ত॥

নিষ্পাপ, নির্ম্মলচিত্ত, ব্রহ্ম পরায়ণ,
শ্রদ্ধা ভক্তি সমন্বিত, ইনিই ব্রাহ্মণ॥
পাইয়া আনন্দময়ে ভাসেন আনন্দে,
পাপ তাপ শোক মোহ তরেন স্বচ্ছন্দে॥
হৃদয়ের গাঁট হ'তে লভিয়া নিস্তার,
করেন অমৃত হ'য়ে অমৃতে বিহার॥

১৫

আত্মাতে যাঁহার কেলি, আত্মাতেই রতি ;
কর্ত্তব্য সাধনে যিনি নিরন্তর ব্রতী ;
যিনি জ্ঞানী, যিনি প্রেমী, যিনি ক্রিয়াবান্,
ব্রহ্মজ্ঞ সবার মাঝে তিনিই প্রধান॥

১৬। দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজোঽপ্রাণোহ্যমনাঃ
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ
অদৃষ্টো দ্রষ্টা ঽশ্রুতঃ শ্রোতা ঽমতো মন্তা
ঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা
স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽ গৃহ্যো নহি গৃহ্যতে।

১৭। বিশ্বতশ্চক্ষু।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ
দ্যাবা ভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি
সর্ব্বানন শিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।

১৬

মনঃ প্রাণাতীত সেই জ্যোতির্ম্ময় অমৃত পুরুষ—
অন্তরে বাহিরে দেখে যতি সবে বিগত-কলুষ॥
তাঁরে কেহ দেখিতে না পায়,
তিনি দেখিয়াছেন সমুদায়॥
শুনিতে না পায় কেহ তাঁরে,
শুনিছেন তিনি সবাকারে॥

ভাবিয়া তাঁহার কেহ নাহি পায় অন্ত,
চরাচর বিশ্ব তাঁর ভাবনা জীবন্ত।
তাঁহারে জানে না কেহ এ তিন ভুবনে,
সমস্ত ভুবন তাঁর নখ-দরপণে॥
'এনা' 'এনা' 'এনা' বলি ক্লান্ত হয় বাণী,
পিছায় ইন্দ্রিয় মন পরাভব মানি॥

১৭

সর্ব্বদিকে চক্ষু তাঁর, সর্ব্বত আনন,
সর্ব্বদিকে বাহু তাঁর, সর্ব্বত চরণ।
পক্ষী দেহে দিলা পক্ষ, নর দেহে হস্ত,
রচিলা দ্যুলোক মহী একাকী সমস্ত।
সর্ব্বত চরণ হস্ত, নিখিল কাজে ব্যস্ত,
সর্ব্বত শিরোমুখ, সর্ব্বত কাণ।
চরাচর সমুদায়, আবরি মহিমায়,
আপনি আপনায় বিরাজমান্॥

নিখিল মুখ মস্তক মিলিয়াছে একে।
সর্ব্বহৃদে নিবসেন—পরশি প্রত্যেকে॥
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত সে যে ভগবান,
বিশ্ববন্ধু তিনি, তাই, মঙ্গল-বিধান॥

অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং॥

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষং নির্ম্মিমাণঃ
তদেব শুক্রং তদ্‌ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে
তস্মিন্‌ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥

১৮। তদেজতি তন্নৈজতি।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ
যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

য এতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্‌সতে।

হস্ত নাই, ধরিয়া আছেন সমুদয়,
পদ নাই, বিচরেন ত্রিভুবনময় ;
চক্ষু নাই, দৃষ্টি তাঁর শৈল করে ভেদ,
কর্ণ নাই, শুনেন মনের যত খেদ।
পূর্ব্বতন ঋষিগণ বলেছেন তাই—
মহান্‌ পুরুষ তিনি তুল্য তাঁর নাই ॥

প্রসুপ্ত মাঝে একাকী, যিনি জাগিয়া থাকি
গঠেন নিতি নিতি যার যা চাই ;
ব্রহ্ম তিনি সারাৎসার, সকল-মূলাধার,
তাঁরে ডিঙায় কারো সাধ্য নাই ॥

দূরে তিনি, কাছে তিনি আঁখির গোচরে,
অন্তরে বাহিরে তিনি সর্ব্ব চরাচরে।
সর্ব্বভূতে দেখে যেই পরম আত্মায়,
পরমাত্মা সর্ব্বভূতে, কিছু না লুকায়।

যে দেখে পরমাত্মারে জাগ্রত জীবন্ত,
নিয়ন্তা ভূতভব্যের, অনাদি অনন্ত;
তাঁ হ'তে কিছু সে আর না করে গোপন,
কায়মনোবাক্যে সঁপে তাঁহাতে জীবন।

১৯। শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা।

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা যা যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং
বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ
সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্যধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥

বিজ্ঞানাত্মাসহদেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ প্রাণাভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তুসৌম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ।
যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃপুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

১৯

শুন দিব্যধামবাসী অমৃত সন্তান।

শুন দিব্যধামবাসী অমৃতের যতেক সন্তান,
জানিয়াছি আমি সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মহান্—
আদিত্যবরণ, তিমিরের পার ! তাঁরে জানিয়াই
মরণ এড়ায় জীব, নিস্তারের অন্য পথ নাই ॥

আপনাতে ভর করি র'য়েছেন যিনি এই নিত্য,
জানিবারই বস্তু তিনি, যে জানে সে হয় কৃতকৃত্য
ইঁহারে পাইয়া পূজ্য ঋষিগণ জ্ঞান-পরিতৃপ্ত,
প্রশান্ত, কৃতার্থমনা, বীতরাগ, বিষয়-নির্লিপ্ত,
সর্ব্বত দেখিয়া সেই সর্ব্বাধারে হ'য়ে যোগযুক্ত,
প্রবিশেন সর্ব্বঘটে, জ্ঞানদ্বার পাইয়া উন্মুক্ত।
মরণ এড়ায় জীব তাঁরে জানিয়াই,
তাঁরে ছেড়ে নিস্তারের অন্য পথ নাই ॥

জীবাত্মা বিজ্ঞানময়, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সাথে,
জীবজন্তু সবে আর, ভর করি রহিয়াছে যাঁতে,
সেই অবিনাশী ব্রহ্মে যেই জানে,—জানে সব সত্য ;
সকলের ভিতরে প্রবেশ করে, লভে অমরত্ব ;
মরণ এড়ায় জীব তাঁরে জানিয়াই,
তাঁরে ছেড়ে নিস্তারের অন্য পথ নাই ॥

তেজোময় পুরুষ অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ মহান্,
তিনিই আকাশে এই,
তিনিই আত্মাতে বিদ্যমান।

তাঁরেই জানিয়া ধীর মরণ এড়ায়,
নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায় ॥

২০। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত!

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গংপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা নপ্রকাশতে
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো নমেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেনলভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং।
তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বং এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতেনাপি বাচানান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ

২০

ওঠো। জাগো।

ওঠো! জাগো! উত্তম আচার্য্যে ধর গিয়া—
লভ জ্ঞান, অরে! মোহনিদ্রা তেয়াগিয়া॥
বলেন সাধক যাঁরা সিদ্ধ-মনোরথ,
ক্ষুরের ধারের মত দুর্গম সে পথ॥
সবার অন্তরে তিনি আছেন নিগূঢ়,
দেখিতে না পায় তাঁরে জ্ঞানহীন মূঢ়॥
সূক্ষ্মদর্শী সাধকের সুগভীর জ্ঞানে
দেখা দে'ন যবে তিনি, সেই তাঁরে জানে।

ভাল ভাল কথা কেবল হাওয়া,
তাহাতে তাঁহারে না যায় পাওয়া।
থাকিলে কি হয় থায়ালো মেধা,
তাহাতে না যায় লক্ষ্য বেঁধা॥

অনেক কয়েছে অনেক মুনি,
পাওয়া নাহি যায় শ্রবণে শুনি।
ব্যাকুল হৃদয়ে যে তাঁরে চায়,
তাঁহারি কৃপায় তাঁহারে পায়।
আর সব কথা হইলে চুর্ণ
প্রকাশেন তিনি আপন রূপ।
এই সে অনাদি ব্রহ্ম অমৃত অভয়,
ইঁহারে প্রশান্ত মনে উপাসিতে হয়।
চক্ষু নাহি যায় সেথা, বাক্য না যোগায়,
কোনো ইন্দ্রিয়েও তাঁরে পাওয়া নাহি যায়।
বিশুদ্ধ যাহার মন জ্ঞানের প্রসাদে,
ধ্যান ধরি সেই তাঁরে হেরে অপ্রমাদে

২১। পরা বিদ্যা অপরা বিদ্যা।

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ
শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে
জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি
অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি
সকৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি

২১

ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ, বাড়ায় কেবল খেদ,
সামবেদ তেমনি অথর্ব্ব।
শিক্ষাকল্প সেথা অন্ধ, নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ,
ব্যাকরণ বৃথা করে গর্ব্ব।
অপরা বিদ্যা সকলি, পরা বিদ্যা তারে বলি
যাতে হয় নিত্যধন লাভ,
পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী দেখা দে'ন হৃদে আসি
ঘুচাইয়া সকল অভাব।

ইঁহারে না জানি যারা যত বীজ বপে,
যজে যজ্ঞ, জুহে হোম, তপো আর তপে,
বহু বর্ষ ধরি করে যত অনুষ্ঠান,
কালের কবলে হয় সব অবসান।
ইঁহারে না জানি যারা হেথা হৈতে যায়,
কি দুর্দ্দশা তাদের কি ক'ব হায় হায়।
অবিনাশী ব্রহ্মে জানি যেই ভাগ্যবান্
হেথা হৈতে পুণ্যালোকে করয়ে প্রয়াণ,
সেই ধন্য! সেই ধন্য! তিনিই ব্রাহ্মণ।
বলিনু তোমারে গার্গি সত্য এ বচন॥

এ ভব আঁধারে,   জানিল যে তাঁরে
লভিল সে নিস্তার।
না জানিল যদি,   নাহি রে অবধি
তাহার দুর্দ্দশার॥
জীবে জীবে ধীর,   মন করি স্থির,
তাঁহারে করিয়া ধ্যান,
ছাড়ি মর্ত্ত্যলোক,   কাটি মৃত্যু শোক,
অমৃত করয়ে পান॥

২২। ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং।

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি।

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং
যএতাদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবান্ত অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি।

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং যথা নিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।

২২

জেনেছি তাঁহারে এই মর্ত্ত্যে করি বাস,
না জানিলে হইত রে মহান্ বিনাশ।
ইহারে যে জানে লভে অনন্ত জীবন,
দুঃখই কেবল পিয়ে অন্য যত জন।

সকল হইতে উচ্চ, সকলের আদি,
নাহি রূপ, নাহি শোক, নাহি তাঁর ব্যাধি।
ইহাঁরে যে জানে লভে অনন্ত জীবন,
দুঃখই কেবল পিয়ে অন্য যত জন॥

বৃহৎ, সবার উচ্চ, ব্রহ্ম একমাত্র,
নিবসেন সর্ব্বভূতে, যে যেমন পাত্র।
আছেন বেষ্টন করি জগত সংসার;
তাঁহারে যে জন জানে মৃত্যু নাহি তার॥

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নাহি তাঁর,
অক্ষয় অনাদি নিত্য অনন্ত অপার।
মহতের মহৎ, অচল সম স্থির,
এড়ায় মৃত্যুর মুখ তাঁরে জানি ধীর॥

২৩। ওঁ ইতি ব্রহ্ম।

ওমিতিব্রহ্ম সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তিবঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ
ওঁকারেনৈবায়তনেনাম্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ।

যদর্চ্চিমৎ যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্ বেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি।

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

ওঙ্কার ব্রহ্মনাম ; ব্রহ্ম যিনি সর্ব্ব-মূলাধার,
অগণন দেবতা ইহাঁরে দেয় পূজা উপহার।
মধ্যে সেই দেব-দেব, ত্রিভুবনে মহিমা না ধরে,
উপাসিছে সকল দেবতা তাঁরে প্রেমভক্তি ভরে॥

ওঁ বলি ধ্যান ধরি পরম আত্মার,
কুশলে তরিয়া যাও ভব অন্ধকার।

ওঙ্কার সাধিয়া জ্ঞানী লভে সেই শান্তির সাগর,
অজর অমর ব্রহ্ম অভয় পরম-পরাৎপর।

সূক্ষ্ম তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহে করি ভর
বর্ত্তিছে নিয়ত এই বিশ্ব-চরাচর।
তিনি সত্য ; তিনিই অমৃত ; শর সম—
বসাও তাঁহাতে মন, প্রিয় শিষ্য মম।
ধনু ওঁ ; শর আত্মা—আছে ভব ঠাঁই ;
লক্ষ্য সেই ব্রহ্ম ; তাঁরে বিদ্ধ করা চাই॥

না হেলি, না টলি, মন করিয়া একাগ্র,
নিবাত-নিষ্কম্প যেন দীপের শিখাগ্র,
সন্ধান করিবে আত্মা পরম আত্মায়,
তন্ময় হইয়া যাবে তখন সে তাঁয়।

পরম পুরুষ তিনি জানিবার বস্তু, জানো তাঁরে,
মৃত্যু-পীড়া নাহি হোক্ তোমাদের, এ ঘোর সংসারে॥

২৪। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং।

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্ত ধীমহি
ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহংপ্রপদ্যে।
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং
মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

২৫। নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্না শান্তো না সমাহিতঃ
না শান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

২৪

সেই সবিতার বরণীয় তেজ জ্ঞান শক্তিময়—
সেই দেবতার সুমঙ্গল দীপ্তি অমৃত-নিলয়—
ধ্যান করি; ঘুচাইয়া যিনি হৃদয়ের অন্ধকার
বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরিছেন অহরহ আমা-সবাকার।

আত্মবুদ্ধি প্রকাশক সেই দেব চরাচর স্বামী,
শরণ লইনু আমি তাঁর পদে, হ'য়ে মুক্তিকামী।

তাঁরে আমি ত্যজিব না,
আমারে ত্যজেন নাই প্রভু।
তাঁহারে ত্যজিব আমি—
এমন না হয় যেন কভু॥

যে দেবতা জলে, যিনি দীপ্ত হুতাশনে ;
প্রবিষ্ট আছেন যিনি সমস্ত ভুবনে—
যে দেব অশ্বত্থ-বটে, থাকে তৃণে আর—
বার বার তাঁরে আমি করি নমস্কার॥

২৫

পাপ আচরণ হ'তে না হইলে ক্ষান্ত।

পাপ আচরণ হ'তে না হইলে ক্ষান্ত ;
না হইলে সমাহিত, না হইলে শান্ত ;
হইলে বিভ্রান্ত-মতি ফল কামনায় ;
জ্ঞানবলে শুধু তাঁরে পাওয়া নাহি যায়॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুর্ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ যউপ্রেয়ো বৃণীতে।

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি
পাপকারী পাপো ভবতি।
পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ ॥

বিজ্ঞানসারথি র্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং
অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ
তান্‌স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবুধোজনাঃ ॥

শ্রেয় আর প্রেয় ফিরে মনুষ্য-মাঝারে,
ধীর ব্যক্তি উভয়ের প্রভেদ বিচারে।
শ্রেয় যে গ্রহণ করে, বিপত্তি এড়ায়
প্রেয় যে বরণ করে, সর্ব্বস্ব হারায়।
যে যা করে সে তা হয়; উল্টে না কদাপি,
সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী।

পুণ্য আচরণে আত্মা হয় পুণ্যময়,
পাপ-আচরণে হয় পাপের আলয় ॥

বুদ্ধিহীন যেই জন মন যার সতত অস্থির,
তাহার ইন্দ্রিয়গণ দুষ্ট অশ্ব যেন সারথীর।
যেই জন সুবুদ্ধি, কর্ত্তব্যে যার নাহিক আলস্য
তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথীর বশীভূত অশ্ব ॥
বুদ্ধি যার সারথী, মনের রাশ হস্তে আপনার,
সেই লভে ব্রহ্মের পরমপদ, সংসারের পার।

ব্রহ্মের পরমপদ দেখে তত্ত্ববিশারদ,
সুবিদ্বান্ পণ্ডিত সকলে,
দেখে যথা পুরবাসী বিস্তৃত আলোকরাশি
আঁখি মেলি গগনমণ্ডলে।

মোহান্ধ অজ্ঞানী সবে
হেথা হৈতে যায় যবে চলি,
লভে নিরানন্দ লোক,
অন্ধকার যেথায় সকলি॥

২৬। সত্যমেব জয়তে।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং।
সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং॥

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং।
সত্যংবদ। সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি।
ধর্ম্মংচর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি। ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।
শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং।
মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেব ভব।

ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং।
যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি
যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।
এতৈ রুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।

২৬।

সত্যেরই জয়।

সত্যেরই—সত্যেরই—জয়, কভু না মিথ্যার,
কায়মনঃপ্রাণে কর সত্য-পথ সার।
সত্যের প্রকাশে যার বিকাশে চেতন,
লভে সে পরমাত্মারে করিয়া সাধন॥
চলিতেন ঋষিগণ ধরি সত্য-পথ,
হইয়াছিলেন তাই সিদ্ধ-মনোরথ—
মহান্ আত্মার সেই পাইয়া সন্ধান,
সকল সত্যের যিনি পরম নিধান।
সত্য কভু ছাড়িবে না, ছাড়িবে না ধর্ম্ম,
ছাড়িবে না কদাচন শ্রেয়স্কর কর্ম্ম॥
সত্য কহ; ধর্ম্ম আচরণ কর; ধর্ম্মই অমৃত,
সমূলে শুখায় ছিন্নতরুসম, যে কহে অনৃত।
যা দেও যাহাকে, দিবে শ্রদ্ধার সহিতে,
অশ্রদ্ধা করিয়া কিছু হইবে না দিতে।
মাতাকে পিতাকে আর গুরুকে সতত,
দেখিবে পরমপূজ্য দেবতার মত॥
জগত-সংসার মাঝে যা কিছু যেথায়
সমস্ত রয়েছে ঢাকা ঈশ্বরের ছায়।
জানি' তাহা তাঁর দান কর উপভোগ,
পর ধনে লোভ করি বাড়ায়ো না রোগ।
অনিন্দিত যেই কর্ম্ম করিবে তাহাই,
অন্য কাজে মনোমাঝে নাহি দিবে ঠাঁই।
সদাচার আমাদের যাহা দেখ শোন,
তাহাই করিবে সেবা, নহে অন্য কোন।

এই সব উপায়ে যত্নে যে জ্ঞানবান,
তার আত্মা ব্রহ্মধামে করয়ে প্রয়াণ

২৭। ব্রহ্মস্তোত্র।*

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥

বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাং ভজামো
বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

---

* মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতিতে সন্নিবেশিত।

নমোনমঃ সত্যরূপ, নমো নমো জগত-কারণ,
চিন্ময় তোমায় নমি, সর্ব্বাশ্রয় বিশ্ব-বিধরণ।
নমো এক অদ্বিতীয় মুক্তিদাতা অমৃত-সোপান,
নমো ব্রহ্ম, নমো ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, শাশ্বত পুরাণ॥

একমাত্র পূজ্য তুমি, একমাত্র তুমিই শরণ,
স্বপ্রকাশ একমাত্র তুমি সবে করিছ পালন।
জগতের একমাত্র স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ঈশ্বর,
ধ্রুব নিত্য নির্ব্বিকল্প, এক তুমি পূর্ণ পরাৎপর॥

তুমি হে ভয়ের ভয়, ভীষণের তুমিই ভীষণ,
তুমি প্রাণিগণ-গতি, পাবনের তুমিই পাবন।
মহোচ্চ পদের তুমি একমাত্র নিয়ন্তা জগতে,
রক্ষকের রক্ষাকর্ত্তা, শ্রেষ্ঠ তুমি সব শ্রেষ্ঠ হ'তে॥
স্মরি হে তোমায় প্রভু, একচিত্তে ভজি হে তোমায়,
জগতের সাক্ষীরূপে, মিলে সবে, নমি তব পা'য়।
সত্য এক নিরালম্ব, মহা-ঈশ, সর্ব্ব মূলাধার,
লইনু শরণ তব, ভবার্ণবে তুমি কর্ণধার॥

(ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড হইতে) *

১। ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যদ্ যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

শিষ্য-প্রতি আচার্য্যের এই উপদেশ, শুন সবে :—
গৃহিজন ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হবে ॥
সাবধানে আচরিবে গৃহস্থের যাহা যাহা ধর্ম্ম,
সঁপিবে পরমব্রহ্মে অনুষ্ঠিত যত কিছু কর্ম্ম ॥

২। আত্মপ্রসাদ।

যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্যস্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ।

অন্তরাত্মা তোমার সন্তোষ মানে যেইরূপ কাজে,
করিবে তা' সযতনে ; করিবে না হৃদে যাহা বাজে ॥

৩। সাধনা।

ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।

প্রাণপণ যতনে ধরম-কার্য্য সাধয়ে যে কেহ ;
সিদ্ধি যদি নাও লভে পুণ্য লভে নাহিক সন্দেহ ॥

---

* অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত।

৪। কল্যাণ-ব্রত।

যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ ॥
যস্তু নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহাৎ প্রতিপদ্যতে
স দীর্ঘসূত্রোহীনার্থঃ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে ॥

কল্যাণ বুঝিবে যাহা, তাহাই ধরিয়া র'বে আঁটি,
পাপে কভু করিবে না প্রতিপাপ, সদা র'বে খাঁটি ॥
মোহে পড়ি যেই জন হিতবাক্য অবহেলা করে,
হা হুতাশ করিয়া সে দীর্ঘসূত্রী, অনুতাপে মরে ॥

৫। ঈর্ষা অনন্ত ব্যাধি।

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ।
দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি
ন চ তপ্যতি দান্তাত্মা দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ম্।
যঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্য্যে কুলান্বয়ে
সুখে সৌভাগ্যসৎকারে তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ ॥

মান ত্যজি প্রিয় হয়, ত্যজি আর ক্রোধ
পশ্চাত্তাপের হাত এড়ায় সুবোধ।
কামনা যে ত্যজে তার সব ধন মিলে,
সুখের প্রবাহ বহে লোভ তেয়াগিলে ॥

জিতেন্দ্রিয় শান্ত নর, বিপাকে না পড়ে বারে বার,
পরশ্রী দেখিলে আর জলিয়া না হয় ছারখার ॥

ঈর্ষিবার জলে যে পরের ধনে রূপে, কুলমানে,
সুখে, কুলে, শীলে, বীর্য্যে ব্যাধি তার অন্ত নাহি জানে॥

৬। নির্বৈর

অতিবাদান্ তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন
নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেন চিৎ॥

অতিবাদ সহিবে, অবজ্ঞা করিবে না কোন জনে,
ধরি এই মর্ত্ত্য দেহ, বৈরী করিবে না কারো সনে॥

৭। সত্যমেব ব্রতং যস্য।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা,
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং
যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা।

সত্যই যাহার ব্রত, পরদুঃখে মন যার গলে,
কাম ক্রোধ বশে যার, তিন লোক তার করতলে।
মনে ধরি এক ভাব, অন্য-ভাবে যে খেলে চাতুরী,
কিনা করে মহাপাপ, চোর সে আপনে করি চুরি॥

সত্যং মৃদু প্রিয়ং বাক্যং ধীরো হিতকরং বদেৎ
আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।

সত্য, মৃদু, প্রিয়, হিতকর বাক্য, কহিবে সজ্জন,
আপনার প্রশংসা, পরের নিন্দা, করিবে বর্জ্জন॥

৮। সত্য সাক্ষী।

যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং সর্ব্বমেবাঞ্জসা বদ
সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন রক্ষতে।
যস্ত বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নাভিশঙ্কতে
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেঽন্যং পুরুষং বিদুঃ।

যা দেখেছ, যা শুনেছ, কহিবে তাহাই অবিকল,
রক্ষা করে ধরমে, সাক্ষীরে আর, সত্যই কেবল।
সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইয়া অন্তরাত্মা যাহার না ডরে,
তার মত শ্রেষ্ঠ নর দেবতারা জানে না অপরে।

৯। সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্যামী পুরুষ।

একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যৎ কল্যাণ মন্যসে,
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥

মনে করিও না তুমি, ওহে বাপু, "একা আছি আমি,"
মৌন থাকি, দেখিছেন সব তব, সে অন্তরযামী।

১০। গুহ্য বিষয়।

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ।

আপন পৌরুষ কিম্বা যশের বিস্তার ;
অন্যের কথিত কোন গুপ্ত সমাচার ;
সাধিত যা' হয় আর পরহিত তরে ;
ধর্ম্মজ্ঞ না প্রকাশিবে কাহারো গোচরে।

১১। সন্তোষ।

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ।
অসন্তোষপরা মূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ
অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখং॥

প্রবাহিত রাখি হৃদে সন্তোষের নদী,
হইবে সংযত-চিত্ত সুখ চাও যদি।
সন্তোষ সুখের মূল ইথে নাহি ভুল,
অসন্তোষই যত কিছু অসুখের মূল।
মূর্খেরাই অসন্তোষ মনে দেয় স্থান,
সন্তোষ করেন সার যে জন ধীমান্।
অন্ত কভু নাহি জানে দুরন্ত পিয়াস,
সন্তোষ কেবলি এক সুখের নিবাস॥

১২। কুশলঃ সুখ দুঃখেষু।

কুশলঃ সুখদুঃখেষু সাধুংশ্চাপ্যুপসেবতে
সত্যসাধুসমারম্ভাৎ বুদ্ধির্ধর্ম্মেষু রাজতে।
মোহ জালস্যযোনির্হি মূঢ়েরেব সমাগমঃ
অহন্যহনিধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ।
সতাং মতমতিক্রম্য যোঽসতাং বর্ত্ততে মতে
শোচন্তে ব্যসনে তস্য সুহৃদো ন চিরাদিব॥

সুখ দুখ মাঝারে যে ধরি থাকে হাল;
সজ্জন সেবায় আর কাটে যার কাল;
সত্য আর সাধুতার নির্ম্মল বাতাসে,
ধর্ম্ম পথে বুদ্ধি তার উজ্জ্বল প্রকাশে।

মূর্খ সহবাসে হয় মোহের সংক্রম,
ধর্মের আকর ভূমি সাধু-সমাগম।
সাধুর বচন ঠেলি, অসাধুর বাক্যে যেই চলে,
অচিরে তাহার দুঃখে বন্ধুজন ভাসে অশ্রু-জলে।

১৩। কৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন।

অনসূয়ুঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে
সুখানি ধর্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ।
অবিসম্বাদকো দক্ষঃ কৃতজ্ঞো মতিমান্ ঋজুঃ
কীর্ত্তিঞ্চ লভতে লোকে ন চানর্থেন যুজ্যতে।
কুতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখং
অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নোহি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥

কারো কোন গুণে যে না দোষারোপ করে ;
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আর উপকার স্মরে ;
সতত কল্যাণ পথে করে বিচরণ ;
সুখশান্তি ধর্ম্ম স্বর্গ লভে সেই জন।
কৃতজ্ঞ যে মতিমান্ কাজ কর্ম্মে পটু ;
জানে না কাহাকে বলে ব্যবহার কটু ;
লভে সে বিমল কীর্ত্তি লোকের নিকটে ;
এ জনমে কভু তার অনর্থ না ঘটে।
কৃতঘ্নের কোথা যশ, কোথা স্থান,
কোথায় বা সুখ !
অতিবড় পাতকী সে,
তাহার দেখিতে নাই মুখ।

১৪। পরনিন্দা।

অন্যান্ পরিবদন্ সাধু র্যথাহি পরিতপ্যতে
তথা পরিবদন্নন্যাং স্তুষ্টো ভবতি দুর্জ্জনঃ॥

পরনিন্দি সাধু হয় যেমন দুঃখিত
দুর্জ্জন তেমনি হয় হর্ষে পুলকিত।

১৫। দান।

সম্বিভক্তা চ দাতা চ ভোগবান্ সুখবান্নরঃ
ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্নুতে।
দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা সচ দুঃখেন লভ্যতে।
অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মো ধনেন যঃ
ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।
ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণং
অন্যায়েন তু যো জীবেৎ সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতঃ॥

খাবার বাঁটিয়া খায় যেই জন সবার সহিত;
দিতে থুতে ভালবাসে, ভোগী, সুখী, হিংসা-বিরহিত;
আপনি খাইয়া, অন্যে খাওয়াইয়া, ভাসে তৃপ্তি-নীরে;
নিরন্তর আরোগ্য বিরাজ করে তাহার শরীরে।
দানের সমান বৎস সুদুষ্কর কিছু নাহি আর
মহাতৃষ্ণা ধন তরে, মহাকষ্ট উপার্জ্জনে তার।
অন্যায়ে যে লভি ধন দান ধর্ম্ম করে অনুষ্ঠান;
পাপের মহন্তয় হইতে সে নাহি পায় ত্রাণ।
ন্যায়ার্জিত ধনে আচরিবে সদা, জ্ঞান যাহা বলে;
অন্যায়ে যে জিয়ে, তার সব ধর্ম্ম যায় রসাতলে॥

১৬। যস্য বাঙ্মনসী স্যাতাং।

যস্য বাঙ্মনসী স্যাতাং সম্যক্ প্রণিহিতে সদা,
তপস্ত্যাগশ্চ সত্যঞ্চ সবৈ পরমবাপ্নুয়াৎ।
ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভোব্যাধিরনন্তকঃ
সর্ব্বভূতহিতং সাধুরসাধুর্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ॥

সত্য দান তপস্যা, এ তিন যার অঙ্গের ভূষণ;
বাক্য মন বশে যার; সেই লভে ব্রহ্ম-নিকেতন।
ক্রোধ সুদুর্জ্জয় শত্রু, লোভ-ব্যাধি জানে না বিরাম;
সর্ব্ব হিতকারী সাধু, অসাধুত নির্দ্দয়ের নাম॥

১৭। সংযম।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুনাবমিবাম্ভসি।
ইন্দ্রয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং।
ধর্ম্মার্থে ৌ যঃ পরিত্যজ্য স্যাদিন্দ্রিয়বশানুগঃ
শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং স পরিহীয়তে।
বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিম্বন্ যোগতস্তনুং॥

বিষয়ের টানে পড়ি ইন্দ্রিয় দৌড়ায় যবে তথি,
টানিয়া রাখিবে তারে, অশ্বে যথা নিপুণ সারথী॥

মন যদি ছুটি চলে ইন্দ্রিয় যে দিকে যবে ধায়,
ডুবাইয়া দেয় জ্ঞান, বায়ু যথা তরণী ডুবায়।
ক্ষরিলে ইন্দ্রিয় কোনো বুদ্ধিও ক্ষরিতে সুরু করে;
কলসের ছিদ্র দিয়া জল যথা ক্রমশঃ নিঃসরে।
ধর্ম্ম-অর্থে ঠেলিয়া যে ইন্দ্রিয়ের পাছু পাছু ধায়,
ধন প্রাণ, স্ত্রী পুত্র, শ্রী শোভা, সব, শীঘ্র সে হারায়।
দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় দশ, সংযমে করিয়া বশ,
মন করি জ্ঞানের অধীন;
উপায় করিয়া ধার্য্য, সাধিবে সকল কার্য্য,
যোগে তনু না করিয়া ক্ষীণ॥

অনর্থমর্থতঃ পশ্যন্নর্থঞ্চৈবাপ্যনর্থতঃ
ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈর্বালঃ সুদুঃখং মন্যতে সুখং॥

অকার্য্যই কার্য্য আর কার্য্যই অকার্য্য যার চক্ষে,
বালক সে স্বেচ্ছাচারী, সুখ বলি দুঃখ পোষে বক্ষে।

১৮। পাপী ও পুণ্যবান্।

বার্য্যমানোঽপি পাপেভ্যঃ পাপাত্মা পাপমিচ্ছতি
চোদ্যমানোঽপি পাপেন শুভাত্মা শুভমিচ্ছতি
পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলং
পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যমত্যন্তমশ্নুতে।
তস্মাৎ পাপং ন কুর্ব্বীত পুরুষঃ শংসিতব্রতঃ
পাপং প্রজ্ঞাং নাশয়তি ক্রিয়মানং পুনঃ পুনঃ।
পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ
তস্যাধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য গুণা নশ্যন্তি সাধবঃ।

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্‌কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং।
যদা ন কুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

পাপাত্মা ইচ্ছয়ে পাপ, সহস্র বারণ অবহেলি;
শুভাত্মা ইচ্ছেন শুভ, সহস্র পাপের বাধা ঠেলি॥
পাপ করি পাপকীর্ত্তি দহে পাপানলে,
পুণ্য করি পুণ্যকীর্ত্তি বাড়ে পুণ্য ফলে।
অতএব পাপ করিব না বলি হও দৃঢ়ব্রত,
পুনঃপুনঃ পাপাচারে জ্ঞানবুদ্ধি সব হয় হত।
পাপ যে চিন্তয়ে মনে, করে কাজে, মুখে আর বলে;
অধর্ম্মে ডুবিয়া তার সব গুণ যায় রসাতলে।
মনোবাক্যে কর্ম্মে যাঁরা না করেন পাপ-আচরণ,
তাঁহারাই তপস্বী, তপস্যা নহে দেহের শোষণ।
কারো প্রতি যে না করে পাপাচার, বাক্য মন কর্ম্মে;
সংযত সুধীর সেই পুণ্যবান্ লভে পরব্রহ্মে॥

১৯। অনুতাপ।

কৃত্বা পাপংহি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ

পাপ করি যে করে বিহিত অনুতাপ,
ক্রমশঃ খণ্ডিয়া যায় তাহার সে পাপ।
"আর করিব না" বলি' হইলে নিবৃত্ত,
অনুতাপানলে দহি শুদ্ধি লভে চিত্ত।

২০। প্রাজ্ঞো ধর্ম্মেণ রমতে।

প্রাজ্ঞো ধর্ম্মেণ রমতে ধর্ম্মং চৈবোপজীবতি
ধর্ম্মাত্মা ভবতি হ্যেবং চিত্তঞ্চাস্য প্রসীদতি।
প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরইহ দোষান্‌নৈবানুরুধ্যতে
বিরজ্যতে যথাকামং ন চ ধর্ম্মং বিমুঞ্চতি॥

ধর্ম্মেই আনন্দ যাঁর, ধর্ম্মেই থাকেন যিনি জিয়া;
ধর্ম্মাত্মা তাঁরেই বলি; সদাই প্রসন্ন তাঁর হিয়া॥
প্রজ্ঞা যাঁর নয়ন, নির্দোষ তাঁর সমুদয় কর্ম্ম,
ছাড়েন বিষয়স্পৃহা ইচ্ছামতে; ছাড়েন না ধর্ম্ম॥

২১। এক এব সুহৃদ্‌ ধর্ম্মো।

ধর্ম্মএব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ।
ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ
অধার্ম্মিকানাং পাপানামাশু পশ্যন্‌ বিপর্য্যয়ং।
একোধর্ম্মঃ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষমৈকা শান্তিরুত্তমা
বিদ্যৈকা পরমা তৃপ্তিরহিংসৈকা সুখাবহা।
এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি।
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ।
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি।
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥

ধর্ম রাখিলেই—ধর্ম রাখে, নাশিলেই নাশে জীবে।
হত হয়ে ধর্ম না হানুন্ বাজ!
ধর্ম না হানিবে॥
পাপীরে যদিও দেখ, বিচরিছে অশ্ব গজ রথে;
কষ্টে আর কাটিছে তোমার দিন ধরমের পথে;
বারেক না দিবে মন অধর্মে তথাপি,
পাপের কুহকে ভুলি হইবে না পাপী॥
ক্ষমাই পরম শান্তি, ধর্মই কল্যাণ মূর্ত্তিমান,
বিদ্যাই পরম তৃপ্তি, অহিংসাই সুখের নিদান॥
ধর্ম সেই সুহৃৎ যে মরিলেও নাহি ছাড়ে পাশ;
আর যত কিছু সব দেহ সাথে লভয়ে বিনাশ॥
পরলোকে সহায় হইয়া কেহ নাহি দিবে দেখা—
পিতা মাতা, পুত্র দারা, জ্ঞাতি বন্ধু; ধর্ম র'বে একা॥
কাষ্ঠলোষ্ট্র সম ভূতলে ত্যজি মৃত কলেবর,
বন্ধুগণ যায় চলি, ধর্ম হয় পথের দোসর॥
অতএব চাও যদি সহায় পরম,
অল্পে অল্পে নিতি নিতি সঞ্চিবে ধরম।
ধর্মের সহায়ে জীব, সংসার আঁধার
মহাঘোর, দুস্তর, হ'য়ে যায় পার॥

ভগবদ্গীতা।

১। বিশ্বরূপ দর্শন।

অর্জ্জুন।

আধ্যাত্ম পরম গুহ্য, কৃপা করি, করিলে বিবৃত,
তোমার বচনে মম মোহ-তম হ'ল অপহৃত। ১
অক্ষয় মহিমা তব সবিস্তারে করিলে বর্ণন,
জীবের প্রভব লয় শুনিলাম কমল-লোচন। ২
কিন্তু দেব, আত্মরূপ বণি যাহা করিলে প্রচার,
স্বচক্ষে দেখিতে চাহি অপরূপ সে রূপ তোমার। ৩
দেখিতে সক্ষম আমি, প্রভু, যদি হেন মনে লয়,
প্রকাশো স্বরূপ তব, যোগেশ্বর, অনন্ত. অব্যয়। ৪

শ্রীকৃষ্ণ।

দেখ, পার্থ, দেখ চেয়ে শতরূপ সহস্র প্রকার,
নানাবর্ণে বিভূষিত, জ্যোতির্ম্ময়, বিচিত্র আকার। ৫
দেখ সূর্য্য, বসু, রুদ্র, দেখ যুগ্ম অশ্বিনী-কুমার,
কখন যা দেখ নাই, বহুরূপ, চিত্ত-চমৎকার। ৬
একত্রিত একঠাঁই সমুদায় বিশ্ব-চরাচর,
দেখ যাহা ইচ্ছা তব, মম দেহে রহে স্তরে স্তর। ৭
তোমার এ চর্ম্মচক্ষে দেখিতে না পাইবে কখন,
দিব্যচক্ষু করি দান, ঐশীযোগ কর নিরীক্ষণ। ৮

সঞ্জয়

এত কহি, হে রাজন্, হরি যোগেশ্বর
প্রকাশিলা ধনঞ্জয়ে মূর্ত্তি মনোহর। ৯

বহু মুখ, বহু নেত্র, অদ্ভুত দর্শন,
বহু দিব্য অস্ত্র-সজ্জা, দিব্য আভরণ। ১০
দিব্য মাল্য গলদেশে, দিব্যাম্বর-ধর,
দিব্য গন্ধে সুবাসিত সর্ব্ব কলেবর।
অত্যাশ্চর্য্যময় দেব, অনন্ত অব্যয়,
বিশ্বমুখ ব্যাপিয়া রহেন সমুদয়। ১১
একত্রে সহস্র ভানু, অযুত কিরণে,
আলো করি দশদিক উদিলে গগনে,
তুলনা তাহার তরে হয় কথঞ্চিৎ
দেবের যে অতুলন প্রভার সহিত। ১২
দেব-দেব দেহে দেখে কিরীটি তখন
বহুরূপ ধরি শোভে নিখিল ভুবন।
পুলকিত পার্থ, মগ্ন বিস্ময় সাগরে,
কহিলা প্রণমি কৃষ্ণে, কৃতাঞ্জলি করে।

অর্জ্জুন-স্তোত্র।

তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি জগতে প্রচার,
তব নামে পুলকিত অখিল সংসার,
রক্ষঃকুল শুনি ভয়ে দিগন্তে পলায়
সিদ্ধগণ ভক্তি-ভরে নমে তব পায়। ৩৬

কেনই বা না নমিবে, তুমি যে মহান্,
ব্রহ্মার জনক তুমি সর্ব্ব গরীয়ান্।
সুরপতি, জীবগতি, জগত-নিবাস,
সদসৎ-পরতর, পূর্ণ অবিনাশ। ৩৭

তুমিই দেবাদিদেব, পুরুষ পুরাণ,
নিখিল বিশ্বের তুমি পরম নিধান।
সরবজ্ঞ, জানিবার বস্তু ওহে তুমি,
অনন্ত-স্বরূপে ব্যাপ্ত স্বর্গ, মর্ত্ত্যভূমি। ৩৮

অনল, অনিল, যম, শশাঙ্ক, বরুণ,
প্রজাপতি, পিতামহ, চাহ সকরুণ।
নমি আমি কর-যোড়ে, নমি শতবার,
ভূয়োভূয়ঃ প্রভু পদে করি নমস্কার। ৩৯

সম্মুখে পশ্চাতে, হরি, প্রণমি তোমায়,
সর্ব্বদিকে প্রণিপাত করি তব পায়।
তুমি হে অনন্ত-বীর্য্য, অমিত বিক্রম,
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, পুরুষ পরম। ৪০

হেন বিশ্বরূপ তব মহিমা অপার,
প্রমাদ, প্রণয় বশে না জানিয়া সার,
সখা জ্ঞানে বলিয়াছি কতবার আমি
"ওহে কৃষ্ণ! সখা মম, যদুকুল-স্বামী!" ৪১

অবজ্ঞায় পরিহাস করিয়াছি কত,
সমক্ষে পরোক্ষে করি অপরাধ শত,
আহার, বিহার-শয্যা, আসনে বা কভু,
নিজ গুণে ক্ষম তাহা এ মিনতি, প্রভু। ৪২

লোক-চরাচরে তুমি পিতার সমান,
তুমি হে জগত-বন্দ্য গুরু গরীয়ান,
কেহ না সমান তব অধিক কোথায়,
তোমার মহিমা-ভাতি ত্রিভুবনে ভায়। ৪৩

অতএব নমি, দেব, প্রণত শরীরে,
তোমার প্রসাদ, প্রভু, মাগি অশ্রুনীরে।
পিতা পুত্রে ক্ষমে যথা, প্রণয়ী প্রিয়ায়,
সখায় যেমতি সখা, ক্ষম গো আমায়। ৪৪

শ্রীকৃষ্ণ।

দুর্দ্দর্শ মূরতি মম নিরখিলে, পার্থ, যাহা,
দেবেও দর্শনাকাঙ্ক্ষী দেবতা-দুর্লভ তাহা।
যেরূপ হেরিলে মম আজি তুমি, ধনঞ্জয়,
বেদে তপে যজ্ঞে দানে, কভু দৃষ্ট নাহি হয়।
অনন্য-ভক্তিতে যবে সাধনা কর নিয়ত,
দেখিবে জানিবে তবে প্রবেশিয়া স্বরূপতঃ।
সাধিয়ে আমার কার্য্য মদ্ভক্ত আসক্তিহীন,
সর্ব্বভূতে দয়া-রত, আমাতে হইবে লীন। ৫২-৫৫

একাদশ অধ্যায়।

২। ভক্তিযোগ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্য যুক্ত উপাসতে
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ। ১২।২
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি মে। ১০।১০

আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত অনন্যশরণ,
শ্রদ্ধাসহকারে করে ভজন পূজন,
আমায় যে উপাসয়ে কায়মনঃপ্রাণে,
যোগিশ্রেষ্ঠ যুক্ততম সবে তারে মানে।
আমায় তন্ময় চিত্ত, ধ্যান-পরায়ণ,
ভজে যেই প্রেমানন্দে হইয়া মগন,
হেন ভক্তে করি আমি বুদ্ধি-যোগ দান,
যাহাতে অবাধে তিনি আমাকেই পান।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততং। ২২

সেই বিভু ব্যাপ্ত যিনি বিশ্ব-চরাচরে,
সর্ব্বভূত অবস্থিত যাঁহার অন্তরে,
পরম পুরুষ সেই বিশ্ব-বিধরণ,
অনন্ত-ভক্তিতে তাঁর হয় দরশন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং। ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং। ৫৫
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং। ৫৬
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব। ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি। ৫৮

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সুপ্রসন্ন আত্মা যাঁর ব্রহ্মেতে মগন,
সর্ব্বভূতে করে যেই সমদরশন,
গিয়াছে যা' তার তরে নাহি করে ক্ষোভ,
বিষয় লাভের আশে নাহি ধরে লোভ ;
আমা পরে হৃদে ধরে অচলা ভকতি,
সেই পরা ভক্তি যোগে লভয়ে মুকতি।

ব্যাপিয়া যে আছি আমি সর্ব্ব চরাচর
ভক্তি যোগে হয় তাহা জ্ঞানের গোচর ;
স্বরূপতঃ জানি মোরে ভকত সে জন
করয়ে অমরধামে আমাতে গমন।

সাধিয়া সকল কর্ম্ম আমার আশ্রয়ে
লভিবে পরম পদ তরিয়া নির্ভয়ে।
তেয়াগিয়া আপন কর্ত্তৃত্ব অভিমান,
আমিই কর্ম্মের স্বামী করি প্রণিধান,
আমাতেই সমর্পিয়া কর্ম্ম সমুদয়,
লহ তুমি, ধনঞ্জয়, আমারি আশ্রয়।
আমাতে রাখিলে চিত্ত, প্রসাদে আমার
সংসার দুর্গতি ঘোর সুখে হবে পার।
করিলে অনাস্থা ইথে অহঙ্কার ভরে
হইবে কারণ তব বিনাশের তরে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু,
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ। ৩৪

আমাপরে রাখ মন আমাপরে ভক্তি কর সার,
আমারে ভজনা কর আমারেই কর নমস্কার।
আত্মারে সংযত করি আমাতে একাগ্র করি চিত,
আমারে পাইবে তুমি কহিলাম পার্থ সুনিশ্চিত।

৩। ভক্তবৎসল ভগবান্।

দ্বেষ নাহি কোন' জনে, বাঁধে মৈত্রীর বন্ধনে,
সর্ব্বজীবে সকরুণ প্রাণ,
নির্ম্মম নিরহঙ্কার. সুখ দুঃখ সম যার,
শত্রুতেও যেই ক্ষমাবান্। ১৩
সতত সন্তুষ্ট যতী, আমাপরে স্থিরমতি ;
সংযতাত্মা যেই জিতেন্দ্রিয়,
আমাতেই বুদ্ধিমন, সঁপয়ে জীবন ধন,
সেই ভক্ত—আমার সে প্রিয় ! ১৪
অন্যে নাহি দেয় ব্যথা, অব্যথ আপনি তথা,
নাহি জানে চিত্তের বিকার,
হর্ষ রাগ ভয়োদ্বেগ, ক্রোধের নাহি আবেগ,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার। ১৫
নাহি কোন অভিরুচি, যিনি দক্ষ, যিনি শুচি,
উদাসীন রহে নিরাধার,
কর্ম্মে নাহি অনুরাগ, বিষয়েতে বীতরাগ,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার। ১৬
নাহি শোক হর্ষ দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষার নাহি লেশ,
শুভাশুভ না করে বিচার,
আমাতে অচলা ভক্তি, আমায় অনন্যাসক্তি,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার। ১৭

শত্রু মিত্র সম জ্ঞান,   তথা মান অপমান,
অনাসক্ত ভকত উদার,
শীত উষ্ণ হর্ষ খেদ,   সুখ দুঃখে নাহি ভেদ,
সর্ব্ব ভূতে সম দৃষ্টি যার,
স্তুতি নিন্দা তুল্য দেখে,   বাক্যেতে সংযম শেখে,
যাহা পায় সন্তুষ্ট আপন ;
গেহ হীন ভ্রমে যতী,   অভ্রান্ত সরল গতি,
প্রিয় বড আমার সে জন। ১৮-১৯
কহিনু যে ধর্ম্মামৃত,   রহে তাহে চিরাশ্রিত,
উপাসয়ে যথা যে নিয়ম,
শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্,   আমার তদ্গত প্রাণ,
সব হতে মম প্রিয়তম। ২০

দ্বাদশ অধ্যায়।

৪।

তং বেত্তং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

(উপনিষৎ)

পরম পুরুষ তিনি জানিবার বস্তু, জান তাঁরে।
মৃত্যু-পীড়া নাহি হোক্ তোমাদের এ ঘোর সংসারে।

শ্রীকৃষ্ণ।

জানিবার বস্তু যাহা বলিব এখন,
অমৃত সমান, পার্থ, শুন সে বচন।
জ্ঞেয় এক পরব্রহ্ম, বিভু, বিশ্বাতীত,
সৎ বা অসৎ, যিনি দুয়েরই অতীত। ১৩

সর্ব্বদিকে চক্ষু তাঁর, মস্তক আনন,
সর্ব্বদিকে বাহু তাঁর, সর্ব্বত চরণ,
সর্ব্বত শ্রবণ তাঁর লোক-লোকান্তর,
স্বীয় মহিমায় ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর। ১৪

যতেক ইন্দ্রিয় আর যে গুণ যাহার,
উজ্জ্বল সবার মাঝে প্রকাশ তাঁহার,
অথচ আপনি তিনি ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত,
সবার আধার স্বয়ং সঙ্গ বিরহিত,
সত্ত্ব আদি গুণত্রয় পালিত তাঁহাতে,
অথচ নির্গুণ তিনি নির্লিপ্ত জগতে। ১৫

ব্যাপ্ত বিশ্ব-চরাচর, বাহির অন্তর,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, বুদ্ধি অগোচর,
দূর হৈতে দূরে তিনি ছাড়ায়ে আকাশ,
সেইরূপ অন্তরেও তাঁহারি প্রকাশ। ১৬
কারণ রূপেতে যেই অভিন্ন বিরাজে
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত জীবগণ মাঝে।
জগত-জনক তিনি, জগত পালন,
তিনিই প্রলয়কালে সংহার কারণ। ১৭
সব জ্যোতি জ্যোতিষ্মান্ তাঁহার প্রভায়,
তিমির অতীত সে যে অকলঙ্ক ভায়।
তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় তিনি, লভ্য হ'ন জ্ঞানে,
সবার হৃদয় পূর্ণ তাঁর অধিষ্ঠানে। ১৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

৫। সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ২৮
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং। ২৯

যে দেখে পরম আত্মা, সর্ব্বভূতে সম,
নশ্বর সংসার মাঝে অক্ষয় পরম,
তাঁহার দেখাই দেখা—সেই সত্য জানে,
দেখা যেন পরমাত্মা তাঁর দিব্য জ্ঞানে।
সর্ব্বভূতে সমভাবে নিরখি আত্মায়,
আত্মহিংসা পরিহরি, সুখে ত'রে যায়।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। ৩২
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে। ৩৩
যথা প্রকাশয়ত্যেকং কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত। ৩৪

অনাদি নির্গুণ সেই পরম আত্মার
আবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রে না হয় বিকার।
থাকিয়া ও দেহে কিছু না করেন প্রভু,
শুভাশুভ কর্ম্মফলে লিপ্ত ন'ন কভু॥
সর্ব্বগত সূক্ষ্মকায় আকাশ যেমনি,
নিবসেন সর্ব্ব দেহে নির্লিপ্ত আপনি।

এক রবি প্রকাশয়ে সকল ভুবন,

ক্ষেত্রী ও সমস্ত ক্ষেত্রে প্রকাশে তেমন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

৬। বিভূতিযোগ।

অর্জুন।

পরব্রহ্ম দিব্যধাম, আদিদেব পুণ্য নাম,
অমৃত পুরুষ সনাতন,
মহর্ষি দেবর্ষি নরে, মহিমা কীর্ত্তন করে,
স্বয়ং প্রকাশ নারায়ণ।
যাহা শুনি সত্য মানি, প্রভু, সত্য তব বাণী,
বাখানিলে আপনি কেশব।
তব ব্যক্তি গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
নাহি জানে দেব কি দানব।
আছ নিজ মহিমায়, জান তুমি আপনায়,
ভূত-ভাবন মহেশ্বর,
বিভূতি তব অশেষ কহ দাসে সবিশেষ,
ব্যাপ্ত যাহে বিশ্ব-চরাচর।
মহাযোগী তুমি স্বামী কেমনে জানিব আমি,
ধ্যান করি ও পদে সদাই,
কোন্ কোন্ ভাবে বল, ধেয়ানে লভিব ফল,
ভাবিয়া কিছুই নাহি পাই।
যোগৈশ্বর্য্য যাহা তব, বিভূতি বিচিত্র নব,
কৃপা করি কহ জনার্দ্দন,
সে অমৃত যত শুনি, ইচ্ছা হয় আরো শুনি,
কিছুতেই তৃপ্ত নহে মন। ১২-১৮

কহিব বিভূতি মম, নাহি অন্ত, নাহি পরিমাণ
না পারে বর্ণিতে কেহ, বলিব হে প্রধান প্রধান। ১৯
পরমাত্মা সর্ব্বগত, আমি হে সবার অন্তর্যামী,
আমি আদি, আমি মধ্য, সকল জীবের অন্ত আমি। ২০
আদিত্যের আমি বিষ্ণু, জ্যোতির্গণে রবি অংশুমান,
মরীচি মরুতদলে, নক্ষত্রে সুধাংশু কান্তিমান্। ২১
বেদে আমি সামবেদ, দেবগণে আমি হে বাসব,
ইন্দ্রিয়গণেতে মন, জীবকুলে চেতনা, পাণ্ডব। ২২
রুদ্রেতে শঙ্কর আমি, যক্ষ রক্ষঃকুলে ধনেশ্বর,
বসুতে পাবক আমি, গিরিমাঝে সুমেরুশিখর। ২৩
পুরোহিতে জেনো আমি পুরোহিত-গুরু বৃহস্পতি,
সাগর সরসী মাঝে, সেনানীর স্কন্দ সেনাপতি। ২৪
মহর্ষির আমি ভৃগু, বচনেতে ওঁকার অক্ষর,
যজ্ঞে আমি জপযজ্ঞ, স্থাবরেতে হিমগিরিবর। ২৫
অশ্বত্থ বিটপী মাঝে, ঋষিগণে নারদ দেবর্ষি,
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ, সিদ্ধজনে কপিল মহর্ষি। ২৬
সাগরমন্থন-জাত উচ্চৈঃশ্রবা আমি হয়েশ্বর,
গজরাজ ঐরাবত, নরকুলে আমি নৃপবর। ২৭
ধেনু মধ্যে কামধেনু, আয়ুধেতে আমি হই বাজ,
কামদেব জীব-যোনি, বিষধরে আমি নাগরাজ। ২৮
নাগেতে অনন্ত আমি, জলচরে আমি গো বরুণ,
অর্য্যমন্ পিতৃকুলে, সংযমীর যম, হে অর্জ্জুন। ২৯
প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে, কাল আমি গণকের মাঝ,
মৃগের মৃগেন্দ্র আমি, বিহঙ্গে গরুড় পক্ষীরাজ। ৩০

গতিশীলে আমি বায়ু, শস্ত্রধরে আমি দাশরথি,
মৎস্যেতে মকর আমি, নদী মাঝে আমি ভাগীরথী। ৩১
সকল সৃষ্টির আমি আদি অন্ত মধ্য হে অর্জুন,
বিদ্যায় অধ্যাত্মজ্ঞান, বাগ্মিদের বাদ সুনিপুণ। ৩২
সমাস সমূহে দ্বন্দ্ব, অক্ষরের আমি হে অকার,
আমিই অক্ষয় কাল, বিশ্বমুখ বিধাতা সবার। ৩৩
ভবিষ্যের মহা যোনি, আমি সে মৃত্যু সর্ব্বহর,
কীর্ত্তি, বাক্, শ্রী, ক্ষমা, মেধা, স্মৃতি, ধৃতি, নারী-গুণাকর। ৩৪
সামবেদে বৃহৎ সাম, গায়ত্রী ছন্দের ভিতর,
মাসে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুতে বসন্ত ঋতুবর। ৩৫
প্রবঞ্চকে আমি দ্যূত, তেজস্বীর তেজ, হে অর্জুন,
আমি জয়, ব্যবসায়, সাত্ত্বিকের আমি সত্ত্বগুণ। ৩৬
বৃষ্ণিবংশে বাসুদেব, পাণ্ডবে গাণ্ডীব ধনুর্ধর,
কবিকুলে শুক্রাচার্য্য, মুনিগণে ব্যাস মুনিবর। ৩৭
দণ্ড বিধাতার দণ্ড, জিগীষুর আমি নীতিবল,
গুহ্য বিষয়েতে মৌন, জ্ঞানিদের আমি জ্ঞানোজ্জ্বল। ৩৮
সর্ব্বভূত-বীজ আমি, কেহ ক্ষণতরে
আমা বিনা তিষ্ঠিতে না পারে চরাচরে ;
অনন্ত, হে পরন্তপ, বিভূতি আমার,
সংক্ষেপে তোমায় আমি কহিলাম সার। ৩৯-৪০
যা কিছু প্রভাব, বল, শ্রী ঐশ্বর্য্য-যুত,
মম তেজ অংশে তাহা সকলি সম্ভূত।
অথবা বাহুল্য এত কিবা প্রয়োজন ?
একাংশে ব্যাপিয়া রহি সমগ্র ভুবন। ৪১-৪২

৭। "প্রাণস্ত প্রাণং"।

আমা হ'তে পরতর কোন ঠাঁই নাহি কিছু আর,
সবে আমা' ওতপ্রোত, গাঁথা যথা সূত্রে মণিহার। ৭
সলিলে আমিই রস, প্রভা আমি রবি শশী করে,
প্রণব বেদেতে, ব্যোমে শব্দ, পৌরুষ আমি নরে। ৮
অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে আমি পুণ্য ঘ্রাণ,
তপস্বীর তপোবল, সর্ব্বভূতে আমি হই প্রাণ। ৯
আমি সর্ব্বভূতবীজ, সনাতন, জেনো তাহা স্থির,
জ্ঞানীর আমিই জ্ঞান, তেজ আমি হই তেজস্বীর। ১০
আমিই বলীর বল, কামরাগ তাহে বিরহিত,
জীবের আমিই কাম, হয় যাহা ধর্ম্ম-নিয়মিত। ১১
গুণগ্রাম সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক,
বাঁধা রহে চরাচর যাহে
আমা হ'তে সমুদিত, আমাতেই অধিষ্ঠিত
আমি কিন্তু নাহি লিপ্ত তাহে। ১২

সপ্তম অধ্যায়।

আমিই প্রথম তেজ,
আদিত্য আমারি তেজে প্রকাশে ভুবন,
শশাঙ্কে আমার জ্যোতি,
আমারি ধরিয়া তেজ জ্বলে হুতাশন। ১২
আমিই প্রবিষ্ট হ'য়ে পৃথিবী ভিতর,
সবলে ধরিয়া আছি সব চরাচর;
আমিই হইয়া পুন সোম রসময়
পোষণ করিয়া রাখি ওষধি-নিচয়। ১৩
বৈশ্বানর রূপে আমি

চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অন্ন চতুষ্টয়,
জীবের জঠরে পশি
প্রাণাপান-যোগে পাক করি সমুদয়। ১৪
সকল হৃদয়-স্বামী অন্তর্যামী সারাৎসার,
আমা হ'তে স্মৃতি জ্ঞান—প্রকাশ বিনাশ তার,
সকল বেদের বেদ্য আমি পূর্ণ জ্ঞান,
বেদান্ত-কৃৎ, বেদার্থবিৎ, পুরুষ পুরাণ। ১৫

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ। ১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ। ১৮
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমং
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত। ১৯

পুরুষ দুজনা জেনো ক্ষর ও অক্ষর;
'ক্ষর' সেই যাহা সর্ব্বভূত চরাচর।
দেহস্থিত আত্মা যিনি, বিগত-কলুষ,
তিনিই চৈতন্যময় 'অক্ষর' পুরুষ।

ক্ষরাক্ষর ভিন্ন যিনি অব্যয় ঈশ্বর,
লোকত্রয় ভর্ত্তা, পরমাত্মা পরাৎপর,
ক্ষরাতীত, অক্ষরেরও উত্তম যে আমি

লোকে বেদে বিদিত 'পুরুষোত্তম' স্বামী।
সংসারের মোহবন্ধ কাটি দিব্য জ্ঞানে,
আমায় 'পুরুষোত্তম' স্বরূপে যে জানে,
সকলি সে জানে, পার্থ, তন-মন-ধন,
সর্ব্ব ভাবে আমারে সে ভজে সর্ব্বক্ষণ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

৯। গীতার আদর্শ জ্ঞানী। (স্থিরপ্রজ্ঞ)

অর্জ্জুন।

স্থিরপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ, কি তার লক্ষণ ?
তাহার ভাষণ কিবা, আসন, গমন ?

শ্রীকৃষ্ণ।

বিষয় কামনা, বিষয় বাসনা,
ত্যজে সব তুচ্ছ মানি,
আপনি আপনে, রহে তুষ্ট মনে,
'স্থিরপ্রজ্ঞ' তারে জানি
দুঃখে নহে ক্লিষ্ট, নহে সুখে হৃষ্ট,
স্পৃহাশূন্য নিরাময় ;
কামনা-বিহীন, ভয়-ক্রোধহীন,
স্থিরবুদ্ধি তারে কয় ॥ ৫৫-৫৬
স্নেহশূন্য ভবে আত্ম-পরে সবে,
শুভাশুভ নির্ব্বিশেষ ;
নাহি অতি হর্ষ, না হয় বিমর্ষ,
না রাখে কাহারো দ্বেষ। ৫৭

হের কূর্ম্মগণ,   করে সংহরণ
কোষ মধ্যে অঙ্গ যথা,
ইন্দ্রিয়ে সতত,   বিষয় বিরত
স্থিতপ্রজ্ঞ করে তথা। ৫৮

সত্য বটে নিরাহারে বিষয়-বিমুক্ত হয় নর,
বিষয়-বাসনা তার তবু জাগে মনে নিরন্তর ;
সাধক লভয়ে যবে পরাৎপর ব্রহ্ম-দরশন,
বিষয়-বাসনা সর্ব্ব হয় তার নিঃশেষ তখন। ৫৯

বিচক্ষণ পুরুষ-প্রবর
যতই করুক না যতন
প্রমাথী যে ইন্দ্রিয় নিকর
সবলে হরিয়া লয় মন। ৬০
ইন্দ্রিয় সংযমী ধীর,
আমা'পরে যে করে নির্ভর,
জিতেন্দ্রিয় সাধু বীর,
স্থিরপ্রজ্ঞ ধন্য সেই নর। ৬১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১০। জ্ঞান, সাত্ত্বিক রাজসিক :

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্। ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানা ভাবান্ পৃথগ্বিধান্
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্। ২১

অখণ্ড, অব্যয় যিনি, এক অদ্বিতীয়,
অবিভক্ত, সর্ব্বভূতে বিভক্ত যদিও,
এই একীভাব যাতে হয় প্রকাশিত,
সেই সে সাত্ত্বিক জ্ঞান, কহেন পণ্ডিত।
অখণ্ড অব্যয় সেই অভিন্ন আত্মার
ভিন্ন ভূতে ভিন্ন ভাব, বিভিন্ন আকার,
এই যে পৃথক্ ভাব দৃষ্ট যাতে হয়,
ভেদজ্ঞান সেই—তারে রাজসিক কয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব
যেন ভূতান্যশেষেন দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

সেবা প্রণিপাত প্রশ্ন, যতনে অশেষ,
লভহ সদ্‌গুরু কাছে জ্ঞান-উপদেশ;
মোহনাশে দেখিবে সে জ্ঞানের প্রভায়,
সর্ব্বভূত আপনাতে, আমাতে আত্মায়।
সর্ব্বভূতে আত্মাতে যে করে নিরীক্ষণ,
পরমাত্মা সর্ব্বভূতে সম-দরশন,
যে দেখে সবাতে আমি, আমাতে সবায়,
আমার হারায় না সে, আমিও না তায়।

দম্ভ শ্লাঘা পরিত্যাগ, ক্ষমা, সরলতা.
অহিংসা সকল জীবে, চিত্তের স্থিরতা,
অন্তর-বাহির শুচি, ইন্দ্রিয় দমন.
অহঙ্কার পরিহার, সদ্গুরু সেবন,
বিষয় বিগত-তৃষ্ণা, বৈরাগ্য আশ্রয়,
জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি ভাবা বিষময় ;
পুত্র দারা গৃহাদিতে আসক্তিরহিত,
সুখ দুঃখে সমভাব, সম হিতাহিত,
আমাতে অনন্যযোগে অচলা ভকতি,
বিজনতা অভিরুচি, জনতা-বিরতি,
পরম অধ্যাত্মজ্ঞান সদা উপার্জ্জন,
বারবার পরমার্থ-তত্ত্ব আলাপন,
এই সমুদায় যাহা যথার্থ সে জ্ঞান,
বিপরীত যাহা কিছু সে সব অজ্ঞান। ৮-১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দ্রব্য-যজ্ঞ হ'তে জ্ঞান যজ্ঞই প্রধান,
জ্ঞান যোগে হয় কর্ম্ম পর্য্যবসান। ৩৩
সেবা, প্রণিপাত, প্রশ্ন, যতনে অশেষ,
লভহ সদ্গুরু কাছে জ্ঞান উপদেশ।
মোহ নাশে দেখিবে সে জ্ঞানের প্রভায়,
সর্ব্বভূত আপনাতে, আমাতে আত্মায়॥ ৩৪-৩৫
আপনারে মহাপাপী যদি মনে লয়,
যাবে তরি, জ্ঞানতরি করিয়া আশ্রয়। ৩৬

কাষ্ঠভার ভস্ম যথা প্রদীপ্ত অনলে,
সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্মসাৎ হয় জ্ঞানানলে। ৩৭
চিত্ত-শুদ্ধিকর নাহি জ্ঞানের সমান,
কালে তাহা লভে যোগী সিদ্ধ ভাগ্যবান। ৩৮
লভে জ্ঞান, শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ যতী,
জ্ঞানেতে পরমা শান্তি লভয়ে সুমতি। ৩৯
সংশয়াত্মা শ্রদ্ধাহীন—মূঢ় সে বিনষ্ট,
ইহলোক পরলোকে, সব সুখ-ভ্রষ্ট।
বিকশিত যার চিত্তে হয় আত্মজ্ঞান,
যোগযুক্ত করে যেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
জ্ঞানাস্ত্রে হইয়া ছিন্ন সংশয়-গহন,
খসি যায় সব তার করম-বন্ধন। ৪১

চতুর্থ অধ্যায়।

আমায় ভজে, হে তাত, চতুর্ব্বিধ পুণ্যবান্
দুঃখার্ত্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থাকাঙ্ক্ষী, জ্ঞানবান্। ১৬
ইহাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, একনিষ্ঠ ভক্তত্তম,
আমাকে করয়ে প্রীতি, প্রিয় অতি সেও মম। ১৭

মোক্ষ অধিকারী এরা,
জ্ঞানী কিন্তু আত্মার স্বরূপ,
লভে সে উত্তমা গতি
আমা সহ যুক্ত অপরূপ। ১৮
জন্মজন্মান্তরে লভি
"বাসুদেব সর্ব্ব" এই জ্ঞান,

জ্ঞানী সে আমায় পায়—
স্বদুর্লভ হেন পুণ্যবান্। ১৯

১১। কর্ম্মযোগ।

অর্জ্জুন।

কর্ম্ম হতে বুদ্ধি বড়, বল যদি তুমি জনার্দ্দন,
তবে কি অঘোর কৃত্যে মজাইলে আমারে এখন। ১
দ্ব্যর্থ বাক্য বলি কেন কর মোর বুদ্ধি কলুষিত,
এক পথ বলে দেও, শ্রেয় যাহে লভিব নিশ্চিত। ২

শ্রীকৃষ্ণ।

লোকের দ্বিবিধা নিষ্ঠা হয়েছে কথিত,
জ্ঞানযোগে, কর্ম্মযোগে রহে সমাশ্রিত।
জ্ঞানযোগে সেই নিষ্ঠা লভে জ্ঞানিগণ
কর্ম্মযোগে লভে যোগী মোক্ষপরায়ণ। ৩
কর্ম্ম-অনুষ্ঠান বিনা কেহ না কখন
নিবৃত্তি-শিখরে, পার্থ, করে আরোহণ।
আসক্তি তেয়াগি চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে
সন্ন্যাস গ্রহণে সিদ্ধি কভু নাহি মিলে। ৪
কর্ম্ম ছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়,
স্বাভাবিক গুণে কর্ম্ম আপনি করায়। ৫

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। ২২

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং
সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ। ২৪

ত্রিলোক কি দেখ, পার্থ, কর্ত্তব্য আমার,
কি আছে পাইনি যাহা, আছে কি পাবার ?
তবু যদি তন্দ্রাহীন কর্ম্ম নাহি করি
লোকে যায় অধঃপাতে সেই পথ ধরি।
আমি না করিলে কর্ম্ম সবে কর্ম্ম ছাড়ে,
কর্ম্মলোপে ধর্ম্মলোপ হয় এ সংসারে ;
বরণসঙ্করে হয় নষ্ট প্রজাকুল—
কর্ম্মেতে ঔদাস্য যত অনর্থের মূল।

তৃতীয় অধ্যায়।

নিষ্কাম হৃদয়ে কর্ম্মানুষ্ঠান।

কর্ম্মে আছে অধিকার, নাহি তব অধিকার ফলে,
সাধ' জীবনের কর্ম্ম নিরপেক্ষ হ'য়ে ফলাফলে। ৪৭
যোগস্থ হইয়া নিত্য সাধ' কার্য্য অনাসক্ত-মন,
ফলাফলে সমদৃষ্টি—সমতাই যোগের লক্ষণ। ৪৮
কর্ম্মফলে নিরাকাঙ্ক্ষা বুদ্ধিমান্ মনস্বী যে হয়,
জনম বন্ধন-মুক্ত সেই পায় পদ নিরাময়। ৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মনেতে ইন্দ্রিয়গণ করিয়া সংযত
আসক্তি ছাড়িয়া যেই রহে কর্ম্ম-রত,
ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য যার করম-উদ্যম,
সেই হয়, ধনঞ্জয়, যোগীর উত্তম। ৭
হও কর্ম্মী, কর্ম্মবান্ তুল্য কোন্ জন?
কর্ম্ম বিনা দেহযাত্রা চলে কতক্ষণ? ৮
আত্মায় যাহার প্রীতি, আত্মাতেই রতি,
আত্মায় সন্তুষ্ট সদা যেই শুদ্ধমতি,
না চাহে অপর কিছু পার্থিব যে ধন,
ঘুচে যায় সব তার করম-বন্ধন। ১৭
কৃতাকৃতে উদাসীন বিচরে স্বাধীন,
আশ্রয় না চাহে কারো, নাহি রাখে ঋণ। ১৮
অনাসক্ত সাধ' কার্য্য, তাই বলি পার্থ,
নিষ্কাম করম-ব্রতী লভে পুরুষার্থ। ১৯

*　　*　　*　　*

ফল-কামনায় যথা লৌকিক অজ্ঞান
আসক্ত হইয়া করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
লোকরক্ষা হেতু তথা বিদ্বান্ যে জন
অনাসক্ত মনে করে কর্ত্তব্য পালন। ২৫

নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান।

মূঢ় যবে করে কার্য্য প্রকৃতির গুণে,
অহঙ্কারে "আমি কর্ত্তা" ভাবে মনে মনে।
গুণ কর্ম্ম ভাগ করি যথা পরিমাণ,

তত্ত্বজ্ঞানী ছাড়ি দেয় কর্তৃত্বাভিমান।
ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম, পৃথক্ জানিয়া
আপনি নিরস্ত রহে নির্লিপ্ত থাকিয়া। ২৭-২৮

তৃতীয় অধ্যায়।

কামনা-সঙ্কল্পহীন হয় যার চিত,
কর্ম্মফল ত্যাগী যিনি তিনিই পণ্ডিত।
জ্ঞানানলে কর্ম্মজাল করিয়া দাহন,
করেন সকল কর্ম্ম, নির্লিপ্ত আপন। ১৯
বাঞ্ছাশূন্য, নিত্যতৃপ্ত, যিনি নিরাশ্রয়
সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহার অকৃত তুল্য হয়। ২০
ইচ্ছামত স্বল্প লাভে পরিতুষ্ট মন,
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে ভেদ না জানে যে জন,
দ্বন্দ্ব-লেশ নাহি যার, নাহি কেহ অরি
কর্ম্মেতে আবদ্ধ ন'ন সর্ব্বকর্ম্ম করি। ২১

চতুর্থ অধ্যায়।

জিতেন্দ্রিয়, বিজিতাত্মা, আসক্তি রহিত,
যোগযুক্ত, পাপমুক্ত, শান্ত সমাহিত,
সর্ব্বভূতে দেখে যেই পরম আত্মায়,
সর্ব্বকর্ম্ম করে তবু লিপ্ত নহে তায়। ৭

ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ত্তব্য-সাধন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ।

যজন, ভোজন, দান, আচরিবে যাহা যাহা ধর্ম,
তপস্যা তপিবে যাহা, সঁপিবে আমায় সব কর্ম ।
এড়াইয়া এইরূপে কর্মফল বন্ধনের দায়,
সন্ন্যাস যোগেতে যুক্ত, হবে মুক্ত পাইয়ে আমায় ।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ।

একচিত্তে করে যারা ধ্যান আরাধন,
আমাতে সকল কর্ম করি সমর্পণ,
মৃত্যুভয় ভীষণ এ সংসার সাগরে
আমার আশ্রয়ে তারা অনায়াসে তরে ।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং । ৫৬
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব । ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

সাধিয়া সকল কর্ম্ম আমার আশ্রয়ে
লভিবে পরমপদ তরিয়া নির্ভয়ে।
তেয়াগিয়া আপন কর্তৃত্ব অভিমান,
আমিই কর্ম্মের স্বামী করি প্রণিধান,
আমাতেই সমর্পিয়া কর্ম্ম সমুদয়,
লহ তুমি, ধনঞ্জয়, আমারি আশ্রয়।
আমাতে রাখিলে চিত্ত, প্রসাদে আমার
সংসার দুর্গতি ঘোর সুখে হবে পার;
করিলে অনাস্থা ইথে ধরি অহঙ্কার
অবশ্য হইবে তাহে বিনাশ তোমার। ৫৮

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কর্ম্মই যোগের সোপান।

কর্ম্মফলে অনাসক্ত হ'য়ে যেই জন
নিত্য নিয়ামত কর্ম্ম করয়ে সাধন,
সেই যোগী, সন্ন্যাসীও সেই, ধনঞ্জয়,
নিষ্ক্রিয়, নিরগ্নি কভু সন্ন্যাসী না হয়। ১
সন্ন্যাস যাহাকে বলে যোগ তারে কয়,
না ছাড়িলে ফল-আশা, যোগী নাহি হয়।
যোগ-আরোহণে, পার্থ, কর্ম্মই সোপান,
আরূঢ় যে যোগাসনে 'শম' তার যান। ২-৩
ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যার নাহি অনুরাগ,
ভোগ-আশে কর্ম্ম-পাশে যিনি বীতরাগ,
সর্ব্বক্ষণ যিনি সর্ব্ব সঙ্কল্প রহিত,
যোগারূঢ় বলি তিনি হন অভিহিত। ৪

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ত্যাগ-তত্ত্ব।

কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,
কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাসের, জেনো সার মর্ম্ম।
ফলত্যাগ তেয়াগের প্রকৃত লক্ষণ,
ত্যাগের লক্ষণ নহে কর্ম্ম বিসর্জ্জন। ২
কহেন মনীষী কেহ, কর্ম্ম দোষময়,
কর্ম্ম মাত্র দোষবৎ করিবে বর্জ্জন ;
অন্যে কহে সর্ব্ব কর্ম্ম দোষাবহ নয়,
যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম প্রকৃষ্ট সাধন।
শুন তবে ত্যাগ-তত্ত্ব যাহা সুনিশ্চিত,
জগতে ত্রিবিধ ত্যাগ হয় প্রকীর্ত্তিত।
যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম অখিল-পাবন,
যজ্ঞ দান তপঃ ত্যাজ্য নহে কদাচন। ৪-৫
আসক্তি ফল-কামনা করি পরিহার,
কর্ত্তব্য-সাধন, পার্থ, কর্ম্মতত্ত্বসার।
সমূলে কর্ম্মের নাশ যুক্তিযুক্ত নয়,
মোহবশে কর্ম্মত্যাগ তামস সে হয়। ৬-৭
কায়ক্লেশে কষ্ট ভয়ে কর্ম্ম-পরিহার—
নাহি ত্যাগ-ফল তাহে—রাজস আচার।
ফলাসক্তি পরিহরি কর্ম্ম অনুষ্ঠান
কর্ত্তব্য আদেশে—সেই সাত্ত্বিক বিধান। ৮-৯
শুভকর্ম্মে উদাসীন, অশুভে ও দ্বেষহীন
ছিন্নমূল সংশয় অজ্ঞান ;

পরিহরে বাসনায়, ফলাফল কামনায়,

মেধাবী পরম সত্ত্ববান্। ১০

সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাজবারে দেহী সাধ্য নয়,

কর্ম্মফল-ত্যাগী যেই ত্যাগী সেই হয়। ১১

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ—

কহ পার্থ এবে কহিলাম যাহা

শুনিলে কি তুমি একাগ্র মনে ;

অজ্ঞান-রচিত মোহ কি তোমার

হইয়াছে দূর একথা শ্রবণে ? ৭২

অর্জ্জুন—

তোমার প্রসাদে প্রভু মোহ অপনীত,

তত্ত্বজ্ঞান-স্মৃতি মম হ'ল বিকশিত ;

সকল সংশয় দূর হইল এখন,

অবাধে পালিব সর্ব্ব তোমার বচন। ৭৩

অষ্টাদশ অধ্যায়।

১২। যোগী।

— — — — — —

ভগবৎতত্ত্বে জ্ঞান বিকশিত,

— — — — —

ভগবদ্ভক্তি রসে হৃদি প্লাবিত,

— — —

তাঁর চিরাশ্রিত দাস।

জ্ঞান-জলধি-জল ধৌত কলুষ-মল,
পার পরাগতি, শান্তি সুনিশ্চল,
জনমবন্ধ হয় নাশ॥ ১৭

ব্রাহ্মণ বিনয়ী যতী, চণ্ডাল ঘৃণিত অতি,
গাভী করী কুক্কুরে সমান,
সমদর্শী সর্ব্বঠাঁই, ভেদাভেদ কিছু নাই,
দেখিছেন সব একপ্রাণ। ১৮
সাম্য বোধ হেন যার, কর্ম্ম বন্ধ টুটে তার
এখানেই হয় স্বর্গ-জিত;
সমদর্শী পুণ্যময়, ব্রহ্মের স্বরূপ হয়,
অতএব ব্রহ্মে তিনি স্থিত। ১৯
প্রিয়লাভে নহে হৃষ্ট, অপ্রিয়ে নহেন ক্লিষ্ট
দুঃখে নাহি হন উদ্বেজিত,
নির্ম্মোহ নিশ্চলা মতি, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে রতি,
ব্রহ্মে তিনি হন অবস্থিত। ২০
ইন্দ্রিয়-বিষয় রাগে বিরাগ সতত জাগে,
আপনায় সদানন্দময়,
ব্রহ্মযোগে হ'য়ে যুক্ত, সংসার-বন্ধন মুক্ত,
ভুঞ্জে চির আনন্দ অক্ষয়। ২১

• • • •

আত্মায় যাঁহার মতি, আত্মায় যাহার রতি,
অন্তর্জ্যোতি সদা দীপ্যমান,

সর্ব্বভূত হিতে রত, দ্বিধাহীন শুচিব্রত,

আত্মতত্ত্ববিৎ পুণ্যবান্,

কাম ক্রোধ বিরহিত, সন্ন্যাসী সংযত চিত,

বিষয়-বাসনা অবসান,

জিতেন্দ্রিয় সমাহিত, ব্রহ্মে হন অবস্থিত,

লাভ হয় ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ। ২৪-২৬

পঞ্চম অধ্যায়।

জিতাত্মা প্রশান্ত রহে প্রসন্ন পরাণে,
শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমানে।
বিজ্ঞান শাস্ত্রার্থ জ্ঞানে তৃপ্ত যাঁর মন—
নির্ব্বিকার জিতেন্দ্রিয়, "যুক্ত" সেই জন।
কি বল কাঞ্চন কিবা মৃত্তিকা পাষাণ,
যুক্ত যোগী—তার কাছে সকলি সমান। ৭-৮
শত্রু মিত্র উদাসীন সাধু পাপী জনে
রাগ-দ্বেষহীন যিনি দেখেন নয়নে,
মধ্যস্থ বা দ্বেষ্য পূজ্য সবারে সমান,
ধন্য সেই নর, তিনি যোগীর প্রধান।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অনুকূল স্থান,
নাতি উচ্চ, নীচ কিবা করিয়া সন্ধান,
কুশাসন, মৃগচর্ম্ম, চেল-আস্তরণ,
বিছাইয়া পরে পরে পাতিবে আসন।
আসীন হইয়া ঋজু, একাগ্র, সংযত,
আত্মশুদ্ধি তরে হও যোগাভ্যাসে রত।
দেহ সহ উন্নত করিয়া গ্রীবা শির
নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখি স্থির,

ম. উ. ন.—১১

নির্ভীক, প্রশান্তমনা, ব্রহ্মচর্য্য-রত,
তনমনধনে যুক্ত আমাতে সতত,
একাকী বিরলে যোগী, দূর-পরিজন,
যোগের সাধনা করি, ধ্যান-পরায়ণ,
লভয়ে নির্ব্বাণ-শান্তি যোগ-যুক্ত প্রাণ,
আমার অমৃতধামে করয়ে প্রয়াণ। ১০-১৫
অত্যাহার অথবা একান্ত উপোষণ,
অতি নিদ্রা তেমনি বিনিদ্র জাগরণ,
অতিশয় যাহা কিছু গর্হিত সকল,
অত্যাচারে হয় রুদ্ধ যোগের অর্গল। ১৬
নিত্য নিয়মিত যাঁর আহার বিহার,
নিদ্রা জাগরণে যেই হয় মিতাচার,
সর্ব্বকর্ম্ম চেষ্টা যাঁর নিত্য নিয়মিত,
দুঃখহারী যোগ তাঁর হয় সুনিশ্চিত। ১৭-১৮
নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখাসম স্থিত
ধ্যানপর যোগীবর প্রশান্ত, সুধীর। ১৯
অভ্যাসে যখন যোগী উপরত-চিত
আত্মাতে আত্মায় দেখি হন পুলকিত,
আত্মদরশনে চিত্ত অচল যখন—
বাক্যাতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দে মগন।
অপার আনন্দ তাঁর, শান্তি অবিরাম,
ধ্যান-যোগে আত্মাতে নিরখি আত্মারাম।
যা লাভে অপর লাভ কিছুই না গণে,
যার গুণে গুরু দুঃখ তুচ্ছ তাঁর মনে,
দুঃখের সংযোগ মাত্র তাহে না পরশে,

মগন হও রে হেন যোগানন্দ-রসে। ২০-২৩
বিরজ, বিগত-পাপ, প্রশান্ত হৃদয়,
নিত্য শান্তি লভে যোগী, হ'য়ে ব্রহ্মময়।
এ হেন সাধনা গুণে হ'য়ে পাপহীন,
ব্রহ্ম পরশন-সুখ ভুঞ্জে অনুদিন। ২৭-২৮
সর্ব্বভূত আত্মাতে যে করে নিরীক্ষণ,
পরমাত্মা সর্ব্বভূতে, সম দরশন,
যে দেখে সবাতে আমি আমাতে সবায়,
আমায় হারায় না সে, আমি ও না তায়। ২৯-৩০
সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমায় যে জন
ভেদজ্ঞান পরিহরি করেন ভজন,
সকল বিষয় মাঝে থাকি বিদ্যমান
আমাতে করেন তিনি সদা অবস্থান। ৩১
আত্মবৎ সর্ব্ব জীবে যে দেখে সমান
সুখে দুঃখে সেই জেনো যোগীর প্রধান। ৩২
যোগীজনগণ মাঝে সেই জন যোগীর প্রধান,
মদ্গত অন্তর-আত্মা আমায় যে ভজে শ্রদ্ধাবান্। ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সিদ্ধযোগী।

হ'য়ে শুদ্ধমতি হৃদি ধরি ধৃতি,
সুসংযত শ্রদ্ধাবান্,
শব্দাদি বিষয় ত্যজি বিষময়
রাগ দ্বেষ অভিমান,
বিজন বিহারী, শুদ্ধ মিতাহারী,
সদানন্দ নিরাময়,

লভয়ে আরোগ্য,		বিষয় বৈরাগ্য

নিরত করি আশ্রয়।

দর্প অহঙ্কার,		কাম ক্রোধ আর

পরিহরি পরিজন,

নির্ম্মম নিষ্কাম,		শান্তি অবিরাম,

ধ্যান যোগে নিমগন,

ধীর ব্রহ্মবিৎ,		হ'য়ে সমাহিত,

ব্রহ্মে করি অবস্থান,

এড়ায়ে মরণ,		সংসার-বন্ধন,

ভবসিন্ধু ত'রে যান। ৫১-৫৩

অষ্টাদশ অধ্যায়।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারং
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। ৯
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্।
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং। ১০

অষ্টম অধ্যায়

পুরাণ অনাদি কবি, যিনি বিশ্বপাতা,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, অখিল বিধাতা,
তিমির অতীত, শুভ্র, আদিত্য-বরণ
অচিন্ত্য স্বরূপ নিত্য যে করে স্মরণ।

— — — —

অন্তিম কালে, চিত্ত অচঞ্চল,

— — — —

ধরি ভক্তি হৃদে, ধরি যোগবল,

— — — —

ভ্রূমধ্যে করি প্রাণ নিবেশন,

— — — —

পরম পুরুষ দিব্য করে দরশন।

১৩। অশ্বত্থরূপী সংসার।

অব্যয় অশ্বত্থরূপী জেন এ সংসার,
উর্দ্ধমূল অধঃশাখা করিছে বিস্তার ;
বেদ যার পত্রাবলী—বেদবিদ্‌গণ
অশ্বত্থ নামেতে ইহা করেন বর্ণন। ১
উর্দ্ধ অধঃ শাখা তার রহে পসারিয়া,
আদি অন্ত কেহ তার না পায় ভাবিয়া—
কিবা রূপ ধরে তরু, দাঁড়ায়ে কোথায়,
সকলি মানব-চক্ষে প্রহেলিকা প্রায় ;
সত্ত্বাদি সলিল সেকে পাদপ বর্দ্ধিত,
রূপাদি বিষয়ে সদা রহে পল্লবিত ;
বাসনার মূল নানা, নিম্নগামী সবে,
করমে বাঁধিয়া রাখে জীবগণে ভবে।
সুদৃঢ় শিকড় এই অশ্বত্থ মহান্
শাণিত বৈরাগ্য-অস্ত্রে করি খান খান,
সে পদ লইবে পরে যতনে খুঁজিয়া
গিয়ে যেথা নাহি আসে সংসারে ফিরিয়া।
যাঁহার নিয়মে এই নিখিল সংসার

পুরাণ প্রবৃত্তি-চক্রে ভ্রমে অনিবার,
অনাদি পুরুষ যিনি বিশ্ব-বিধরণ,
তাঁহার অভয় পদে লইনু শরণ। ২-৪
মোহ মান হত, সঙ্গদোষ গত,
কামনা অবসান,
দুঃখ পরাজিত, দ্বন্দ্ব নিবারিত
আত্মনিষ্ঠ মতিমান্।
এ হেন সুধীজন পায় ব্রহ্ম পদ,
অভয় পরমগতি, শাশ্বত সম্পদ,
ব্রহ্মে করে প্রয়াণ। ৫
না ভায় যেথায় রবি, শশাঙ্ক, অনল-দ্যুতি,
লভে সেই ব্রহ্মধাম, যা হতে নাহি বিচ্যুতি। ৬

পঞ্চদশ অধ্যায়।

১৪। দৈবাসুর সম্পদ্।

নির্ভীকতা শুদ্ধাচার, জ্ঞানযোগে অবস্থান,
বেদাধ্যয়নে রতি, তপ জপ যজ্ঞ দান,
পরপীড়া পরিত্যাগ, জীবে অহিংসা আশ্রয়,
দয়ামায়া দীনজনে, শান্তি নম্রতা বিনয়,
অলোভ অক্রোধ সত্য, লজ্জা-ভয়, স্থৈর্য্য তথা,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ত্যাগ, অমায়িক সরলতা,
তেজ ক্ষমা ধৃতি শৌচ, অদ্রোহ নিরভিমান,
দৈব-সম্পদ-মুখী জন্ম ধরে পুণ্যবান্। ১-৩
দম্ভ দর্প অভিমান, পারুষ্য ক্রোধ অজ্ঞান,
আসুর সম্পদে জন্মে আসুরিক কর্ম্মবান্। ৪

অসুর-প্রকৃতি যারা—তত্ত্বজ্ঞান হারা,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিবা না জানে তাহারা,
শৌচ কিবা, সত্য কিবা, না করে বিচার,
না আছে তাদের কাছে ধর্ম্ম সদাচার। ৭
অপ্রতিষ্ঠ, অসত্য জগত নিরীশ্বর,
আপনা-আপনি চলে বিশ্ব-চরাচর,
অসম্বদ্ধ পরস্পর এ জগত কহে,
কামবশে জীবজন্ম আর কিছু নহে। ৮

দুর্ম্মতি জগত শত্রু, নষ্টাত্মা, পামর,
ধর্ম্মে নাহি শ্রদ্ধা, নাহি অধর্ম্মের ডর,
ঘোর অবিশ্বাস হৃদে করিয়া আশ্রয়,
উগ্রকর্ম্মা জন্মে তারা সাধিতে প্রলয়। ৯

দম্ভ মান মদান্বিত, কামনা দুষ্পূর,
সতত অশুচিব্রতে নিরত অসুর।
মোহে দুরাগ্রহ ধরি অশেষ প্রকার,
অশুভ দুষ্কৃতিজাল করয়ে বিস্তার। ১০

চিন্তাজ্বরে আমরণ নাহিক নিস্তার,
কামভোগে মাতে ভাবি ভবে এই সার। ১১

শত আশা পাশে বদ্ধ কাম-ক্রোধময়,
অন্যায় অনর্থে করে অর্থের সঞ্চয়। ১২

"আজি হল লাভ এত, পরে আরো পাব কত,
"এই ধ্যান চিন্তা অবিরত,
"এত ধন আছে হাতে, বাড়িবে আবার তাতে,
"সিদ্ধ হবে সর্ব্ব মনোরথ। ১৩

"এই রিপু হ'ল হত, বধিব যে আরো কত,
"অরিকুল করিব নির্ম্মূল,
"ভোগী সুখী সিদ্ধকামী, সবার ঈশ্বর আমি,
"মহাবল মহিমা অতুল। ১৪
"ঐশ্বর্য্যের নাহি সীমা, কুলের কিবা গরিমা,
"আছে কেবা আমার সমান ?"
আমোদ প্রমোদ নানা, দান যজ্ঞ অগণনা,
মোহ বশে ফাঁদে সে অজ্ঞান। ১৫
বিষয়-বিভ্রান্ত-চিত্ত, মোহজালে সমাবৃত,
ম্রিয়মান হয় অবসাদে,
কাম ভোগে হ'য়ে সুপ্ত, বিবেক ক্রমেই লুপ্ত
নরকে পড়িয়া শেষে কাঁদে। ১৬
ধনমান-মদোদ্ধত, অবিনয়ী অসংযত,
অতি গর্ব্বে রহে গরবিত,
আস্ফালয়ে মহা দম্ভে, ক্রিয়াকাণ্ড বহ্বারম্ভে,
নামে যজ্ঞ করে অবিহিত। ১৭
কাম-ক্রোধ দর্পভারে, মত্ত সদা অহঙ্কারে
আত্মপরে দেয় বহু ক্লেশ,
আমি যে তাদের দেহে আমিই অপর দেহে,
না জানি আমায় ধরে দ্বেষ। ১৮

ক্রুর যেটা পাপী যারা,   পাপ-ফল ভোগে তারা,
কর্ম্ম-অনুরূপ এ সংসারে,
নরাধম এই সবে,   অসুর-যোনিতে ভবে
পাঠাই আমি হে বারে বারে। ১৯
আসুরী যোনিতে ভ্রমে,   যুগযুগ যথা ক্রমে,
জন্ম জন্ম হেন মূঢ়মতি,
আমায় না পেয়ে, পার্থ,   হারাইয়া পুরুষার্থ,
অধঃ হতে যায় অধোগতি। ২০

ষোড়শ অধ্যায়।

১৫। যজ্ঞ বিধান।

যজ্ঞার্থ সাধিয়া কর্ম্ম তরে জীবগণ,
অন্য কার্য্য জেনো ভবে বন্ধন-কারণ ;
যে যে কর্ম্ম আচরিবে ইথে তুমি, পার্থ,
নিষ্কাম যজ্ঞার্থ করি লভ পুরুষার্থ। ৯
যজ্ঞ সহ প্রজাসৃষ্টি করি কহে প্রজাপতি, পুরা,
"কামধুক্ যজ্ঞ এই, বৃদ্ধি হোক্ যজ্ঞে বসুন্ধরা। ১০
"দেবতায় স্মর যজ্ঞে, তোমাদের স্মরুণ দেবতা,
"উভয়ে লভিবে শ্রেয় পরস্পর ধরিয়ে মমতা। ১১
"যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণ ধনধান্য দিবেন সবারে,
"না দিয়ে নৈবেদ্য দেবে, ভুঞ্জে যেই চৌর বলি তারে। ১২
"যজ্ঞ কর্ম্ম অবশিষ্ট অন্ন পানে পাপ বিমোচন,
"পাপফল ভোগে নর স্বার্থে করি উদর পূরণ। ১৩
"অন্ন হতে জন্মে জীব, বৃষ্টি হতে অন্নের সম্ভব,
"যজ্ঞ হতে হয় বৃষ্টি, কর্ম্ম হতে যজ্ঞের উদ্ভব। ১৪

"কর্ম্মের উদ্ভব বেদে, ব্রহ্ম হতে বেদ সমুদিত,
"তেঁই সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞে হন নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ১৫
"হেন প্রবর্ত্তিত চক্র হেলায় যে নাহি অনুসরে,
"সেই পাপী স্বেচ্ছাচারী বৃথা হেথা এ জনম ধরে"। ১৬

তৃতীয় অধ্যায়।

সকল ফল-কামনা দিয়া বিসর্জ্জন,
"অবশ্য কর্ত্তব্য" বলি' দৃঢ় বাঁধি মন,
যে যজ্ঞ নিষ্কাম সাধু যজে বিধিমতে,
সেই সে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বিদিত জগতে। ১১
হয় যাহা অনুষ্ঠিত, দম্ভভরে, ফল কামনায়,
সাত্ত্বিক নহে সে যজ্ঞ রাজসিক তারে কহা যায়। ১২
যাহাতে শাস্ত্রের বিধি না হয় পালন,
শাস্ত্রের বিধানে নাই মন্ত্র উচ্চারণ,
ব্রাহ্মণেরা অন্ন পানে নাহি যাহে পুষ্ট,
দান দক্ষিণার ভারে নাহি হন তুষ্ট,
শ্রদ্ধা সহকারে যাহা নহে অনুষ্ঠিত
তামস নামেতে সেই যজ্ঞ অভিহিত। ১৩

সপ্তদশ অধ্যায়।

এইরূপ বহু যজ্ঞ বেদের বিহিত,
সাধনে যাজ্ঞিক হন পাপ বিমোচিত।
যজ্ঞ-অবশিষ্ট শেষে অমৃত ভোজনে
লভয়ে সাধক সেই ব্রহ্ম সনাতনে। ৩০
অনাচারী কিন্তু যেই যজ্ঞ-পরাঙ্মুখ,
বঞ্চিত সে ইহলোক-পরলোক-সুখ। ৩১

চতুর্থ অধ্যায়।

১৬। বৈদিক্ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবাদ।

ব্রহ্মজ্ঞানী, একনিষ্ঠ, একই পথে যায়,
কামনা-বিভ্রান্তমতি নানা দিকে ধায়। ৪১
অবোধ যে বেদবাক্যে দৃঢ় বাঁধি হিয়া,
আর কিছু নাই বলি' রহে আঁকড়িয়া,
স্বর্গ-সুখ একমাত্র পুরুষার্থ জ্ঞান,
স্বর্গ কামনায় সব বাহ্য অনুষ্ঠান ;
বহুক্রিয়া কর্ম্ম কাণ্ড করিয়া সাধন,
ভোগৈশ্বর্য্য-প্রলোভনে হয় নিমগন ;
কর্ম্মফল জন্মবন্ধ নাহি ঘুচে যার,
নানা মতে ভ্রান্ত মত করয়ে প্রচার।
তাদের মুখেতে কত পুষ্পিত বচন,
শুনিতে যেমন মিষ্ট, বিষাক্ত তেমন—
এ হেন বচনে ভুলে যেই মূঢ়মতি,
কামনা-আসক্ত চিত, ভোগৈশ্বর্য্যে রতি,
কাম কামী এরা সবে অনিশ্চিত বুদ্ধি,
কেমনে লভিবে বল সমাধির সিদ্ধি ? ৪২-৪৪

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্। ৪৫
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ। ৪৬

ত্রিগুণ মণ্ডিত যত বেদের বিষয়,
ছেড়হ ত্রৈগুণ্য-পাশ তুমি ধনঞ্জয় ;—

ছাড় দ্বন্দ্ব, নিত্য সত্ত্বে কর অবস্থান,
যোগক্ষেম-বিরহিত, হও আত্মবান্।
বহু কূপে হয় যাহা মহাহ্রদে সাধে সে সকল :—
একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী লভে তথা সর্ব্ববেদ-ফল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মকাণ্ডের অস্থায়ী ফল।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য লোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

সোম পানে পূতপাপ ত্রৈবেদ-ব্রাহ্মণ
স্বর্গ কামনায় করে যজন যাজন ;
লভি নিজ পুণ্যবলে পুণ্য স্বর্গধাম,
সেথা দিব্য দেবভোগ ভুঞ্জে অবিরাম ;
বিশাল সে সুরলোকে ভোগ সমাপিয়া
পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যধামে আইসে ফিরিয়া ;
ত্রিধর্ম্ম-আচারী যারা ভোগ-লালসায়,
এইরূপে তারা সবে আসে আর যায়।

নবম অধ্যায়।

১৭। গীতার পরকাল-তত্ত্ব।

শুক্ল কৃষ্ণ পথ।

মোক্ষপদ হয় লাভ কোন্ পথ দিয়া,
গিয়ে যেথা যোগী আর না আসে ফিরিয়া,
কখন্ বা হয় তার পুনরাগমন,
কহিব তোমারে, পার্থ, করহ শ্রবণ। ২৩
অগ্নি দিবা শুক্লপক্ষে যে যে দেবস্থান,
উত্তর অয়নে যেই দেব-অধিষ্ঠান,
অন্তকালে সেই পথে যাত্রী যারা যায়,
ব্রহ্মজ্ঞ সে যোগিবৃন্দ ব্রহ্মপদ পায়। ২৪
ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণ অয়ন—
সেই পথে চন্দ্রলোকে করয়ে গমন—
পুণ্য অনুযায়ী সেথা ভোগ সমাপিয়া,
পুনর্জন্ম ধরে যোগী সংসারে আসিয়া। ২৫
শুক্ল কৃষ্ণ পথদ্বয় পথ চিরন্তন,
একে অনাবৃত্তি অন্যে পুনরাবর্ত্তন। ২৬
এ পথ জানিয়া যোগী হন মোহ-মুক্ত—
সর্ব্বকালে, পার্থ, তুমি হও যোগযুক্ত। ২৭

অষ্টম অধ্যায়।

যোগভ্রষ্টের গতি।

অর্জ্জুন।

যোগে শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু যোগ ভ্রষ্ট মতি—
যোগসিদ্ধি বিনা কৃষ্ণ তাহার কি গতি?
যোগপথ তেয়াগিয়া নষ্ট কর্ম্মফল,

এদিকে সাধিতে মোক্ষ নাহি যোগবল ;
অপ্রতিষ্ঠ এ কূল ও কূল হতে ভ্রষ্ট,
ছিন্ন মেঘ সম সে কি না হয় বিনষ্ট ?
উভয় সঙ্কটে হায় কি ঘোর প্রলয় !
তুমি বিনা, কৃষ্ণ, কেবা ঘুচাবে সংশয় ? ৩৭-৩৯

শ্রীকৃষ্ণ।

যোগভ্রষ্ট ইহ পরে নাহি হয় ক্ষতি,
না কভু কল্যাণকারী লভয়ে দুর্গতি।
পুণ্যলোকে যুগ যুগ করি অতিক্রম,
শ্রীমন্ত সাধুর গেহে ধরয়ে জনম।
কিম্বা মেধা যোগিকুলে জনম সম্ভব,
এ হেন জনম কিন্তু জেন হে দুর্লভ।
প্রাক্তনসংস্কারে হলে বুদ্ধির বিকাশ,
যোগসিদ্ধি-তরে পুনঃ করে সে প্রয়াস। ৪০-৪৩
অনিচ্ছা বশতঃ যদি পড়ি মোহপাশে
হয় সে বিপথগামী পথে ফিরে আসে।
ফিরে আসে পূর্ব্বাভ্যাসে—যোগের কি বল !
জিজ্ঞাসুও বেদের অধিক পায় ফল।
পাপমুক্ত হ'য়ে শেষে শুদ্ধ-সত্ত্ব যতী,
জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভে পায় পরাগতি। ৪৪-৪৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভিন্ন গতি।

সত্ত্বের প্রাধান্য সত্ত্বে হয় যদি জীবের মরণ,
জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ—অলঙ্কৃত পুণ্যলোকে করে সে গমন। ১৪

রজসে যাদের মৃত্যু, কর্ম্মিকুলে ধরয়ে জনম,
তমের প্রভাবে মরি, মূঢ়যোনী ধরে নরাধম। ১৫

সত্ত্বগুণ-সমাশ্রিত সাত্ত্বিক যে জন,
ঊর্দ্ধে পুণ্য দেবলোকে করে সে গমন;
মধ্য পথে নরলোক, সেথা রাজসিক,
অধোগতি পায় হীনবৃত্তি তামসিক। ১৮

গুণে গুণ পরখিয়া সুধী বিচক্ষণ
গুণ ভিন্ন কর্ত্তা ব'ল' না করে দর্শন;
গুণাতীত পরব্রহ্মে জানিয়া নিশ্চয়,
আমাতে একান্ত চিত্তে হয়েন তন্ময়। ১৯

দেহ সমুদ্ভূত গুণত্রয় অতিক্রমি আত্মা দেহধারী
জন্ম জরা মৃত্যু করি জয়, অমৃতের হন অধিকারী। ২০

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১৮। আত্মা অমর।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি। ১৩

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। ২২

কৌমার, যৌবন, জরা
সুনিশ্চিত যেমতি দেহীর,
দেহান্তর-প্রাপ্তি তথা;
জানি ধীর না হ'ন অস্থির।

জীর্ণবাস পরিহরি
লোকে যথা পরে নব বেশ,
জরাজীর্ণ ত্যজি কায়
অন্য দেহে তেমনি প্রবেশ ঃ

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎকর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুদ্ধস্ব ভারত ॥ ১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাভবিতা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ । ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ । ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর রহেন যে অবিনাশী প্রভু,
অব্যয় অক্ষয়—তাঁর বিনাশ সম্ভবে নাহি কভু ।
নশ্বর যদিও দেহ, শরীরী রহেন অনশ্বর,
অপ্রমেয় নিরাময় ; যুদ্ধে তবে যাও গো সত্বর ।

ভাবে যেই হন্তা আমি কিম্বা ভাবে হৈনু আমি হত,
উভয়েই ভ্রান্ত তারা, না মারে না হয় উপরত।
শাশ্বত, পুরাণ, নিত্য, অজর অমর নির্ব্বিকার,
না ছিল না হয় পুন, দেহান্তেও অন্ত নাহি তাঁর।
শস্ত্রে ছিন্ন নাহি হয়, নাহি হয় অনলে দহন,
জলে নাহি দেয় ক্লেশ, বায়ু তারে না করে শোষণ।
ছেদ ক্লেদ শোক তাপ,—বিরহিত জনম মরণ,
সর্ব্বগত ধ্রুব নিত্য, নির্ব্বিকার বিভু সনাতন।
অব্যক্ত, অচিন্ত্য সত্য, নিরঞ্জন, অব্যয়, অক্ষয়—
আত্মার স্বরূপ জানি কেন হও শোকেতে কাতর ?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৯। প্রকৃতি-পুরুষ যোগ।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬

অনিল, অনল, জল, ভূমি, ব্যোম, মন বুদ্ধি আর
অহঙ্কার—জেনো এই অষ্টধা প্রকৃতি আমার।
অপরা প্রকৃতি ইহা—পরা প্রকৃতি যারে কহে,
জীবরূপী প্রকৃতি সে সকল জগত ধরি রহে।
ভূতযোনি এ দুই প্রকৃতি হতে জগত সৃজন ;
আমি এ নিখিল জগতের সৃজন-লয়-কারণ।

সপ্তম অধ্যায়।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিংযান্তি মামিকাম্
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং॥ ৭
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥ ৮
নচ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০

কল্পারম্ভে সর্ব্বভূতে করি হে সৃজন,
কল্পক্ষয়ে করে সবে আমাতে গমন॥
ভূতগণ সৃজি আমি, প্রকৃতি ধরিয়ে আপনার,
অবশ সকল জীব কর্ম্মবশে ফিরে বারবার॥
সে সব কর্ম্মে কিন্তু আমি হে আবদ্ধ কভু নই,
ক্রিয়াতে আসক্তিহীন, উদাসীন আমি সদা রই।
অধ্যক্ষ হইয়া দেখি প্রকৃতি প্রসবে চরাচর,
এই হেতু বহে, পার্থ, ভবের প্রবাহ নিরন্তর॥

নবম অধ্যায়।

প্রকৃতি-পুরুষ যোগ কহি, ধনঞ্জয়,
অনাদি কালের স্রোতে চলেছে উভয়।
ইন্দ্রিয়াদি যে বিকার, সত্ত্বাদি যে গুণ,
উদিত প্রকৃতি-অঙ্কে, জেনহ অর্জ্জুন॥ ২০
দেহেন্দ্রিয় হ'তে কার্য্য যাহা কিছু হয়,
প্রকৃতি তাহার হেতু মুনিজন কয়।
সুখ দুঃখ যাহা কিছু ভুঞ্জে ইথে নর
পুরুষ তাহার হেতু, নহে সে অপর॥ ২১

উপজে প্রকৃতি হতে সুখ দুঃখ যত,
পুরুষ, প্রকৃতি মাঝে ভুঞ্জয়ে নিয়ত ;
বিবিধ যোনিতে জন্ম ঘটে বারবার,
এই গুণ-সঙ্গ জেনো কারণ তাহার ॥ ২২
অনুমন্তা, সাক্ষী, ভর্ত্তা, ভোক্তা মহেশ্বর,
পরমাত্মা. পরমপুরুষ, পরাৎপর,
এই দেহে জান ওহে তাঁর অধিষ্ঠান,
পরমাত্মা পরমপুরুষ বিদ্যমান। ২৩
ত্রিগুণা প্রকৃতিসহ পুরুষের তত্ত্ব,
সম্যক্ যে জন জ্ঞানে করেন আয়ত্ত,
নাহি আর রহে তাঁর জনম-বন্ধন,
রহিয়াও কর্ম্ম-রত পান মোক্ষধন। ২৪

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ।

পঞ্চভূত, দশেন্দ্রিয়, মনবুদ্ধি আর
ইন্দ্রিয়-বিষয় পঞ্চ, ধৃতি অহঙ্কার,
ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা,
সবিকার ক্ষেত্র, এই, সংক্ষেপ বর্ণনা। ৬-৭
যাহা কিছু লভে জন্ম, স্থাবর জঙ্গম,
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে লভে সে জনম। ২৭
প্রকৃতিতে সর্ব্বকর্ম্ম হয় সম্পাদন,
অকর্ত্তা আপনি—জানে সূক্ষ্মদর্শীগণ। ৩০

ভিন্ন ভিন্ন জীব-ভাব, আসিলে প্রলয়,
প্রকৃতিতে মিশি গিয়া একীভূত হয় ;

সৃষ্টিকাল উদয় হইলে পুনর্ব্বার
প্রকৃতি হইতে হয় প্রাণীর বিস্তার।
এই ভাবে প্রকৃতির দর্শক যে হয়
ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি তাঁর, নাহিক সংশয়। ৩১

অনাদি নির্গুণ সেই পরম আত্মার
আবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রে না হয় বিকার।
থাকিয়াও দেহে কিছু না করেন প্রভু,
শুভাশুভ কর্ম্মফলে লিপ্ত ন'ন কভু। ৩২

সর্ব্বগত সূক্ষ্মগতি আকাশ যেমনি
নিবসেন সর্ব্বদেহে নির্লিপ্ত আপনি;
এক রবি প্রকাশয়ে সকল ভুবন,
ক্ষেত্রীও সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে তেমন। ৩৩-৩৪

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ সুধী বিচক্ষণ,
জ্ঞাননেত্রে ধ্যানযোগে করি নিরীক্ষণ,
ভূত-প্রকৃতি, মুক্তি—জানি সে সন্ধান,
চরমে পরমগতি, মোক্ষপদ পান। ৩৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভূতযোনি।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত॥ ৩
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ
তাসাং ব্রহ্মমহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ ৫

যোনি মম মহদ্‌ব্রহ্ম, তাহাতে করি যে গর্ভাধান,
সর্ব্বভূত চরাচর জন্মে তাহে, কহিনু সন্ধান।
যোনিতে যোনিতে, পার্থ, জনমে মূরতি যে যেথায়,
মহদ্‌ব্রহ্ম যোনি তার, বীজপ্রদ পিতা আমি তায়।
প্রকৃতি হইতে জন্মি সত্ত্ব-রজ-তম গুণত্রয়
দেহীকে নিবন্ধে দেহে, দেহী আত্মা যদিও অব্যয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

২০। সত্ত্ব, রজ, তম।

প্রকৃতি হইতে জন্মি সত্ত্ব-রজ-তম গুণত্রয়
দেহীকে নিবন্ধে দেহে, দেহী আত্মা যদিও অব্যয়। ৫
গুণমাঝে সত্ত্ব-গুণ, নির্ম্মল, ভাস্বর, নিরাময়,
সুখসঙ্গে, জ্ঞানসঙ্গে সেই গুণে দেহী বাঁধা রয়। ৬
রজোগুণ রাগময়, জন্মে তাহা বিষয়-তৃষ্ণায়,
সতত করমোদ্যমে দেহিগণে আসক্তি জন্মায়। ৭
অজ্ঞানজ তমোগুণ সর্ব্বজীবে করে মোহাবৃত,
প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রা-পাশ-বদ্ধ তাহে এ জগত। ৮
সত্ত্ব হতে সুখাসক্তি, রজ হ'তে করম-উদ্যম,
আঁধারে আবরি জ্ঞান প্রমাদ ঘটায় আসি তম। ৯
সত্ত্বগুণ রজতমে, জিনে রজ সত্ত্ব-তমোবল,
তম তথা সত্ত্বরজে পরাভবে হইয়া প্রবল। ১০
এই দেহে সর্ব্বদ্বারে জ্ঞান যবে হয় বিকশিত,
বুঝিবে লক্ষণে সেই সত্ত্বগুণ-প্রভাব উদিত। ১১

প্রকৃতি, উদ্যম, লোভ, কর্ম্মস্পৃহা সদা জাগে মনে,
প্রবৃদ্ধ হইলে রজ ধরা পড়ে এ সব লক্ষণে। ১২
অবিবেক, অপ্রবৃত্তি, মোহ পরমাদ আনি তায়,
প্রবল হইলে তম জীবে নানা অনর্থ ঘটায়। ১৩
সত্ত্বের প্রাধান্য বশে হয় যদি জীবের মরণ,
জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ অলঙ্কৃত পুণ্য লোকে করে সে গমন। ১৪
রজসে যাদের মৃত্যু, কর্ম্মীকুলে ধরয়ে জনম,
তমের প্রভাবে মরি মূঢ়-যোনি লভে নরাধম। ১৫
সুকৃত কর্ম্মের ফল—জ্ঞান-জ্যোতি, সাত্ত্বিক, নির্ম্মল,
রজসের ফল দুঃখ, অজ্ঞান সে তমসের ফল। ১৬
সত্ত্ব হতে জন্মে জ্ঞান, রজ হতে লোভের জনম,
অজ্ঞান, প্রমাদ, মোহ, এ ভবে প্রসবে শুধু তম। ১৭
সত্ত্বগুণ সমাশ্রিত, সাত্ত্বিক যে জন,
ঊর্দ্ধ পুণ্য দেবলোকে করে সে গমন;
মধ্য পথে নরলোক, সেথা রাজসিক,
অধোগতি পায় হীনবৃত্তি তামসিক। ১৮
গুণে গুণ পরখিয়া সুধী বিচক্ষণ
গুণ ভিন্ন কর্ত্তা বলি' না করে দর্শন;
গুণাতীত পরব্রহ্মে জানিয়া নিশ্চয়
আমাতে একান্ত চিতে হয়েন তন্ময়। ১৯
দেহ সমুদ্ভূত গুণত্রয় অতিক্রমি আত্মা দেহধারী,
জন্ম জরা মৃত্যু করি জয় অমৃতের হন অধিকারী। ২০

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

স্বভাবে জনমে শ্রদ্ধা দেহীদের, শুন হে ভারত,
সাত্ত্বিক, রাজসী আর তামসী সে শ্রদ্ধা তিন মত। ২

যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা, দেখিবে হে সেও সেইরূপ,
শ্রদ্ধাময় জেনো নর, শ্রদ্ধা হয় সত্ত্ব-অনুরূপ। ৩
সাত্ত্বিক দেবতা ভজে, যক্ষ রক্ষ ভজে রাজসিক,
ভূত প্রেত নানা মত ভজে তারা, যারা তামসিক। ৪
দম্ভ অহঙ্কারে স্ফীত, কামরাগে উদ্দীপিত,
অশাস্ত্র বিহিত ঘোর তপঃ পরায়ণ,
অনশন ব্রতাচারে, শরীর শোষণ করে,
অন্তরস্থ আমাকেও করে নির্য্যাতন।
হেন ঘোর তপস্যায়, জীবন বৃথায় যায়,
ইহাতেই নিরত যাহারা ধনঞ্জয়,
সহে ক্লেশ অকারণ, মূঢ়মতি অচেতন,
জেনো তারা ক্রূরকর্ম্মা অসুর নিশ্চয়। ৫-৬

সপ্তদশ অধ্যায়

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং। ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানা ভাবান্‌ পৃথগ্বিধান্‌
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং। ২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্‌ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্‌
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং। ২২

অখণ্ড, অব্যয় যিনি এক অদ্বিতীয়,
অবিভক্ত সর্ব্বভূতে বিভক্ত যদিও,
এই একীভাব যাতে হয় প্রকাশিত,
সেই সে সাত্ত্বিক জ্ঞান কহেন পণ্ডিত।

অখণ্ড, অব্যয় সেই অভিন্ন আত্মার
ভিন্ন ভূতে ভিন্ন ভাব, বিভিন্ন আকার,
এই যে পৃথক্ ভাব দৃষ্ট যাতে হয়,
সে-জ্ঞান সেই—তারে রাজসিক কয়।
অকিঞ্চিৎকর কার্য্য সর্ব্বস্ব ভাবিয়া,
নিয়ত তাহাতে রহে আসক্ত হইয়া,
পরিমিত পদার্থে বাঁধিয়া ভাবে নর,
"এ দেহই আত্মা, এ প্রতিমা ঈশ্বর"
এই অমূলক তত্ত্ব প্রশ্রয়ে যে জ্ঞান
সে জ্ঞান নিকৃষ্ট অতি—তমঃ প্রধান।
ত্রিবিধ সুখের তত্ত্বজ্ঞান
কহি এবে কর অবধান ;
অভ্যাসে জনমে রতি তায়,
দুখ তাপ সব দূরে যায়।
প্রথমে যাহা গরল সম,
পরিণামে অমৃত উপম,
আত্মবুদ্ধি-প্রসাদ যাহায়
সাত্ত্বিক সে সুখ কহা যায়। ৩৬-৩৭
ইন্দ্রিয় বিষয় যোগে আগে সুধাময়,
পরিণামে বিষসম, রাজস সে হয়। ৩৮
প্রথমেও যেইরূপ পরিণামে তাহা,
সততই হৃদয়ের সম্মোহন যাহা,
নিদ্রালস্য প্রমাদে জনম যাহার,
তামসিক সুখ বলি জগতে প্রচার। ৩৯
নাহি এই পৃথিবীতে হেন কোন জন,
ত্রিদিবেও নাহি কোন দেবতা এমন,

স্বর্গ মর্ত্ত কোথাও না পাইবে দেখিতে
মুক্ত যেই প্রকৃতিজ ত্রিগুণ হইতে। ৪০

অষ্টাদশ অধ্যায়।

২১। নিস্ত্রৈগুণ্য।

অর্জ্জুন—

কি তার লক্ষণ বল
ত্রিগুণ-গুণ লঙ্ঘনে যে হয় সক্ষম ?
বল, প্রভু, কি আচারে,
কি উপায়ে গুণত্রয় করে অতিক্রম ? ২১

শ্রীকৃষ্ণ—

প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ, পাণ্ডুর নন্দন,
এ সকল গুণ-কার্য্য করেছি বর্ণন।
জ্ঞান বা প্রবৃত্তি মোহ হইলে উদয়,
বিরাগ বিদ্বেষ যার কভু নাহি হয়,
নিবৃত্ত হইল যদি উহারা নিঃশেষ
সুখ-আশে নাহি করে আকাঙ্ক্ষার লেশ ;
গুণেই গুণের কার্য্য জানিয়া নিশ্চিত,
উদাসীন সুখে দুখে—নহে বিচলিত ;
সম দুঃখ-সুখ-লোষ্ট্র-কাঞ্চন-পাষাণ,
স্তুতি নিন্দা প্রিয়াপ্রিয় তুল্য যার জ্ঞান,
ভেদাভেদ নাহি জানে শত্রু মিত্র পক্ষে,
মান অপমান তুল্য যাহার সমক্ষে,
সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগী হইবে যখন,
তখন ত্রিগুণাতীত জানিবে সে জন। ২২-২৫

অনন্য ভকতি যোগে যে জন সেবে আমায়,
হয়ে সর্ব্ব গুণাতীত, ব্রহ্মভাব সেই পায়।
অমৃত অব্যয় রূপ, আমি ব্রহ্ম নির্ব্বিকার,
শাশ্বত ধর্ম্মের সেতু সর্ব্ব সুখ মূলাধার। ২৬-২৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

২২। গীতায় অবতারবাদ।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬
যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮

চতুর্থ অধ্যায়।

যদি ও জনমহীন অবিনাশী ঈশ্বর মহান,
জন্মি নিজ মায়া বলে প্রকৃতিতে করি অধিষ্ঠান।
যখনি ধর্ম্মের গ্লানি, ভারত হে, হয় এ ভারতে,
অধর্ম্মের জয় যবে আপনারে সৃজি বিধিমতে।
সাধু পরিত্রাণ হেতু, করিবারে দুর্জন-সংহার,
ধর্ম্ম সংস্থাপন তরে যুগে যুগে ধরি অবতার।

২৩। গীতায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

অকর্ত্তা, অব্যয় আমি, অথচ এ জগৎ সৃজিনু
গুণ কর্ম্ম ভেদে, পার্থ, চতুর্ব্বর্ণ প্রতিষ্ঠা করিনু।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তথা বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চতুষ্টয়,
গুণভেদে কর্ম্মভেদ তাহাদের জানিবে নিশ্চয়। ৪১

শম দম তপঃ শৌচ, ক্ষমা সরলতা,
বিজ্ঞান, শাস্ত্রার্থ জ্ঞান, পরার্থপরতা,
বেদ পরমার্থ তত্ত্বে বিশ্বাস সরল,
ব্রাহ্মণের স্বভাবজ ধর্ম্ম এ সকল। ৪২
শৌর্য্য বীর্য্য, তেজ ধৈর্য্য, কার্য্য-কুশলতা,
রণক্ষেত্রে নাহি যার রণ-বিমুখতা,
প্রজায় ঈশ্বরভাব, মুক্তহস্তে দান,
স্বাভাবিক ক্ষাত্রধর্ম্ম—বিধির বিধান। ৪৩
গোরক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি বৈশ্য-অভিমত,
পরিচর্য্যা শূদ্রকর্ম্ম স্বভাব-নিয়ত। ৪৪
যাঁহার প্রেরণা হ'তে প্রবৃত্তি উদয়,
বিভু যিনি ওতপ্রোত ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
তাঁহারি সেবায় নর থাকিয়া তৎপর
স্বকর্ম্ম সাধনে সিদ্ধি লভে নিরন্তর। ৪৬
পরধর্ম্ম হয় যদি কলঙ্ক বিহীন,
অনুষ্ঠান হোক্ তার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর,
স্বধর্ম্ম যদিও পার্থ, হয় অঙ্গহীন,
পরধর্ম্ম হতে তবু তাহা শ্রেয়স্কর।
করম যাহার যাহা স্বভাব বিহিত,
নহে তার অনুষ্ঠান পাপেতে দূষিত। ৪৭
স্বভাব-বিহিত কর্ম্মে দোষ যদি রয়,
তথাপি তাহার ত্যাগ উচিত না হয় ;
কোন কর্ম্ম এ সংসারে নহে দোষহীন,
রহে দেখ পাবকও ধূমেতে মলিন। ৪৮

অষ্টাদশ অধ্যায়।

* * * *

স্বভাব যাহার যাহা, শুন ধনঞ্জয়,
কর্ম্মের গতিও তার তাই অবিকল ;
প্রকৃতিই বলবতী সকল সময়,
নিগ্রহে সহস্র চেষ্টা হইবে বিফল। ৩৩

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। ৩৫

পরধর্ম্ম হয় যদি সুখসেব্য, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর
তাহাও জানিবে ত্যাজ্য, নহে তাহা কভু শ্রেয়স্কর।
স্বধর্ম্ম যদিও হয় অঙ্গহীন, না ছাড়ে সুমতি ;
স্বধর্ম্মে নিধন ভাল,—পরধর্ম্ম ভয়াবহ অতি।

তৃতীয় অধ্যায়।

২৪। গীতার অসাম্প্রদায়িকতা।

যে যেমনে ভজে মোরে আমি তারে ভজি সেই মতে,
যে পথে রয়েছি আমি সব লোকে আসে সেই পথে। ১১
কর্ম্মফল অভিলাষে করে যেই দেবতা-ভজন,
ইহলোকে সিদ্ধিলাভ হয় তার করম যেমন। ১২

চতুর্থ অধ্যায়।

যেমনি প্রকৃতি যার সেই রীতে নিরত সেবায়
নানা কামনায় বশে ভজে মূঢ় অন্য দেবতায়। ২০
যে ভক্ত যে মূর্ত্তি মম শ্রদ্ধাভরে করয়ে সাধনা,
শ্রদ্ধা সে অচলা রাখি, আমি তার পূরাই বাসনা। ২১
শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে তারা ইষ্টদেবে আরাধে অবাধে,
বাঞ্ছিত বিহিত ফল সব পায় আমার প্রসাদে। ২২

যে যে ফল আসে ফিরে অল্পমতি অন্তেতে ফুরায়,
দেবযাজী পায় দেব, ভক্ত মম আমাকেই পায়। ২৩

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রদ্ধায় যাহারা ভজে অন্য দেবতায়,
তারাও অবিধিমতে ভজে গো আমায়।
ভোক্তা আমি সর্ব্বযজ্ঞে, প্রভু আমি তার,
না জানিয়া মূঢ়মতি ভ্রমে বারবার। ২৩-২৪
দেবার্চ্চনা করি লোক দেবলোকে যায়,
পিতৃগণে পূজা করি পিতৃলোকে পায়;
ভূতযাজী ভূতরাজ্যে করয়ে প্রয়াণ
ভক্ত মম আমার চরণে পায় স্থান। ২৫
ভক্তিসহ যে যা দেয় পত্র পুষ্প ফল জল আর,
লই আমি, সুপ্রসন্ন, ভক্তদত্ত সব উপহার। ২৬

সর্ব্বভূতে সম আমি, কেবা দ্বেষ্য, প্রিয় কেবা আর,
যে ভজে ভকতি ভরে আমি তার সে হয় আমার। ২৯

আমাকে অনন্য ভাবে ভজি নিত্য দুরাচার,
সাধু চেষ্টা ধরি সেও অনায়াসে হয় পার। ৩০
ধর্ম্মাত্মা হইয়া কালে লভে শান্তির নিবাস,
আমার ভকতে, পার্থ, কভু না হয় বিনাশ। ৩১

নবম অধ্যায়।

অতএব সখা তুমি ভজহ আমারে
অনিত্য অসুখকর সংসার-মাঝারে,
আমাতেই কর তুমি আত্ম-সমর্পণ,

জীবন মরণে লহ আমারি শরণ,
ভজন পূজন মোর কর বারবার,
আমাকেই ভক্তিভরে কর নমস্কার।
হইয়া অনন্য গতি, মচ্চিত্ত, মৎপরায়ণ,
আনন্দ-স্বরূপ মম হবে তব দরশন। ৩২-৩৪

নবম অধ্যায়।

২৫। সাধনা।

একচিত্তে করে যারা ধ্যান আরাধন,
আমাতে সকল কর্ম্ম করি সমর্পণ,
মৃত্যুময় ভীষণ এ সংসার-সাগরে,
আমার আশ্রয়ে তারা অনায়াসে তরে। ৬-৭
আমাতে তুমিও, পার্থ, কর মন স্থির,
নিবেশ করহ বুদ্ধি আমাতে, সুধীর,
আমার প্রসাদে হবে জ্ঞান বিকশিত,
দেহান্তে আমাতে বাস পাইবে নিশ্চিত। ৮
না পার করিতে যদি চিত্ত সমাধান,
করহ অভ্যাস-যোগে আমায় সন্ধান। ৯
অভ্যাসেও যদি সখা, হও গো অক্ষম,
আমার প্রীতির হেতু করহ করম।
এই মত সাধি কার্য্য হবে সিদ্ধ-কাম,
আমাকে পাইয়া শেষে লভিবে বিরাম। ১০
অশক্ত হইলে তাহে লহ যোগাশ্রয়,
যতাত্মা হইয়া ত্যজ কর্ম্ম-ফলাশয়। ১১
অভ্যাস হইতে শ্রেয়জ্ঞান,
জ্ঞান হ'তে ধ্যান মহত্তর,

ধ্যান হ'তে কর্ম্মফলত্যাগ,
ত্যাগে পাবে শান্তি নিরন্তর। ১২

দ্বাদশ অধ্যায়।

২৬। মুক্তিলাভের বিভিন্ন পথ।

ধ্যানযোগে যোগী কেহ দেখেন আত্মায়,
নিরখেন জ্ঞানযোগে জ্ঞানী কেহ তাঁয়,
কর্ম্মফল ঈশ্বরেতে করি সমর্পণ,
কর্ম্মযোগে কেহ তাঁরে করেন দর্শন।
সাধনায় না পারিয়া লভিবারে জ্ঞান,
কেহ বা শুনেন গিয়া গুরু-সন্নিধান;
গুরু-উপদেশ মতে করি উপাসনা,
শ্রুতির আশ্রয়ে তরে ভবের যাতনা। ২৫-২৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

২৭। সাকার নিরাকার উপাসনা।

অর্জ্জুন।

তোমাতে সতত যুক্ত তব ভক্তগণ,
তোমায় একান্ত যারা ভজে সর্ব্বক্ষণ,
কিম্বা যারা অব্যক্ত অক্ষরে করে ধ্যান,
কহ কৃষ্ণ, কোন্ যোগী দোঁহার প্রধান? ১

শ্রীকৃষ্ণ।

আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত, অনন্য-শরণ,
শ্রদ্ধা সহকারে করে ভজন পূজন,
আমায় যে উপাসয়ে কায়মনঃপ্রাণে,
যোগীশ্রেষ্ঠ যুক্ততম সবে তারে মানে। ২

কিন্তু সেই অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষর,
অচিন্ত্য অনন্ত ধ্রুব, অজর, অমর,
বিশ্বাতীত, সর্ব্বগত, কূটস্থ, অব্যয়ে
যাহারা একাগ্র মনে নিত্য উপাসয়ে,
যতনে ইন্দ্রিয়গ্রাম করিয়া সংযত,
সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সর্ব্বহিতে রত,
অনন্ত ভাবেতে মগ্ন ধ্যান ধারণায়,
এ হেন সাধক যারা আমাকেই পায়। ৩-৪
অব্যক্তের উপাসনা, কিন্তু পার্থ, বহু ক্লেশকর,
দেহাভিমানীর তরে অব্যক্তের মার্গ সুদুস্তর। ৫

দ্বাদশ অধ্যায়।

* * * *

অনন্ত অব্যয় আমি—মম ভাব বুঝি অন্তস্তর,
অব্যক্ত আমায়, পার্থ, ব্যক্ত রূপে ভজে মূঢ় নর। ২৪
যোগমায়া অন্তরালে জীবে আমি রহি অপ্রকাশ,
স্বয়ম্ভু অব্যয় রূপ মূঢ়চিত্তে না হয় বিকাশ। ২৫
বিমুগ্ধ ত্রিগুণ গুণে, সর্ব্ব বিশ্বচরাচর,
অব্যয় আমায়, পার্থ, পৃথক্ না জানে নর। ১৩
এই দেবী গুণময়ী, মায়া মম সুদুস্তর,
এ মায়া এড়ায় সাধু ভজি মোরে নিরন্তর। ১৪

সপ্তম অধ্যায়।

২৮। ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় নিরাকার।

অতীন্দ্রিয় রূপে আমি চরাচর-ব্যাপ্ত ভরপূর,
সর্ব্বভূত আমাতে সংস্থিত, আমি দূর হৈতে দূর। ৪

আমাতেই অবস্থিত জীবকুল,

অসংশ্লিষ্ট কিন্তু এ সকল,

আমি কর্ত্তা, আমি ভর্ত্তা,

কিছুতেই নহি লিপ্ত—দেখ মায়াবল। ৫

সর্ব্বগামী বায়ু যথা আকাশে বিস্তৃত,

আমাতেই জেন' তথা চরাচর-স্থিত। ৬

নবম অধ্যায়।

অব্যক্ত ও ব্যক্তাতীত সেই সত্য সনাতন প্রভু,

ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে তবু বিনাশ না হয় তাঁর কভু। ২০

অব্যক্ত অক্ষর যেই, জীবের পরম গতি,

পেলে যাঁরে একবার নাহি হয় অবনতি,

লভি যোগী পুণ্যবান্ সে মম পরমধাম,

ফিরে নাহি আসে পুন, পূরে সর্ব্ব মনস্কাম। ২১

অষ্টম অধ্যায়।

২৯। সৃষ্টি ও প্রলয়।

ব্রহ্মার সহস্র যুগ দিবস প্রমাণ বলি মানে,

সহস্র যুগান্তে রাত্রি অহোরাত্র-বেত্তাগণ জানে। ১৭

অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয় সবে আসে যবে দিন,

আবার আসিলে রাত্রি হয় তারা অব্যক্তে বিলীন। ১৮

জীবগণ এইরূপে জনমি জনমি পায় লয়,

রাত্রে অবসন্ন তারা, দিবাগমে পুনর্জন্ম হয়। ১৯

অব্যক্ত ও ব্যক্তাতীত সেই সত্য সনাতন প্রভু,

ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে তবু বিনাশ না হয় তাঁর কভু। ২০

অষ্টম অধ্যায়।

কল্পারম্ভে সর্ব্বভূতে করিহে সৃজন,

কল্পক্ষয়ে করে সবে আমাতে গমন। ৭

ভূতগণ সৃজি আমি, প্রকৃতিতে রহি আপনার,

অবশ সকল জীব কর্ম্মবশে জীয়ে বারেবার। ৮

সে সব করমে কিন্তু আমিহে আবদ্ধ কভু নই,

ক্রিয়াতে আসক্তিহীন, উদাসীন আমি সদা রই। ৯

অধ্যক্ষ হইয়া দেখি প্রকৃতি প্রসবে চরাচর,

এই হেতু বহে, পার্থ, ভবের প্রবাহ নিরন্তর। ১০

নবম অধ্যায়।

৩০। কামনা দুৰ্দ্ধৰ্ষ অরি।

অর্জ্জুন—

মানুষে যে করে পাপ, কেবা তাহে করে প্রবর্ত্তন,

স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে প্রভু, সবলে করিয়া আকর্ষণ? ৩৬

শ্রীকৃষ্ণ—

রজোগুণোদ্ভব সেই আসে কাম

ক্রোধরূপ ধরি,

সর্ব্বভুক্ মহাপাপ,

তাহার সমান নাই অরি। ৩৭

বহ্নি যথা ধূমাচ্ছন্ন,

দর্পণ বা কলঙ্কে আবৃত

জরায়ু-আবৃত গর্ভ,

এই পাপে জগত ছাদিত। ৩৮

দুষ্পূর অনল সম কামে রসে তৃষা মেটে কি রে?

জ্ঞানীর সে চিরশত্রু, হে কৌন্তেয়, জ্ঞানে ফেলে ঘিরে।

মনোবুদ্ধি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বলে সবে তার অধিষ্ঠান,
বিমোহিত করে নরে আচ্ছন্ন করিয়া তার জ্ঞান। ৩৯-৪০

আগেই সংযমি তাই ইন্দ্রিয়-নিচয়
পাপরূপী কাম-রিপু কর পরাজয়—
যেই রিপু, মানব-হৃদয়ে করি বাস,
শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান উভে করে নাশ। ৪১

দেহাদি বিষয় মাঝে ইন্দ্রিয় প্রবর,
তেমনি ইন্দ্রিয় হ'তে মন মহত্তর,
বুদ্ধি-অনুগত মন, বুদ্ধিই প্রধান,
বুদ্ধি হ'তে, বুধ কহে, আত্মা গরীয়ান্। ৪২

আত্মায় জানিয়ে হেন, আত্ম-পরি করিয়া নির্ভর,
কামনা দুর্দ্ধর্ষ অরি, ত্বরা করি, হান বীরবর। ৪৩

তৃতীয় অধ্যায়

৩১। ত্রিবিধ নরক-দ্বার।

ত্রিবিধ নরক-দ্বার, বিনাশ কারণ,
কাম ক্রোধ লোভ, তিনে করিবে দমন। ২১
এই তিন তমোদ্বার এড়ায়ে সুমতি,
জীবনে কল্যাণ লভে, মরণে সুগতি। ২২

৩২। শাস্ত্রজ্ঞান।

শাস্ত্র বিধি ছাড়ি যেই ধরে স্বেচ্ছাচার,
সিদ্ধি সুখে বঞ্চিত সে, ত্রাণ কোথা তার? ২৩

কিবা কার্য্য কি অকার্য্য—শাস্ত্রই প্রমাণ,

শাস্ত্রের জানিয়া মর্ম্ম কর অনুষ্ঠান। ২৪

ষোড়শ অধ্যায়।

সতত বিষয় ধ্যানে আসক্তি জনমে, ধনঞ্জয়,
আসক্তি হইতে কাম, কাম হ'তে ক্রোধের উদয়,
ক্রোধ হ'তে জন্মে মোহ, মোহ হ'তে স্মৃতির বিভ্রম,
স্মৃতি ভ্রংশে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশে নষ্ট নরাধম। ৬২-৬৩
রাগ দ্বেষ বিরহিত, জিতেন্দ্রিয় বশী উপরত,
সংযমী বিষয় ভোগে উপভোগে প্রসাদ নিয়ত। ৬৪
প্রসাদে ঘুচিয়া যায়, সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্ব অমঙ্গল,
প্রসন্ন যাহার চিত্ত, বুদ্ধি তার প্রশান্ত, নির্ম্মল। ৬৫
অবশ ইন্দ্রিয় যার, নাহি বুদ্ধি না তার ভাবনা ;
অভাবুকে কোথা শান্তি, অশান্তের কি সুখ বল না। ৬৬

দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩৩। আত্ম-সংযম।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ। ২/৬০

বিচক্ষণ পুরুষ প্রবর
করুক না যতই যতন,
প্রমাথী যে ইন্দ্রিয়-নিকর
সবলে হরিয়া লয় মন।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি। ৬৭

মন যদি ছুটি চলে ইন্দ্রিয় যে দিকে যবে ধায়,
ডুবাইয়া দেয় জ্ঞান, বায়ু যথা তরণী ডুবায়।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ। ২৬

চপল চঞ্চল মন যেথা যেথা অবিরত ধায়,
ফিরায়ে সে পথ হ'তে আত্মবশে আনিবে তাহায়।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী। ৭০

নদ নদী বেগে ধায়, গিয়া যথা মিশি যায়
পূর্ণকায় অচল-প্রতিষ্ঠ সিন্ধু সনে,
তেমনি কামনাচয়, পশি যাতে পায় লয়,
সেই শান্তি পায়, নাহি পায় কামী জনে।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি। ৭১

সকল কামনা ত্যজি, ছাড়িয়া মমতা অহঙ্কার,
নিঃস্পৃহ বিচরে যবে, লভে তবে শান্তি অনিবার।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ। ৬৯

অজ্ঞে যবে নিদ্রা যায় সংযমী জাগ্রত সে নিশায়,
জাগি অজ্ঞে যেথা, মুনি চক্ষে রাত্রি হেন তায়।

৩৪। বিষয়-সুখ।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয়এবতে
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ। ২২

বিষয় সুখের ভোগ দুঃখের কারণ,
নশ্বর সে সুখে নহে তুষ্ট সুধীগণ। ২২

৩৫। আত্ম-রক্ষণ।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। ৫

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ। ৬

আত্মায় আত্মার বলে করহ উদ্ধার,
আত্ম অবসাদ যাহে কর পরিহার।
আপনি আপন মিত্র আর কেহ নয়,
আপনি আপন শত্রু নাহিক সংশয়।
আপনারে আপনি যে করিয়াছে জয়,
আপনার বন্ধু সেই, জানিবে নিশ্চয়।

আপনি যে আপনাকে বশে নাহি রাখে
আপনার হ'য়ে শত্রু পক্ষে সে বিপাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৩৬। মিথ্যাচারী।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ সউচ্যতে। ৬

মনেতে বিষয়-স্পৃহা—
সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়
রহে যেই মূঢ় হিয়া,
মিথ্যাচারী তাহারে জানিও।

৩৭। উপসংহার।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিদমদ্ভুতম্
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ। ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ। ৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবানীতির্মতির্মম। ৭৮

কৃষ্ণার্জ্জুন এ সম্বাদ, অপরূপ পুণ্যের আধার,
স্মরিয়া স্মরিয়া চিত্ত পুলকিত হইল আমার।
কৃষ্ণ রূপ অপরূপ স্মরি স্মরি সদা অনুক্ষণ,
উপজে বিস্ময় মম, মহানন্দ উথলিত মন।
যে পক্ষে রহেন কৃষ্ণ, মহা যোগেশ্বর,
যে পক্ষে গাণ্ডীবধর পার্থ বীরবর,
রাজে সেথা রাজ্যলক্ষ্মী, চির অভ্যুদয়,
বিরাজিত ধ্রুবনীতি, অনন্ত বিজয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

তৃতীয় ভাগ।

কবি ও কাব্য।

মেঘদূত।

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥ ১ ॥

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥ ২ ॥

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িণি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে॥ ৩ ॥

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার॥ ৪ ॥

স্বকার্য্যে কি দোষ গণি প্রভু দিলা যক্ষে অভিশাপ,
"বর্ষেক ভুঞ্জিবি তুই কান্তা ছাড়ি প্রবাসের তাপ" ;
নিবসে বিরহি যক্ষ রামগিরি আশ্রমে অধীর,
স্নিগ্ধ ছায়াতরু যেথা, জানকীর স্নানে পুণ্য নীর ॥ ১ ॥

বিরহ-বিশীর্ণ তনু, খসি পড়ে হস্তের বলয়,
চিত্রকূটে কোনরূপে কাটাইয়া মাস কতিপয়,
আষাঢ় প্রথম দিনে, শৈলভূমে সম্মুখে বিছায়,
নিরখে বিরহী কামী জলধর, মত্ত গজপ্রায় ॥ ২ ॥

দেখিতে দেখিতে ঘন, নানা ভাব-তরঙ্গিত মন,
কষ্টেতে সম্বরি অশ্রু যক্ষরাজ ধেয়ানে মগন ;
সুখীও চঞ্চল চিত্ত, মেঘদৃষ্টে প্রেয়সীর পাশে,
না জানি কি দশা তার, প্রিয়জন যার পরবাসে ॥ ৩ ॥

আসন্ন শ্রাবণ মাস, দয়িতায় জীবনদায়িনী
পাঠাবার অভিলাষে মেঘমুখে কুশলকাহিনী,
মল্লিকা কুসুম তুলি, বিরচিয়ে পূজা উপচার,
পুলকিত, প্রিয়ভাষে করে তার অতিথি সৎকার ॥ ৪ ॥

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ
সংদেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥ ৫ ॥

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥ ৬ ॥

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সংদেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা ॥ ৭ ॥

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসন্ত্যঃ।
কঃ সংনদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥ ৮ ॥

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালা
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥ ৯ ॥

ধূম জ্যোতি জল বায়ু সন্নিপাতে জনমে যে ঘন
তাহাতে সম্ভবে কি না প্রাণী-কার্য্য, সম্বাদ বহন,
আগ্রহে কিছু না গণি ভিক্ষা মাগে তার সন্নিধানে,
কামান্ধ এমনি অন্ধ, অচেতনে সচেতন মানে ॥ ৫ ॥

প্রখ্যাত পুষ্কর কুলে জন্ম তব জানিতে তোমায়,
মহেন্দ্রের অনুচর, কামরূপী নাম ধর তায়,

বিধিবশে বন্ধুহারা এসেছি তোমার দ্বারে প্রভু,
মহতে বিফল যাচ্ঞা, সেও ভাল, অধমে না কভু ॥ ৬ ॥

প্রভু-শাপে বনবাসী, বিপন্নের তুমি হে শরণ,
বিরহ-বারতা মোর নিয়ে যাও প্রিয়ার সদন,
যেতে হবে অলকায় যক্ষপুরে উদ্যান বাহিরে,
আলো করি হর্ম্যরাজি শোভে যেথা শশী হর-শিরে ॥ ৭ ॥

তোমা হেরি, জলধর, যবে তুমি সঞ্চর আকাশে,
অবলা আশ্বস্ত হিয়া, প্রণয়ী যাহার পরবাসে।
বিরহিনী জায়া ফেলে, তুমি এলে, দূরে বিচরণ
করে কেবা, নহে যেবা পরাধীন আমার মতন ॥ ৮ ॥

চলেছে তোমার সাথে মন্দ মন্দ অনুকূল বায়,
পুলকে চাতক বামে, বঁধু তব, মধু গীত গায়।
অভ্র-যোগে গর্ভাধান, সেই তব শুভ পরিচয়,
গগনে বালকাকুল, হর্ষাকুল ভেটিবে নিশ্চয় ॥ ৯ ॥

তাং চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রযোগে রুণদ্ধি ॥ ১০ ॥

কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
আকৈলাসাদ্বিসকিশলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সংপৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুং সাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্॥ ১২॥

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্তৎ প্রয়াণানুরূপং
সংদেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাং চোপভুজ্য॥ ১৩॥

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি-
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥ ১৪॥

দেখিবি অবশ্য তারে দিবস গণিছে নিশিভোর,
এখনো বাঁচিয়া আছে একপত্নী ভ্রাতৃজায়া তোর,
বিরহে নারীর হিয়া কুসুম-সদৃশ-সুকোমল
আশা-বৃন্তে করি ভর কোন মতে রহে সে সবল। ১০।
যার গুণে শিলীন্ধ্র* ফুটে ওঠে ধরণী ছাইয়া
মধুর গর্জ্জন সেই শুনিলেই, উচ্ছুসিত হিয়া,
কৈলাস অবধি লয়ে মৃণালাদি পাথেয় বিস্তর,
মরাল মানস-যাত্রী হবে তব পথের দোসর। ১১।
ওই তুঙ্গ শৈলরাজ † রঘুপতি পদচিহ্ন ভালে,
ব'লে ক'য়ে যেয়ো তারে, সখা তব, বিদায়ের কালে।
বরিষায় হয় যবে দুজনার শুভ সম্মিলন,
চির বিরহজ অশ্রু, স্নেহ ভরে ফেলে সে তখন। ১২।

---

* শিলন্ধ্র ভূ-কদলী, ব্যাঙের ছাতা। † চিত্রকূট

প্রথমে প্রয়াণ পথ শুন তব, বলি পর পর,
তৎপরে সন্দেশ মোর, শুনিবে হে শ্রুতি সুখকর।
শ্রান্ত ক্লান্ত হবে যবে বিশ্রামিবে গিরি শৃঙ্গোপরি,
তৃষা ক্লেশ নিবারিবে স্রোতোজল পান করি করি॥ ১৩॥
"এ কি এ পর্ব্বত শৃঙ্গ উড়াইল বুঝিবা পবন"!
হেন বলি সিদ্ধাঙ্গনা ঊর্দ্ধমুখী চকিত-নয়ন,
সরস-বেতস-পূর্ণ গিরি এই অমনি উত্তরি
উত্তরে উড়িয়ে যেয়ো * দিঙ্নাগের গর্ব্ব খর্ব্ব করি॥ ১৪॥

রত্নচ্ছায়াব্যতিকরইব প্রেক্ষমেতৎ পুরস্তাৎ
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ॥ ১৫॥

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকর্ষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ব্রজ লঘুগতির্ভূয়এবোত্তরেণ॥ ১৬॥

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধা
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ॥ ১৭॥

---

* টীকাকার বলেন, দিঙ্নাগ নামক কালীদাসের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই শ্লোকটি রচিত।

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তনইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥ ১৮ ॥

স্থিত্বা তস্মিন্বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ১৯ ॥

মিলিত বিচিত্র বর্ণ রত্নপ্রভা-সম প্রভায়
বল্মীকাগ্র হতে যেন ইন্দ্রধনু হয়েছে উদয়।
মিলনে শ্যামাঙ্গ তব ধরিবে হে কান্তি মনোহারী,
শিখি-পুচ্ছ ধরি যথা গোপ-বেশে সাজেন মুরারি ॥ ১৫ ॥

বর্ষাগমে কৃষিফল প্রত্যাশিনী কুল-বধূগণ,
ভ্রূভঙ্গী জানে না আহা! পিবে তোমা তৃষিত লোচন;
করষণ সুরভিত মালক্ষেত্রে আরোহিয়ে পরে,
পাছু হটি লঘুগতি পুনর্ব্বার চলিবে উত্তরে ॥ ১৬ ॥

বরষিয়ে শান্তি জল শান্ত কর বন উপপ্লবে,
পথ শ্রান্ত এলে তাই, আম্রকূট বুকে তুলে লবে।
পূর্ব্ব উপকার স্মরি, ক্ষুদ্র সেও বিমুখ না হয়
সুহৃদে আশ্রয় দানে, কিবা যারা উদার হৃদয় ॥ ১৭ ॥

পাকা পাকা ফলে ভরা গিরিপ্রান্তে আম্রের কানন,
চড়িলে শিখরে তুমি স্নিগ্ধ শ্যাম বেণীর বরণ,

অমর মিথুনে চেয়ে দেখিবে সে শোভা অতুলন,
শ্যাম-মধ্য কাঞ্চনাভা শোভে যেন ধরণীর স্তন ॥ ১৮ ॥

বনবালাদের সেই ক্রীড়া-কুঞ্জে তিষ্ঠি ক্ষণতর,
জল বর্ষি দ্রুতগতি উত্তরিবে পথ তার পর,
বিন্ধ্যাচলে শীর্ণা রেবা, শিলাতলে রয়ে ব'হে যায়,
বিভূতি রচনা যেন, রেখাময়, কুঞ্জরের গায় ॥ ১৯ ॥

তস্যাস্তিক্তৈর্ব্বনগজমদৈর্ব্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥ ২০ ॥

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢৈ-
রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভির্গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥ ২১ ॥

অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাং শ্চাতকান্‌বীক্ষমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নিদিশন্তো বলাকাঃ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি ॥ ২২ ॥

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিয়াসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্‌ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥ ২৩ ॥

বর্ষণে হইয়ে লঘু, পান করি পুন স্রোতোজল,*
জম্বুবাতে কষায়িত গজমদ তিক্ত সুবিমল,
অন্তঃসার হলে তুমি, পরাভব মানিবে পবন,
রিক্ত মাত্রে হতাদর পূর্ণতাই গৌরব কারণ ॥ ২০ ॥

হরিত কপিশ হেরি আধ্ ফোটা কদম্ব কেশর,
তটে তটে মুকুলিত কদলী চর্ব্বিয়া রুচিকর,
বনে বনে পেয়ে আর বসুধায় সুরভি আঘ্রাণ,
সারঙ্গ, জলদ, তব জলপথ পাইবে সন্ধান ॥ ২১ ॥

জল-বিন্দু-পান রত চাতকে কৌতুক দরশনে,
ধবল বলাকা-মালা একে একে গণিয়া গগনে।
তোমার ভৈরব রবে সিদ্ধ-যুবা পুলকিত হিয়া,
প্রেয়সী তরাসে কাঁপি যবে তারে ধরে আঁকড়িয়া ॥ ২২ ॥

যদিও সখীর কাছে দূত হয়ে যাবে দ্রুত-গতি,
নানান কারণে শঙ্কি বিলম্ব ঘটিবে পথি পথি ;
পাহাড়ে পাহাড়ে ফুটি ফুলে ফুলে সৌরভ ছড়ায়,
সজল নয়ন শিখী কেকারবে তোষে গো তোমায়।
এসব কাটায়ে মায়া পারিবে কি লইতে বিদায় ?
রাখিও মিনতি সখা, কোন মতে ছাড়িও ত্বরায় ॥ ২৩ ॥

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।

---

* বৈদ্য শাস্ত্রে বলে, প্রথমে বমনে শোধিত হইয়া পরে শ্লেষ্মা নিবারণ জন্য যিনি লঘু তিক্ত কষায় জল পান করেন, তাঁহার বাত প্রকম্প দূর হয়।

ষণ্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ

সংপৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥ ২৪ ॥

তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং

গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।

তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ

সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি ॥ ২৫ ॥

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-

স্ত্বৎসংপর্কাৎপুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।

যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণা-

মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥ ২৬ ॥

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চ-

ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।

গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজা ক্লান্তকর্ণোৎপলানাং

ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥ ২৭ ॥

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং

সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মা স্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।

বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং

লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি ॥ ২৮ ॥

স্ফুটন্ত কেতকে ঘেরা * দশার্ণের রম্য উপবন

ধরিবে মোহন মূর্ত্তি হ'লে তব শুভ আগমন ;

---

* বিন্ধ্যাচলের সমীপবর্ত্তী আধুনিক মালব।

পথ-তরু ডালে ডালে রহে ঝুলে বায়স কুলায়,
জম্বুকুঞ্জ ফলপুঞ্জে ঝল ঝলে শ্যামল শোভায়,
বহুদিন পরে পেয়ে, জলধর তব দরশন,
হংসগুলি, সব ভুলি, রবে তথা সুখেতে মগন ॥ ২৪ ॥
দিগন্ত প্রথিতা যেই রাজধানী বিদিশা লক্ষণা,
পশি সেথা অবিলম্বে কামুকের পুরাবে কামনা,
তীরে দাঁড়াইয়া গর্জ্জি, যত চাও পিয়ো অবিরল
আনন ভ্রুকুটিময়, বেত্রবতী স্বাদু স্রোতোজল ॥ ২৫ ॥
নীচ-গিরি শিখরেতে বিশ্রাম লভিবে ক্ষণকাল,
দরশন পুলকিত প্রফুল্লিত কদম্বের মাল,
নাগর নাগরী যথা শিলা-গৃহে রমে অবিরাম,
রতি পরিমল ছুটি পড়ে ধরা যৌবন উদ্দাম ॥ ২৬ ॥
ঝরণার ধারে ধারে জনমে যে যূথিকা-নিকর
নবজল-কণা সিঞ্চি, চল পুন বিশ্রামের পর ।
ঘর্ম্মক্লান্ত মালিনীর ঝরি পড়ে দেখ কর্ণোৎপল,
বদন কমল তার ছায়া দানে করিও শীতল ॥ ২৭ ॥
বক্র পথ যদিও সে, যাইবারে উত্তরের মুখ,
উজ্জয়িনী সৌধ ছাতে হয়ো না গো প্রণয় বিমুখ ।
স্ফুরিত বিদ্যুন্মালা, ভয়ে বালা চকিতনয়ন—
সে আঁখির ঠারে যদি না মজিলে বৃথায় জীবন ॥ ২৮ ॥

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ ।
নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥ ২৯ ॥

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভিঃ জীর্ণপর্ণৈঃ ।

সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥ ৩০ ॥

প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্-
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥ ৩১ ॥

দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ ॥ ৩২ ॥

স্রোতোপরি ভাসি ভাসি হংসশ্রেণী রচে চন্দ্রহার,
ঘুরায় আবর্ত্ত নাভী নাচি নাচি, মরি কি বাহার!
নির্ব্বিন্ধ্যা-তটিনী সঙ্গে রসরঙ্গে হইও মগন;
বিভ্রম বিলাসে ফোটে রমণীর প্রণয় বচন ॥ ২৯ ॥

গ্রীষ্মতাপে জর জর বেণীপ্রায় রেখাক্ষীণ কায়,
তটতরু জীর্ণপত্র ঝরি ঝরি পাণ্ডুমুখ তায়;
তার যে বিরহদশা তোমার সে ভাগ্য বলি গণি,
ঔষধ তোমারি হাতে কার্শ্য যাতে ছাড়ে অভাগিনী ॥ ৩০ ॥

অবন্তী* যাইয়া শুনো উদয়ন রাজার কাহিনী‡
গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধমুখে, চল পরে যথা উজ্জয়িনী—
পুণ্যফল ফুরাইলে স্বর্গবাসী মরতে নামিয়া
যেন এক স্বর্গখণ্ড শেষ পুণ্যে এনেছে টানিয়া ॥ ৩১ ॥

সারসের মদকল কলরব করিয়া বিস্তার,
প্রত্যুষে বহিয়া আনি ফুল্ল পদ্ম পরিমল সার,
রমণীর অঙ্গ গ্লানি পরিহরে সিপ্রা ¶ সমীরণ,
চাটুবাক্যে কামী যথা তোষে তার মানিনীর মন ॥ ৩২ ॥

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।
হর্ম্যেষস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথাঃ
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু ॥ ৩৩

ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা-
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥ ৩৪ ॥

অপ্যন্যস্মিন্‌জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।

* উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশের নাম পূর্ব্বে অবন্তী ছিল।

‡ উজ্জয়িনীতে প্রদ্যোত নামক রাজা ছিলেন, বাসবদত্তা তাঁহার কন্তা। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন কর্ত্তৃক বাসবদত্তা হরণ উপন্যাস প্রচলিত। সোম দেব কবি কৃত "কথা সরিৎসাগরে" বাসবদত্তার বিবাহের আর এক প্রকার বর্ণনা দেখা যায়।

¶ যে নদীর উপর উজ্জয়িনী প্রতিষ্ঠিত।

কুর্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জিতানাম্ ॥ ৩৫ ॥

পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈ-
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্তত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূ-
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৬ ॥

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৭ ॥

কুন্তল সংস্কার ধূপ জালমার্গে বাহিরিয়া যায়,
তাহাতে মিশিয়া গিয়া, মেঘবর, পুষ্ট তব কায়।
বঁধু ভেবে কেকারবে পুচ্ছ তার করিয়া বিস্তার,
উল্লাসে ভবনশিখী দিবে আসি নৃত্য উপহার—
পথশ্রান্তি ক'রো দূর কুসুম সুরভি সৌধ পরে,
প্রমদার পদরাগ রাঙা দাগ হেরি ঘরে ঘরে। ৩৩।
চণ্ডীশ্বর পুণ্যধাম মহাকাল যাবে তুমি পরে,
নীলকণ্ঠ ছবি ভাবি ভূতগণ দেখিবে সাদরে,
গন্ধবতী নদী জলে, কেলি করে যুবতী যেথায়,
কাঁপায়ে উদ্যানলতা বহে যবে পদ্মগন্ধ বায়। ৩৪।
সেই পুণ্য মহাকাল অন্ত কালে গিয়ে পড় যদি,
তিষ্ঠি রহ, দিনমণি অস্ত নাহি যায় যে অবধি—
সন্ধ্যাপূজা হয় যবে ছাড়ি তব দুন্দুভি নিঃস্বন
ধন্য হবে মেঘরাজ, সার্থক সে তোমার গর্জন। ৩৫।

গণিকা-নর্ত্তকী সেথা পদক্ষেপে কঙ্কনে রশনা,*
ক্লান্তহস্ত করি করি রত্নদণ্ড চামর চালনা—
নখপদে পেয়ে, আহা, বরিষার নব বারিধারা,
সুদীর্ঘ মেঘের দৃষ্টি তোমাপরে দিবে গো তাহারা । ৩৬ ।
মণ্ডল আকারে লীন উচ্চভুজ বনতরু পরি,
ঘননীল দেহে তব জবা-রক্ত সান্ধ্য তেজ ধরি,
হরনৃত্যে হবে তাঁর রক্তমাখা গজচর্ম্মখানি, ‡
স্তিমিত প্রসন্ন দৃষ্টি ভক্ত পরে দিবেন ভবানী । ৩৭ ।

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ
সৌদামিন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মা স্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥ ৩৮ ॥

তাং কস্যাংচিৎ ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ ।
দৃষ্টে সূর্য্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু ।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥ ৪০ ॥

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্ ।

---

* চন্দ্রহার । ‡ মহাদেব শোণিতার্দ্র গজচর্ম্ম পরিয়া তাণ্ডব নৃত্য করেন ।

তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যা-
ন্মোঘী কর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ৪১ ॥

তস্যাঃ কিঞ্চিৎকরধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
নীত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্ ।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥ ৪২ ॥

রমণ বসতি চলে রমণীরা, রজনী গভীর,
পথ ঘাট দিশি দিশি সূচিভেদ্য দুস্তর তিমির ।
স্নিগ্ধ বিদ্যুতের আলো ঝিকিমিকি যেয়ো পথময়,
বর্ষণ গর্জন করি বালাদের দেখায়ো না ভয় । ৩৮ ।

জনরব শূন্য কোন গৃহচ্ছাদে যাপিয়ে যামিনী—
সারা রাত জ্বলি আহা সারা হ'ল তব সৌদামিনী—
উঠিয়া করিবে যাত্রা যেমনি হইবে সূর্য্যোদয়,
সুহৃদের কার্য্যে কভু সুহৃদের বিলম্ব কি সয় ? ৩৯ ।

প্রণয়ী আসিয়া প্রাতে খণ্ডিতার মুছে অশ্রুজল—
রবিপথ আটকিয়া, জলধর, থেক না অচল ।
ভানুও তখন মুছে শিশিরাশ্রু কমলবদনে—
প্রচণ্ড সে হবে কোপ ঢাক যদি তাহার কিরণে । ৪০ ।

প্রসন্ন মানসরূপী গম্ভীরার নির্মল সলিল,
পশিলে তাহাতে তব প্রতিবিম্ব, সুন্দর, সুনীল,
শফরী-কটাক্ষবাণ হানিবে তোমায় সুলোচনা—
অনুরক্তা প্রিয়া সেই, সখা তার পুরায়ো কামনা । ৪১ ।

বেত্রশাখা-করধৃত, তটমুক্ত সলিলবসন—
ল'য়ে সেই নীলবাস চাহ যবে করিতে গমন—
ভোগতৃপ্ত অলসিত, শীঘ্র কি হে পারিবে ছাড়িতে ?
সে স্বাদ যে পায় সে কি সহজে তা পারে তেয়াগিতে ? ৪২ ।

ত্বন্নিস্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্ব্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্ ॥ ৪৩ ॥

তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্‌ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥ ৪৪ ॥

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দলপ্রাপি ক   করোতি ।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচ   বকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জিতৈর্নর্ত্তয়েথাঃ ॥ ৪৫ ॥

আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্‌-
স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্ ॥ ৪৬

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্ ।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টী-
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ॥ ৪৭ ॥

নবধারাসিক্ত ধরা নিঃশ্বাস সুরভি সমীরণ,
নানা তরু কলী যাহা ফুটাইয়া দিবে ঘন ঘন,
যে অমল বায়ুভরে আশু ফলে ডুমুর কানন,
দেবগিরি* যাত্রাকালে তোমারে সে করিবে বীজন ॥ ৪৩ ॥

জগবন্দ্য স্কন্দ তথা নিবসেন, মহাতীর্থ স্থান—
পুষ্পবৃষ্টি বরিষণে কার্ত্তিকেরে করাইও স্নান ।
দেব-সৈন্য রক্ষা হেতু বহ্নিমুখে সঞ্চিত অমর,
আদিত্য জিনিয়া তেজ, যেন তাঁরে হরমূর্ত্ত্যন্তর ॥ ৪৪ ॥

কুমার-বাহন বলে যার পুচ্ছ উজল বরণ,
ভবানী সস্নেহে অতি কর্ণমূলে করেন ধারণ—
হরশশী-কর-ধৌত, চক্রাপাঙ্গ, সেই শিখি বরে,
প্রতিধ্বনি দ্বিগুণিত গরজিতে নাচাইবে পরে ॥ ৪৫ ॥

বন্দি দেব কার্ত্তিকেয়ে ধাও পথি পূর্ণ মনোরথ,
বীণাহস্ত্রী তেজে পাছে সিদ্ধ দম্পতি‡ ছাড়ি দিবে পথ—

---

* উজ্জয়িনী ও চম্বল নদীর মধ্যে কোন গিরির প্রাচীন নাম দেবগিরি। তথায় তখনকার কালে কার্ত্তিকের এক প্রসিদ্ধ মন্দির থাকা সম্ভব, পরের কয়েকটী শ্লোকে তাহার বর্ণনা আছে।

‡ সিদ্ধ নামে একপ্রকার অলৌকিক পুরুষ—কিন্নর গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দলভুক্ত।

মূর্তিমতী রন্তিদেব-সুকীর্তি * পাবে স্রোতস্বতী,
যজ্ঞমেধ্য চর্মরক্তে জন্ম যার, নাম ‡ চর্মণ্বতী ॥ ৪৬ ॥

নমি তুমি, কালোমেঘ, কর যবে পানীয় গ্রহণ,
সেই নদী দূর হতে হয় কিবা অপূর্ব্ব দর্শন !
সুদূর আকাশ হতে ব্যোমচর দেখিবে কৌতুকে,
মাঝে ইন্দ্রনীল মণি মুক্তাহার ধরণীর বুকে ॥ ৪৭ ॥

তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণসারপ্রভাণাম্ ।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্ব্বন্দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্ ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথ চ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥ ৪৯ ॥

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং
বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে ।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনা-
মন্তঃশুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥ ৫০ ॥

---

* রন্তিদেব যজ্ঞে যে সকল মেধ্য বধ করেন তাহাদের রক্তে এই চর্মণ্বতী নদীর উৎপত্তি ।

‡ আধুনিক নাম চম্বল।

তস্মাৎগচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপংক্তিম্।
গৌরীবক্ত্রভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা ॥ ৫১ ॥

তস্যাঃ পাতুং সুরগজইব ব্যোম্নি পশ্চার্দ্ধলম্বী
ত্বং চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্য্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫২ ॥

দশপুর পুরনারী, বলিহারি নেত্রে কি মাধুরী !
কৃষ্ণসার-প্রভা তার, মরি কিবা ভুরুর চাতুরী !
চঞ্চল ভ্রমর-পারা, আঁখি তারা উন্মেষি যখন
চাহিবে তোমার পানে, নিয়ো তাই বিদায় তখন ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মাবর্ত* জনপদ নিরাপদে অতিক্রমি ধীরে,
প্রখ্যাত সমর ক্ষেত্র প্রবেশিবে কুরু ক্ষেত্র তীরে—
ক্ষত্র সৈন্য ভগ্ন যেথা বাণে বাণে ধনঞ্জয় হাতে,
যেমতি কমলদল জর জর তব ধারাপাতে ॥ ৪৯ ॥

সমরবিমুখ বীর বন্ধুজনে অভেদ-পরাণ,
সাধের মদিরা ছাড়ি কান্তা সাথে একপাত্রে পান
‡ হলধর সেবিলা যে সরস্বতী,—পিয়ে সেই জল,
বর্ণমাত্রে কালো তুমি, হবে কিন্তু অন্তরে নির্মল। ৫০ ॥

---

* সরস্বতী দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ—বিকানিরের পূর্ব্বে অবস্থিত।

‡ বলরাম কুরু পাণ্ডব উভয়েরই আত্মীয়—স্বজন-পক্ষপাত ভয়ে যুদ্ধে বিরত হইয়া সরস্বতী তীরে গিয়া বাস করেন। তিনি অত্যন্ত পানাসক্ত ছিলেন এইরূপ বর্ণনা আছে।

কনখলে* তীর্থ হয়ে যেয়ো যেথা জহ্নুর নন্দিনী†
স্বরগ-সোপান রূপী সগর-তনয় নিস্তারিণী—
সেই গঙ্গা ফেণ হাসে উপহাসি গৌরীর ভ্রূকুটি
ধরেন শিবের জটা ইন্দুপরে দিয়ে ঊর্মি মুঠি ॥ ৫১ ॥

সুরগজ সম তুমি উচ্চ হতে ঝুঁকিয়া ভিতরে,
স্ফটিক বিশদ জল যাবে তুমি যবে পান করে,
জাহ্নবীর স্রোতোমাঝে ছায়া তব করি সঞ্চরণ
গঙ্গা যমুনায় হবে ভিন্ন দেশে মধুর মিলন ॥ ৫২ ॥

আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্ ॥ ৫৩ ॥

তং চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসংঘট্টজন্মা
বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ-
রাপন্নার্ত্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্ ॥ ৫৪ ॥

যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মি-
ন্মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।
তান্ কুর্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্
কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ॥ ৫৫ ॥

---

* গঙ্গা দ্বার।

† জাহ্নবী স্বর্গ হইতে নামিয়া সগরতনয়গণকে উদ্ধার করেন।

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎসিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ
সং কল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥ ৫৬ ॥

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ
সং সক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥ ৫৭ ॥

তাহারি জনমভূমি, পেয়ে তুমি, ওই হিমাচল,
মৃগনাভী গন্ধে গন্ধে সুবাসিত, তুষার ধবল,
পথ শ্রান্তি বিনোদনে শৃঙ্গোপরি হইয়ো আসীন,
শোভাধরি, শুভ্র শম্ভু-বৃষ-শৃঙ্গ কর্দ্দমে মলিন ॥ ৫৩ ॥

দেবদারু সংঘর্ষণে জলি উঠে যদি দাবানল,
ঝলসি চমরীকুল, বায়ুবেগে ধরি ভীমবল,
বরষি মুষল ধারে সে অনল করো প্রশমন—
সজ্জন সম্পদ ফল তাপিতের কষ্ট নিবারণ ॥ ৫৪ ॥

শরভ* প্রমত্ত অতি ছুটাছুটি করি বনে বন,
লম্ফ ঝম্ফ দেয় যদি করিবারে তোমারে লঙ্ঘন,
ঘন ঘন শিলা বর্ষি তাহাদের করো ছারখার,
বৃথা কাজে মাতে যেই তার ভাগ্যে খালি তিরস্কার ॥ ৫৫ ॥

---

* এক জাতীয় হরিণ ।

পশুপতি পদচিহ্ন রহে তথা বাঁক শিলাপরে,
যোগীজনপূজ্য পদে প্রণিপাত করো ভক্তি ভরে—
পাপ তাপ যায় দূরে ভক্ত যবে পায় দরশন—
লোকান্তরে গিয়ে পরে মোক্ষপদ করয়ে সাধন ॥ ৫৬ ॥

অনিলপূরিত বেণু বাজে যেথা মধুর নিঃস্বনে,
ত্রিপুর বিজয় গায় কিন্নরিরা মিলি তার সনে—
গিরির কন্দরে তাহে উঠে তব বাদ্য মৃদঙ্গিত
যত চাই হবে তত গিরীশের বিজয় সঙ্গীত ॥ ৫৭ ॥

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্ ।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥ ৫৮ ॥

গত্বা চোর্দ্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৫৯ ॥

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃকৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য ।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব ॥ ৬০ ॥

হিত্বা তস্মিন্ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎপাদচারেণ গৌরী ।

ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥ ৬১ ॥

ক্রৌঞ্চগিরি* বিঁধি শরে যে পথ খনিলা ভৃগুপতি—
তাহারি সে যশঃপথ—মানস হংসের যাহে গতি—
তাহা দিয়া বাঁকিয়া উত্তরে যেয়ো, শোভি অপরূপ—
বলির নিগ্রহে রত শ্যামপদ বিষ্ণুর স্বরূপ ॥ ৫৮ ॥

ঊর্দ্ধে উঠি অতঃপর কৈলাসের লইবে শরণ—
স্ফটিক নির্ম্মল কটি,—সুরবালা-মুখ দরপণ—
দশমুখ-ভুজবল-উৎপাটিত সেই গিরিবর
আজো নিদর্শন তার ধরে দেহে, ক্ষত জর জর ;
গগন-বিস্তৃত কায় কুমুদ-ধবল, সুমহান্,
অট্টহাস শঙ্করের রাশীকৃত যেন মূর্ত্তিমান্ ॥ ৫৯ ॥

সদ্য দ্বিরদ দশন কান্তিমান, শুভ্র শৈলভূমি,
ভিন্নাঞ্জন স্নিগ্ধ শ্যাম, কামরূপী প্রবেশিলে তুমি,
অপূর্ব্ব সে শোভা সবে নিরখিবে স্তিমিত নয়ন—
হলধর গলে যেন পরিপাটী শ্যামল বসন ॥ ৬০ ॥

ভুজগ কঙ্কনশূন্য শঙ্করের হাত দিয়ে হাতে,
সেই ক্রীড়া শৈলে যদি গিরিসুতা চাহেন বেড়াতে,
অন্তরে সলিল বাঁধি, রচিয়া সোপান স্তরে স্তরে,
আগু দাঁড়াইবে গিয়া, মণিতট আরোহণ তরে ॥ ৬১ ॥

---

* পরশুরাম কৈলাসে মহাদেবের নিকটে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষাকালে শরাঘাতে ক্রৌঞ্চগিরি ভেদ করিয়া বিবর নির্ম্মাণ করেন, তাহার মধ্য দিয়া মানস সরোবরে হংসগণ গমনাগমন করে।

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ঘর্ম্মলব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জ্জিতৈর্ভীষয়েস্তাঃ ॥ ৬২ ॥

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিসলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জ্জলদ ললিতৈর্নির্ব্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ॥ ৬৩ ॥

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্ব্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৬৪ ॥

তব অঙ্গে সুরাঙ্গনা কোটি কোটি কঙ্কণ প্রহারে,
যন্ত্রধারা গৃহ ভাবি কাড়িবে সলিল বারে বারে—
গ্রীষ্মেতে পাইয়া ঘনে ক্রীড়ালোলা সে ললনা—
নাহি যদি ছাড়ে তোমা ঘন গর্জ্জি করিবে তাড়না ॥ ৬২ ॥

বিকশিত-হেমপদ্ম-মানস-সলিল পিয়ে পিয়ে,
অভ্যাগত ঐরাবতে পট্টবস্ত্র উপহার দিয়ে,
বায়ুভরে কাঁপাইয়া কল্পতরু পল্লব বসন,
ভুঞ্জিবেন নগরাজ লীলার ভঙ্গিমা অগণন ॥ ৬৩ ॥

বর্ষায় জলদ যেথা জল বর্ষি প্রাসাদ-শিখরে,
গ্রথিত মুকতাজালে, কামিনী কুন্তল-শোভা ধরে,
প্রিয়াসম কৈলাসের কোলে সুপ্তা হেরি অলকায়
জাহ্নবী দুকূলস্রস্তা, কামচারি, চিনিবে কি তায়? ৬৪ ॥

ইতি পূর্ব্ব মেঘ সমাপ্ত।

উত্তরমেঘ।

বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সংগীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্‌।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥ ১ ॥

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম ॥ ২ ॥

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥ ৩ ॥

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥ ৪ ॥

মেঘদূত

উত্তর মেঘ।

তোমার তড়িৎ বালা, অলকার ললিত ললনা,
ইন্দ্রধনু তব সাজ, সজ্জিত সে পুরী অতুলনা—
এদিকে মৃদঙ্গ বাদ্য, তোমার সে সুগভীর ধ্বনি—
জলগর্ভ তুমি যথা, রত্নখনি অলকা তেমনি—
গগন বিহারী তুমি, অভ্রভেদী গিরি সে মহান্ ;—
উভয়েই সমতুল—নাহি দেখি কিছু অসমান ॥ ১ ॥
ফুটে সেথা নানা ফুল নাহি মানি ঋতুর শাসন,
কুসুমে যোগায় যত রমণীর বরাঙ্গ ভূষণ।
শ্রবণে শিরীষ ফুল, শোভে কেশে নব কুরুবক,
সীমন্তিনী শিরভূষা বর্ষানীপ কুসুম স্তবক,
কুঞ্চিত কুন্তলে কুন্দ, হাতে হাতে লীলার কমল,
লোধ্র রেণু বিপাণ্ডুর সুকুমার কপোল কোমল ॥ ২ ॥
তরু নিত্য ধরে ফুল, ভ্রমর গুঞ্জরি মধু লুটে,
হংসমালা-চন্দ্রহার-সরোবরে নিত্য পদ্ম ফুটে—
বিহরে ভবন-শিখী নিত্য সেথা কলাপ মেলিয়া
নিত্য জ্যোৎস্না হাসে তায় নিশি যায় আঁধার ভুলিয়া ॥ ৩ ॥
আনন্দেতে অশ্রুজল, অন্য হেতু না হয় পতন,
ফুলশরে জন্মে তাপ—প্রিয়জন মিলনে দমন,—
প্রণয় কলহ ছাড়া বিচ্ছেদ কারণ নাহি আর,
যৌবন ছাড়িয়া নাহি যক্ষকুলে বয়স কাহার ॥ ৪ ॥

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্-
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥ ৫ ॥

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদ্গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥ ৬

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজালিঙ্গনোচ্ছ্বাসিতানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥ ৭ ॥

মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥ ৮ ॥

নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং নবজলকণৈর্দোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা জালমার্গৈ-
র্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জরা নিষ্পতন্তি ॥ ৯ ॥

প্রিয়ার কাপড় ধরি, রঙ্গ করি, নাগর যেথায়
ক্ষিপ্র হস্তে টান দিয়া কাড়ি লয় খেলায় খেলায়—
মাণিকের আলো দেখি চূর্ণ মুষ্টি ফেলি তারপরে,
নিভাইতে গিয়া ঠেকি কামিনী লজ্জায় যেন মরে ॥ ৫ ॥

গিয়ে যক্ষপান-ভূমি দেখিবে হে শুভ্র মণিময়,
তারকার প্রতিবিম্ব ফুলে ফুলে যেন ছেয়ে রয় ;—

ললিতা যুবতী সনে পিয়ে যুবা মধু "রতিফল" *
হৃদয়ের উঠে রব, গরজন তব অবিকল ॥ ৬ ॥

প্রিয় আলিঙ্গন ভরে রজনীতে যখন সেথায়
প্রাণান্ত হইয়া মরে যক্ষনারী নিদাঘ জ্বালায়,
শশিকরে ঝরি ঝরি কান্তিময় চন্দ্রকান্ত মণি
অবলার দেহ জ্বালা সখী সম নিবারে অমনি ॥ ৭ ॥

মন্দাকিনী কণযুক্ত বহে যবে মৃদু মন্দ বায়,
দেব কন্যা মিলে সবে তট তরু মন্দার ছায়ায়,
কনক বালুকা মাঝে মুষ্টিযোগে দেয় মণি ফেলি
হারাধন খুঁজি পুন, করে যেথা "গুপ্তমণি" ‡ কেলি ॥ ৮ ॥

তোর মত মেঘ উড়ে প্রাসাদ চূড়ায় প'ড়ে ঝুঁকি,
বায়ু সাথে চোর সম গবাক্ষ হইতে দেয় উঁকি—
নবজল কণে শেষে চিত্রাবলি কলুষিত করি,
সভয়ে পালায় যেন বাষ্পময় ছদ্মবেশ ধরি ॥ ৯ ॥

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়া
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি ॥ ১০ ॥

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ।

* রতিফল নামক সুরা।
‡ গুপ্তমণি নামক এক প্রকার দেবী ক্রীড়া।

মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ॥ ১১ ॥

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্ ।
সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈ-
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥ ১২ ॥

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্ ।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যাং চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥ ১৩ ॥

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥ ১৪ ॥

ধনপতি যশোগান গাহিবারে মিলিত কিন্নরী
ভুবন মোহন তান ছাড়ে যবে—সঙ্গীত লহরী—
মিলিয়া অপ্সরা সনে লক্ষপতি যক্ষ যুবাগণ
দলে দলে সেবে আসি চৈত্ররথ বহিরুপবন ॥ ১০ ॥

অলক হইতে খসে, গতিবশে, মন্দার নিচয়—
কনক কমলচ্ছেদ কর্ণ হতে পড়ে পথময়—
শিরোভূষা মুক্তাজাল, ছিন্ন হার স্তনের আঘাতে,
কামিনীর নৈশমার্গ চিহ্নে হেন চেনা যায় প্রাতে ॥ ১১ ॥

ধনপতি সখা সেথা বিরাজেন সাক্ষাৎ শঙ্কর—
রতিপতি ভয়ে তাই না ধরেন নিজ ফুলশর—
কামিনী ভ্রুকুটিময় হানে যবে কটাক্ষের বাণ—
কি ছার মদন বাণ—অব্যর্থ গো তার সে সন্ধান ॥ ১২ ॥

নয়ন বিভ্রমকারী মধু নব, বিচিত্র বসন,
ফুল কিসলয় আদি রত্নকান্তি বিবিধ ভূষণ,
চরণ কমল শোভা, লাক্ষারস চারু, মনোহর,
অবলামণ্ডন যত প্রসবে তা' কল্পতরু-বর ॥ ১৩ ॥

সেথায় সে গেহ মোর ধনপতি গৃহের উত্তর
দূর হতে দেখা যায় ইন্দ্রধনু তোরণ সুন্দর—
শোভিছে উপান্তে যার স্বতনয় প্রিয়ার পালিত
তরুণ মন্দার তরু, পুষ্পগুচ্ছ পল্লবে নমিত ॥ ১৪ ॥

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সংনিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ১৫ ॥

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ ।
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥ ১৬ ॥

রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য ।

একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥ ১৮ ॥

এভিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥ ১৯ ॥

মরকত শিলা দিয়ে বাঁধা-ঘাট দীর্ঘ বাপী তায়
স্নিগ্ধ বৈদূর্যনাল বিকশিত হেমপদ্ম তায়—
তার জলে হংসকুল আরামেতে এমনি বিচরে—
মানস সরেও যেতে তোমা হেরি মানস না সরে ॥ ১৫ ॥

তার তীরে ইন্দ্রনীল মণি দিয়ে রচিত শিখর—
কনক কদলী-ঘেরা ক্রীড়া শৈল, কান্তি মনোহর—
প্রান্তে তড়িতের আলো, সখা ওহে তব দরশনে,
গৃহিণীর প্রিয় ব'লে, সেই শৈল জাগি উঠে মনে ॥ ১৬ ॥

মাধবী মণ্ডপ সেথা, সুগঠন, করবী বেষ্টন,
কাছে তার সুশোভন অশোক বকুল দুইজন,

একটী আমার মত চাহে বাম পদের তাড়না, *
প্রিয়ার বদন সুধা অন্যটির দোহদ কামনা ॥ ১৭ ॥

কাঞ্চনের বাস যষ্টি, স্ফটিক ফলকা তার মাঝে,
মণি বাঁধা মূলে যার কচি বেণু সমরুচি সাজে,
দিবসান্তে গিয়া বসে নীলকণ্ঠ প্রিয়সখা তোর—
বলয় কঙ্কনী তালে নাচায় তাহায় প্রিয়া মোর ॥ ১৮ ॥

আমি যা বর্ণিনু সখা মনে রেখো সে সব লক্ষণ,
দ্বার দেশে শঙ্খ পদ্ম আঁকা আর জেনো নিদর্শন—
আমার বিয়োগে এবে ম্লান কান্তি ভবন নিশ্চয়—
ভানু যবে অস্তাচলে, এ কমলে সে শোভা কি রয়? ১৯ ॥

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসংপাতহেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্ত্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥ ২০ ॥

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ২১ ॥

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।

---

* পূর্ব্বতন কবিদিগের কল্পনানুসারে অশোকতরু স্ত্রীলোকের পদাঘাতে এবং বকুলবৃক্ষ উহাদিগের মুখমদিরার সংস্পর্শে কুসুমশালী হয়।

গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥ ২২ ॥

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়া
নিঃশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্তি ॥ ২৩ ॥

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥ ২৪ ॥

ধরি কলভের দেহ শীঘ্রগতি যাইবে বলিয়া,
এই সে সুরম্য সানু ক্রীড়া-শৈলে আরামে বসিয়া
খদ্যোত স্তিমিত দ্যুতি মৃদুমন্দ প্রকাশিয়া পরে,
বিদ্যুৎ চাহনি দিয়ো উজলিয়া ভবন অন্তরে ॥ ২০ ॥

তন্বী শ্যামা, সুদশনা, পক্কাধরে বিম্ব রহে ফুটি,
ক্ষীণ মধ্যা নিম্ন নাভী, চকিত হরিণী আঁখি দুটি—
স্তনভারে আনমিতা, মন্দগতি নিতম্বের ভারে,
প্রথমা প্রমদা বিধি সযতনে সৃজিলা তাহারে ॥ ২১ ॥

জেন তারে মিতভাষী দ্বিতীয় জীবিত সে আমার,
চক্রবাকী একাকিনী, দূরে ভ্রমে সহচর তার—
বিরহ বেদনা ঘোর, প্রিয়া মোর সহে নিরন্তর—
শিশির মথিতা বালা পদ্মিনীর যেন রূপান্তর ॥ ২২ ॥

কাঁদি কাঁদি নিশি দিন নেত্রধারা বহে ঝর ঝর,
দারুণ নিশ্বাস দাহে দেখিবে সে বিবর্ণ অধর ;
সদা হাত রহে গালে, এলো চুলে ঢাকা সে বয়ান,
বিষণ্ণ মলিন কান্তি মেঘাচ্ছন্ন ইন্দুর সমান ॥ ২৩ ॥

হয়ত দেখিবে গিয়া প্রেয়সী সে পূজা বিধি রত
নহেত বিরহ শীর্ণ তনু মোর চিত্রে মনোমত—
অথবা আদরে পুছে পিঞ্জরের পোষা পাখিটিরে
"সে যে তোরে ভালবাসে, প্রভু তোর মনে পড়ে কিরে ?" ॥ ২৪ ॥

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা ।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্-
ভূয়ো ভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥ ২৫ ॥

শেষান্মাসান্বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥ ২৬ ॥

সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে ।
মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥ ২৭ ॥

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সংনিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ ।

নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ॥ ২৮ ॥

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরাঞ্জালমার্গপ্রবিষ্টান্-
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সংনিবৃত্তং তথৈব
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ ॥ ২৯ ॥

কোলে রাখি বীণা যেই প্রিয়া সেই মলিন বসনা—
আমার নামের গীত গাহিবারে প্রবৃত্ত বদনা—
অশ্রু জলে ভেজে তন্ত্রী, তাও যদি মুছিয়া মাতায়,
নিজের রচিত পদ পাগলিনী ভুলে ভুলে যায় ॥ ২৫ ॥

বিরহের বাকি মাস ফুল রাখি দেউড়ী উপরি,
কবে ফুরাইবে তাই গণিতেছে এক এক করি—
কিম্বা সহবাস মোর ভুঞ্জে সুখে রচি কল্পনায়—
বিরহিণী কামিনীর এই সব বিনোদ উপায় ॥ ২৬ ॥

গৃহকাজে ব্যস্ত থেকে সহিবে না দিবসে সে তত
বিরহ যাতনা ঘোর, নির্বিনোদ রাত্রিকালে যত,
আমার সংবাদ লয়ে শয্যাগৃহে বাতায়ন শিরে,
ভূ-শয়ানা নিদ্রাহীনা নিশি মাঝে ভেটিবে সখিরে ॥ ২৭ ॥

এক পার্শ্বে শীনা, ক্ষীণা, সঙ্গীহীনা বিরহ শয়নে—
উদয় গিরির প্রান্তে শশিকলা হেন লয় মনে—
রঙ্গরসে মম পাশে যেই রাত্রি ক্ষণে উড়ে যায়,
বিরহ কষ্টেতে সেই দীর্ঘ যামা যামিনী কাটায় ॥ ২৮ ॥

মধুর জোছনা যবে গবাক্ষ হইতে দেখা যায়,
চির পরিচিত ব'লে দৃষ্টি দিয়ে অমনি ফিরায়—
অশ্রু জলে রুদ্ধ আঁখি চারুনেত্রা তারে মনে হয়
বর্ষা স্থলপদ্ম যেন আধ সুপ্ত আধ জেগে রয়॥ ২৯॥

নিঃশ্বাসেনাধরকিসলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎপরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্।
মৎসম্ভোগঃ কথমপনয়েৎ স্বপ্নজোহপীতি নিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্॥ ৩০॥

আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্।
স্পর্শক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ॥ ৩১॥

সা সংন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্ব্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা॥ ৩২॥

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সংভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষং তে নিখিলমচিরাদ্ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ॥ ৩৩॥

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥ ৩৪ ॥

রুক্ষ স্নানে শুষ্ক আহা! লম্বমান অলক শিখায়
অধর-পল্লব-শোষী নিদারুণ নিশ্বাসে উড়ায়;
অবিরত চক্ষুজলে চোখে যার নাহি অবকাশ
স্বপ্ন সহবাস আশে সে নিদ্রার ধরি রহে আশ ॥ ৩০ ॥

মালা ফেলি প্রথমে যে বেণী বাঁধে বিরহ দিবসে
শাপ শেষে সে বেণী খুলিব আমি পরশি হরষে—
বিষম কঠিন হায়! কপোলেতে আসিয়া লুটায়,
পর্শে কষ্ট! অকর্ত্তিত নখকরে তবু সে সরায় ॥ ৩১ ॥

আভরণ শূন্য বালা, সহে জ্বালা অবলা অধীর,
শয্যাপরে পাশ ফিরে দুখে দুখে জর্জ্জর শরীর—
নবজল অশ্রু ফোঁটা দেখে তারে ফেলিবে নিশ্চিত—
স্বভাব কোমল যারা হয় তারা করুণার্দ্রচিত ॥ ৩২ ॥

আমারে যে ভালবাসে সখী তব জানি নিঃসংশয়,
প্রথম বিরহে তার এই দশা হেন মনে লয়—
নিজ ভাগ্য বিশ্বাসেতে ভেবনা এ বাচাল জল্পনা—
প্রত্যক্ষ দেখিবে গিয়া কহিনু যা সত্য কি কল্পনা ॥ ৩৩ ॥

আটকে অলকজালে মৃগাক্ষীর অপাঙ্গ বিকাশ,
মধুপান বিরত সে অনভ্যস্ত ভুরুর বিলাস,

অঞ্জন বিহীন আঁখি তোমা দেখি তুলিবে যখন,
মীন ক্ষোভ-সচকিত কমলের যেন সে কম্পন ॥ ৩৪ ॥

তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যা-
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব ।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথংচিৎ-
সদ্যঃকণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থিগাঢ়োপগূঢ়ম্ ॥ ৩৫ ॥

তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্ ।
বিদ্যুদগর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥ ৩৬ ॥

ভর্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসংদেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্ ।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি ॥ ৩৭ ॥

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সংভাব্য চৈবম্ ।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎপরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপগতঃ সংগমাৎ কিংচিদূনঃ ॥ ৩৮ ॥

তামায়ুষ্মন্মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্ত্তুং
ব্রূয়াদেবং তব সহচরো রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্ব্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥ ৩৯ ॥

গিয়ে যদি, জলধর, দেখ তারে নিদ্রায় নিঝুম,
গর্জন থামায়ে থেক একদণ্ড ভেঙ না সে ঘুম—
স্বপনে লভয়ে যেই প্রণয়ীর গাঢ় আলিঙ্গন
কণ্ঠচ্যুত নাহি হয় সত্ত যেন সে ভুজ বন্ধন। ৩৫।

নবজল কণা পেয়ে সমাশ্বস্ত মালতী যেমতি,
অতঃপর জাগাইয়ে আশ্বাসিয়া প্রিয়ারে তেমতি—
গবাক্ষের পানে যবে চাহিবে সে স্তিমিত নয়নে,
আরম্ভিবে কথা মোর ধীরে ধীরে স্তনিত বচনে। ৩৬।

“পতির পরম সখা, অবিধবে, আমি জলধর,
“তার শুভ বার্তা লয়ে তোমা কাছে এসেছি সত্বর—
“পথশ্রান্ত প্রবাসীরা করে ত্বরা আমারি তাড়নে,
“সমুৎসুক শুনি ধ্বনি প্রিয়া-বেণী-বন্ধন মোচনে।” ৩৭।

জানকী উন্মুখী যথা, কহে কথা মারুতী যখন,
তোমার বচনে তথা, ভাবনায় বিচলিত মন
সে সব কাহিনী তব অবহিতা হয়ে সে শুনিবে
বন্ধুমুখে কান্ত-বার্তা যেন-প্রায় মিলন জানিবে। ৩৮।

কহিবে আমায় হয়ে মানি তথা আত্ম উপকার,
‘রামগিরি আশ্রমেতে করে বাস পতি সে তোমার,
বেঁচে আছে এখনো সে, প্রথমেতে জিজ্ঞাসে কুশল—
‘কেন না এ ভব মাঝে প্রাণী মাত্র বিপদ বিহ্বল। ৩৯।

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাশ্রুদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।

উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্ত্তী
সংকল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥ ৪০ ॥

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ-
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃষ্ট-
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥ ৪১ ॥

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবাচিষু ভ্রূবিলাসান্-
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥ ৪২ ॥

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥ ৪৩ ॥

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতো-
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসংদর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিসলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥ ৪৪ ॥

'কৃশাঙ্গ মৃতনু অঙ্গ, গাঢ় তপ্ত তাপিত সে জন--
'উৎকণ্ঠা উভয়ে দহে, অশ্রুজলে অশ্রুর মিলন—

'নিশ্বাসে নিশ্বাস মিশে মনে মনে হয় একাকার—
'যদিও বিধির পাকে ছাড়াছাড়ি সদা দুজনার ॥ ৪০ ॥

'যে কথা সহজ ভাবে বলা যায় সখী বিজনানে
'লোভি যে অধর সুধা কহিতে চাহিত কানে কানে,
'শ্রবণ পথের দূর নয়নের অতীত এখন,
'সকাতরে রচি পদ মম মুখে করেছে প্রেরণ ॥' ৪১ ॥

'লতায় লালিত্য তব, হরিণী নয়নে দৃষ্টি ভাস,
'মুখ কান্তি শশি পরে, শিখি পুচ্ছে তব কেশ পাশ,
'তব ভ্রূবিলাস যেন বহে ক্ষীণ নদীর লহরী,
'কিছুতে সাদৃশ্য নাই হায় বৃথা খুঁজে খুঁজে মরি! ৪২ ॥

'রচিয়ে তোমার ছবি ধাতুরাগে শিলায় চিত্রিত,
আপনারে করি যেই মানিনীর চরণে পতিত—
'অমনি আসিয়ে অশ্রু করে মম দৃষ্টি আবরণ—
'কৃতান্ত এমনি ক্রুর তাতেও সে না সহে মিলন। ৪৩ ॥

'বহু কষ্টে প্রিয়ে মোর পেয়ে তোর স্বপন দর্শন,
'আকাশে তুলেছি হাত দিতে গিয়ে গাঢ় আলিঙ্গন—
'এ সব দেখিয়া ভাই দয়াশীলা বন-দেবতারা
'পাতার পাতায় ফেলে মুক্তাকারা অশ্রু বারিধারা ॥ ৪৪ ॥

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥ ৪৫ ॥

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্ব্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভপ্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ ॥ ৪৬ ॥

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎকল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ৪৭ ॥

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগুণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্ব্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥ ৪৮ ॥

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎপৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥ ৪৯ ॥

'এই যে শীতলস্পর্শ দেবদারু-রস গন্ধশীল
'তরুলতা হেলাইয়ে বহিতেছে মলয় অনিল—
'তব গাত্র ছুঁয়ে যদি এই দিকে করে আগমন,
'তবে এই হিমবায়, গুণবতি, করি আলিঙ্গন। ৪৫।

'সুদীর্ঘা প্রহরা রাত্রি কিসে কাটে পলকের প্রায়
'দূর করি ভানু-তাপ দিনমণি কবে অস্ত যায়—

'এবে আমার সাধ, জানি বৃথা অরণ্যে রোদন—
'অঘোর বিরহানলে দহি তনু হয়ে অপযাপ । ৪৬ ।

'আপনি জীবন ধরি আপনায় করিয়ে নির্ভর—
'তুমিও কল্যাণি, শোকে হয়ো না গো নিতান্ত কাতর ;
'কেহ বা অত্যন্ত সুখী, কেহ দুঃখে একান্ত অধীর,
'কভু উচ্চে কভু নীচে, দশাচক্র নাহি রহে স্থির ॥ ৪৭ ॥

'শাপ শেষ, শেষ শয্যা হতে যবে বিষ্ণুর উত্থান,
'কাটাও চারিটি মাস কোন মতে মেলিয়া নয়ান—
'এত দিন মনে গাঁথা আছিল যতেক অভিলাষ,
'জোছনায় দোঁহে বসি, প্রাণ খুলি মিটাইব আশ ।' ৪৮ ॥

"সখার সন্দেশ যাহা, তোমা কাছে কহিনু সকলি,
"প্রত্যয় না হয় যদি, অভিজ্ঞান বাক্য শুন বলি ।
"একদিন ছিলে সুখে, পতি বুকে নিদ্রায় মগন,
"সহসা জাগিয়া ওঠ নিদ্রামাঝে করিয়া ক্রন্দন ।
"বার বার জিজ্ঞাসায় বল শেষে হাসি মনে মনে,
"অন্য নারীসাথে, ধূর্ত, ক্রীড়ামত্ত দেখিনু স্বপনে ।" ৪৯ ॥

এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্বিদিত্বা
মা কৌলীনাচ্চকিতনয়নে ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা-
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ॥ ৫০ ॥

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ ।

সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভির্মমাপি
প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥ ৫১ ॥

কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ৫২ ॥

এতৎকৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্ত্তিনো মে
সৌহার্দ্দাদ্বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা স স্তৃতশ্রী-
র্মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥ ৫৩ ॥

মহাকবি-শ্রীকালিদাসবিরচিতে মেঘদূতে কাব্য
উত্তরমেঘঃ সমাপ্তঃ।

"কুশলার্থী আমি তব জেনো মোরে এই অভিজ্ঞানে,
"অবিশ্বাস করিওনা নিয়োনা গো জনশ্রুতি কাণে,
"বিরহ স্নেহের শত্রু লোকে বলে—বস্তুতঃ সে নহে,
"রসে উপচিয়া স্নেহ প্রেমরাশি হয় যে বিরহে।" ৫০ ।

আশ্বাসি সখীরে হেন বিরহ ব্যথায় জর জর,
শঙ্কর-বৃষভ-ক্ষত শৈল হতে ফিরিয়া সত্বর—
কুশল বারতা তার নিয়ে এসে সহ অভিজ্ঞান,
প্রাতঃ কুন্দ সম স্থির রেখো মোর শিথিল পরাণ। ৫১ ।
এই মম বন্ধু কৃত্য সাধিবে কি তোমারে সুধাই—
অনিচ্ছা ভাবিনা তাহে যদিও হে উত্তর না পাই ;

নিশব্দ হয়েও তুমি চাতকেরে কর জল দান—
* সাধুজন, বাক্যে নয়, কাজে কর প্রীতি-সম্প্রদান ॥ ৫২ ॥
সৌহার্দ্দ ভাবেই বল, কিম্বা কৃপা করিয়া কাতরে,
অথবা নির্ব্বন্ধ যদি ভাবো তবু রাখো মোর তরে।
বর্ষায় ধরিয়া শোভা দেশে দেশে বিচর অশেষ
ক্ষণমাত্র তব সখা নাহি হোক দামিনী বিচ্ছেদ ॥ ৫৩ ॥

ইতি উত্তর মেঘ সমাপ্ত।

---

* গর্জ্জতি শরদি ন বর্ষতি বর্ষতি বর্ষাসু নিঃস্বনো মেঘঃ
নীচো বদতি ন কুরুতে ন বদতি সুজনঃ করোত্যেব।

শরতে গর্জ্জন মাত্র না করে বর্ষণ,
বর্ষায় বরষে ঘন হইয়ে নিঃস্বন ;
মুখেই মুখর নীচ, কাজে কিছু নয়,
মুখে নহে কাজে করে সুজন যে হয়।

ভূমিকা।

মেঘদূত গ্রন্থখানি যদিও স্বল্পায়তন, তথাপি উহা কালিদাসের এক প্রধান রচনা বলিয়া সর্ব্বত্র গণ্য হইয়া থাকে ; আশ্চর্য্য এই যে, এই কাব্যরূপ অট্টালিকাটী শূন্যের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে বলিলেও বলা যায় ; উহার শুদ্ধ কেবল গল্পটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে অধিকাংশ লোকেই হাস্য করিবেন যথার্থ ; কিন্তু উহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রচনাটী অবলোকন করিলে মনে করিবেন যে, উহার ন্যায় বিস্ময়কর কাব্য রচনা আর জগতে নাই , এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে, যদ্যপি আমার এই যৎসামান্য অনুবাদ পাঠ করিয়া কাহারো মন কালিদাসের মূল গ্রন্থ অবলোকনে উৎসুক হয়, তাহা হইলেই আমি আপাততঃ কৃতকার্য্য হই ।

সন ১২৬৬ সাল ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

মেঘদূত।

(অন্ধ অনুবাদ।)

পূর্ব্বমেঘ।

কুবেরের অনুচর কোন যক্ষরাজ
কান্তা সনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম্ম কাজ।
ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ—
"বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ!"
প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ,
ভাবে কিন্তু দায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ।
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি,
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি।
রবি-তাপ ঢাকা পড়ে বিপিনবিতানে,
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে। (১)
ভাবনায় শুবে তার অঙ্গ সমুদায়,
হস্ত হ'তে খসে পড়ে স্বর্ণের বলয়।
আষাঢ়ের আগমনে দেখা দিল পরে
দিব্য এক মেঘ উঠি পর্ব্বত উপরে;

---

(১) এই পর্ব্বতোপরি জানকীর সহিত রামচন্দ্র কিয়ৎকাল বসতি করিয়াছিলেন।

দেখিতে হইল আর মেঘের আকার—
করী যেন শুঁড়ে করে দশন প্রহার।
নব ঘন দেখি মন টলয়ে ঋষির,
কত না যাতনা হবে একা বিদেশীর!
হইল তাহার মনে,—প্রেয়সীর ঠাঁই
কুশল সংবাদ মোর কেমনে পাঠাই?
মেঘে দিয়া হেন কার্য্য করিব সাধন।
এতেক করিতে মনে আইল শ্রাবণ।
নানা জাতি পুষ্প আনি অর্ঘ বিরচিয়া,
অতঃপর জলধরে কহে সম্ভাষিয়া—
অচেতন মেঘে সে চেতন করি মানে,
স্মরের প্রভাব এত বিরহীর প্রাণে।—
হে মেঘ! তোমায় আমি জানি সবিশেষ,
পুষ্কর বংশেতে জাত খ্যাত সর্ব্ব দেশ।
বিধির বিপাক হেতু পড়েছি সঙ্কটে,
আনুকূল্য মাগি তাই তোমার নিকটে।
মহতের যাচ্ঞা যদি নিরর্থক হয়,
সেও ভাল, তথাপি অধমে কভু নয়।
তাপিতের তাপ হর স্বভাব তোমার—
ধরাকে তপিতা দেখি ত্যজ বারিধার;
সারা হলো মনস্তাপে প্রেয়সী আমার,
বাঁচাও হে তারে মোর দিয়ে সমাচার।
যে স্থানে অলকাপুরী থাকে যক্ষগণ,
যাইতে হইবে তব সেই নিকেতন।

বাহির উদ্যানে বসি বিরাজেন হর,
ভাল-শশী আলো করে যত বাড়া ঘর।
বায়ু পৃষ্ঠে করি ভর আঁধারিয়া দিক্
হইবে যখন তুমি আকাশ-পথিক,
প্রাণেশ আসিবে দেশে এ আশ্বাসে ভুলি (২)
বিরহিণী তোমায় দেখিবে আঁখি তুলি।
তোমা দৃষ্টে বাঁচে কেবা না দেখি প্রিয়ায়,
পরাধীন আমি তাই আছি এ দশায়!
হিল্লোল দিতেছে দেখ বায়ু অনুকূল,
চাতক তোমার সাথে যাইতে ব্যাকুল;
আকাশে বেঁধেছে মালা বলাকার দল,
মনোমত সঙ্গী তব ইহারা সকল।
দেখিবে নিশ্চয় গিয়া প্রেয়সীর স্থানে
দিবস গণনা করি বেঁচে আছে প্রাণে।
কেন না, কুসুম সম অবলার মন—
আশা বৃন্তে করি ভর না হয় পতন।
মানস-সরসী-বাসী যত হংসকুল
শুনিয়া গর্জ্জন তব হইবে ব্যাকুল,
ছাড়িয়া সকলে আর মানস জলধি
সহযাত্রী হবে তব কৈলাস অবধি।
অনেক দিনের সখা কৈলাস তোমার,
শ্রীরামের পদচিহ্ন কটিতে যাহার;

---

(২) পূর্ব্বকালে এইরূপ প্রথা ছিল যে, গৃহস্থ বিদেশীরা বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিত।

গিয়া আলিঙ্গন দিবে তারে যে সময়,
উথলিবে পরস্পর সুখের প্রণয়।
প্রেমাশ্রু ঝরিবে তব নব বৃষ্টিজলে,
বাষ্পের উদ্রেক আর হইবে অচলে।
কোথা কোথা হয়ে যাবে পূর্ব্বে শুন বলি,
গিয়া কি কহিবে, পরে বলিব সকলি।
কোন্ কোন্ নদীর তুলিয়া লবে নীর,
অতিথি হইবে পথে কোন্ বা গিরির,
অনায়াসে পাবে যাতে সকল সন্ধান—
কহিতেছি তোমায় করহ অবধান।
এ স্থান হইতে তুমি করিয়ে উত্থান
উত্তরমুখীন হয়ে করিবে প্রয়াণ।
"একি ঝড়! মাগো মাগো দেখে লাগে ডর,
উড়াইয়া ফেলিল বা গিরির শিখর!"
হেন বলি সিদ্ধা যত চমকিয়া প্রাণে
বারেক দিবেক আঁখি তোমা দেহ পানে।
দেখা দিবে তখন সমুখে ইন্দ্রধনু—
নানা রঙ্গ আভায় শোভয়ে যার তনু;
ফুটিবে তাহাতে তব রূপের মাধুরী,
ময়ূরপুচ্ছেতে যেন শোভয়ে শ্রীহরি!
মাল ক্ষেত্রে অনন্তর হবে উপনীত,
জল পেয়ে ধরা হবে সৌরভে পূরিত।
পি'বে গো তোমায় আঁখি কৃষক-বধূর—
জানে না বাঁকা'তে ভুরু, কিন্তু কি মধুর!

দূরে গিয়া হবে যবে শ্রম-নিমগন
আম্রকূট শিখরীর পাবে দরশন।
দাবাগ্নি থামিবে তার তব বরিষণে,
শিরে করি লইবে তোমার সে কারণে।
চূড়ায় আছহ তুমি শ্যামল-বরণ,
নিম্নদেশ আম্র ফলে পাণ্ডু-দরশন।
দেখিবেন দেবগণ পরম কৌতুকে,—
স্তনের উন্মেষ যেন ধরণীর বুকে।
নানা স্থানে নিকুঞ্জ শোভয়ে মনোহর,
বিহার করয়ে যথা নাগরী নাগর।
রেবা নদী দেখিবারে হয় যদি মন,
কিয়ৎ বিশ্রাম করি করিবে গমন।
নদীরে দেখিতে পাবে ক্ষণেকের পর,
বিন্ধ্যপদে শোভে যার শীর্ণ কলেবর ;
পাষাণরাশির মাঝে শুভ্র ধারা ঝরে,
মালা ছড়া শোভে যেন করি-কলেবরে ;
শাখা পত্র ফল ভরে স্রোতমুখে পড়ি
জামের কানন যত যায় গড়াগড়ি।
চঞ্চুপুটে চাতক লইছে বিন্দু জল,
দেখিছে কিন্নরীগণ,—চিত্তে কুতূহল।
সারি গাঁথি বকগুলি যাইছে উড়িয়া,
তাহাদেরো একে একে দেখিছে গুণিয়া।
ছাড়িবে এমনি বেলা ধ্বনি একবার,
থমকিবে দিক্ যত থমকে তাহার।

অমনি কিন্নরী সবে সারা হয়ে ত্রাসে
আঁকড়িয়া ধরিবে যে যারে ভালবাসে।
সত্বর যদিও তব সত্বর গমন,
দেখিতেছি তবু কাল-বিলম্ব-কারণ।
গিরিরাজি রহে সাজি নানাবর্ণ ফুলে,
নড়িতে না চাবে তুমি সুগন্ধেতে ভুলে।
ময়ূরেরা ডাকিতে ডাকিতে কেকারবে
অগ্রে আসি দাঁড়াইলে, গা তুলিবে তবে।
আগু বাড়াইয়া দিবে তাহারা তোমায়,
তখন গিরির কাছে হইবে বিদায়।
উত্তরিবে যবে তুমি দশার্ণায় গিয়া,
সৌরভে পূরিবে বন কেতক ফুটিয়া।
বড় বড় বৃক্ষ যত পল্লবে নিবিড়,
দেখা দিবে সমুদয়ে বায়সের নীড়।
পাকিয়া উঠিয়া আর যত জম্বুফলে
শ্যাম শোভা ধরাইবে বনান্ত সকলে।
দেখিয়া তোমার এবে মনোরম ঘটা,
কিছু দিন রবে হেথা হংস যত কটা।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বিদিশা রাজধানী,
কি কব তাহার আমি অপূর্ব্ব বাখানি।
বেত্রবতী নদী তথা অপরূপ শোভে,
মাতিবে দেখিছি তুমি পড়ি তার লোভে।
তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গে সাজে জলময় মুখ,
চুম্বি তারে তোমার কত না হবে সুখ।

শর শর শব্দ হয় তীরদেশে তার,
কামিনী প্রকাশে যেন মনের বিকার।
গিরি এক আছে তথা, নীচ তার নাম,
তদুপরি ক্ষণকাল করিবে বিশ্রাম।
গিরির কদম্ব যত হবে বিকসিত—
তোমায় পাইয়া যেন পুলকে পূরিত।
জুঁয়ের কানন যত দেখিবে তথায়,
শীতল করিও সবে বৃষ্টি দিয়া গায়।
মালিনী বেড়ায় কত ফুল তুলে তুলে,
কর্ণে গোঁজা পদ্মফুল পড়ে ঢুলে ঢুলে।
রবি-তাপে তারা অতি হইবে আতুর,
তুমি গিয়া ছায়া দিয়া করো তাহা দূর।
যদিও পথের ফেরে পড় বৃথা দায়ে,
উজ্জয়িনী যাইতে লয়ো না কিছু গায়ে।
পৌরাঙ্গনা সেথা যত শীঘ্র সবাকার
চমক খাইবে আঁখি তড়িতে তোমার।
সে সব আঁখির ঠারে না মজিলে যদি,
বঞ্চিত হইলে বড় জীবন অবধি।
নির্বিন্ধ্যা নদীর স্থানে গিয়া অতঃপর
সুখরস আস্বাদিতে পাবে বহুতর।
পরিধানবস্ত্র তার খসে স্রোত-জলে,
হংসমালা চন্দ্রহার কিবা বোল বলে।
নাভি তার ঘূর্ণাজলে রহে প্রকটিত,
দেখাইবে হাব ভাব কতই সরিত।
যেহেতু জানিও স্থির, নারী সবাকার
প্রথম প্রণয়-ভাব বিভ্রম বিকার।

যাইবে তাহার পর সিন্ধুনদী কাছে,
সূক্ষ্ম জলধার হয়ে বেণী যার আছে ;
জীর্ণ লতা পাতা সব হইয়া পতন
দেহ আর হইয়াছে পাণ্ডুর-বরণ।
বিরহের অনুরূপ এ সব লক্ষণ
দেখাইতে সে তোমায় করিবে যতন।
অবন্তী হইয়া যাবে উজ্জয়িনী পুরী,
বর্ণনে যাহার পুরে কাব্য ভূরি ভূরি।
স্বর্গবাসী কেহ যেন শেষ পুণ্য বলে
স্বর্গখণ্ড আনি এক রেখেছে ভূতলে।
শিপ্রার বাতাস পেয়ে সারসেরা সব
ছাড়িবে মত্তভাবেশে পটু উচ্চরব।
পদ্মের সৌরভ আর আনি সে পবন,
কামিনার দেহজ্বালা করিবে হরণ।
কিবা মনোহর সাজে অট্টালিকা সব,
ঘরময় ব্যাপি রয় ফুলের সৌরভ।
কামিনীর পায়ের আলতার রাঙ্গা দাগ
স্থানে স্থানে শোভে যেন অরুণের রাগ।
এ সব সুন্দর স্থানে শ্রম কোরো দূর,
তোমা পানে লক্ষ্য করি নাচিবে ময়ূর।
গবাক্ষ হইতে উঠি মাতাঘসা চূর
মিশিবে তোমার গায়ে প্রচুর প্রচুর।
অনন্তর যাবে তুমি শঙ্করের ধাম,
পুণ্যলাভ হেতু যদি থাকে মনস্কাম ;
শোভে তার চারি পার্শ্ব উদ্যান কাননে,
হেলিতেছে তরুগণ সুগন্ধ পবনে।

প্রভুর কণ্ঠের আভা তব কলেবরে,
ভূতগণ সে কারণ দেখিবে সাদরে।
দেব প্রভু মহাকাল আছেন সেখানে,
যাবে তুমি একবার তাঁর বিদ্যমানে।
যাবত তপন দেব না যান সরিয়া,
তাবৎ থাকিবে তুমি ধৈরজ ধরিয়া।
অতঃপর সন্ধ্যাপূজা হলে উপনীত,
গর্জনে করিবে সিদ্ধ বাদ্য মনোনীত।
চামর হেলায় তাঁরে বেশ্যা যত জুটি,
ক্ষণে ক্ষণে নূপুরের উঠে বোল ফুটি।
নখক্ষতে তারা সবে পেয়ে বৃষ্টিজল,
ছাড়িবে তোমার পানে কটাক্ষ তরল।
সন্ধ্যারাগে ঘুচি তব দেহের কালিমা
হইবে জবার মত লোহিত প্রতিমা।
বিরাজ করিবে হথে আকাশ উপর,
নৃত্যে মাতিবেন যবে দেব মহেশ্বর।
রক্তমাখা হস্তি ছাল তাঁর বড় প্রিয়,
মিটাইয়া হেন সাধ তুমি দেখা দিও।
ভবানী কিঞ্চিৎ তাহে হৃদে ত্রাস পেয়ে,
দেখিবেন একদৃষ্টে তোমা পানে চেয়ে।
পথ ঘাট ঢাকা দিবে যবে অন্ধকার—
সূচেতে বুঝি বা বিঁধে এমনি আকার,
যাইবে কামিনীগণ প্রিয় নিকেতনে,
তাদেরে দিও না ত্রাস ভীষণ গর্জ্জনে।
পাথরে সোনার ঘসা দেখিতে যেমন,
বিদ্যুতের আলো দিবে তেমনি মতন।

সে রাত্রি কোথাও কোন অট্টালিকা-ছাদে
যাপন করিবে সুখে তড়িতের সাথে।
খেলাইয়া খেলাইয়া সারাটী রজনী
সারা হবে তোমার চপলা সুবদনী।
ভানু শেষে দেখা দিবে আকাশে যখন,
বিলম্ব না করি আর করিবে গমন।
হেনকালে খণ্ডিতা কামিনী সবাকার
প্রিয়েরা পুঁছিয়া দিবে নেত্রবারিধার।
অতএব, তপনের পথ এ সময়
আটক কর' না যেন হইয়া নির্দ্দয়।
যে নলিনী সারারাত হতেছিল সারা,
বরষিয়া ক্রমাগত শিশিরাশ্রুধারা,
খুলি তার দলময় মুখের ঘোমটা,
স্বকরে পুঁছিবে রবি যত অশ্রু-ফোঁটা।
এ সময়ে যদি তার কর কর-রোধ,
সামান্য হবে না তবে তোমাপরে ক্রোধ;
প্রসন্ন মানসরূপী গম্ভীরার জলে
প্রবিষ্ট হইবে পরে প্রতিবিম্ব-ছলে
শফরী খেলিছে তথা সদাই চঞ্চল,
নদীর জানিবে তাহা দৃষ্টি নিরমল।
বৃষ্টিজলে উচ্ছ্বসিত ক্ষিতির সৌরভে
সুশীতল সমীরণ পরিপূর্ণ হবে।
শীতল বাতাস পেয়ে অমনি সত্বর
পাকিয়া উঠিবে যত কানন-ডুম্বর।
দেবগিরি যাইবারে সাজিবে যখন,
তোমায় সে শীত বায়ু করিবে ব্যজন।

তথা গিয়া স্কন্দ দেবে দেখিয়া সাক্ষাৎ
মস্তকে করিবে তাঁর পুষ্পবৃষ্টিপাত।
দেবসৈন্য ভয়শূন্য তাঁহারি রক্ষণে,
বিলসে প্রতাপ তাঁর জিনিয়া তপনে।
গিরি পরে দ্বিগুণ হইবে তব নাদ,
ময়ূর নাচিবে তায় পাইয়া আহ্লাদ,
পুচ্ছখণ্ড লোয়ে যার উমা মৃদু হাসি
কর্ণেতে রাখেন সদা পুত্রে ভালবাসি।
কার্ত্তিকেয় দেবতার করি আরাধন,
তদুত্তর যাইবে গোমতী নিকেতন।
জল লাগি বীণা-তন্ত্রী পাছে হয় শ্লথ,
সিদ্ধ দ্বন্দ (৩) তোমায় ছাড়িয়া দিবে পথ।
প্রতিমা পড়িলে তব গোমতীর জলে
গন্ধর্ব্বে দেখিবে শোভা দিব্য কুতূহলে।
নদীরে দেখিবে তারা. যেন মুক্তাহার,
ইন্দ্রনীল মণি তুমি মধ্যদেশে তার।
হেথা হতে যাবে যবে হইয়া বিদায়
দশপুর-বধূগণ দেখিবে তোমায়
ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা চাহনি সময়ে,
কৃষ্ণসার-প্রভা কিবা চক্ষে প্রকাশয়ে।
চঞ্চল কুসুমে যথা ঘুরে ফিরে অলি,
নয়নে তেমনি ভাবে শোভে তারাগুলি।
ব্রহ্মাবর্ত্তে অতঃপর হোয়ে উপনীত
কুরুক্ষেত্র দরশনে হবে চমকিত।

(৩) সিদ্ধ নামে এক প্রকার অলৌকিক পুরুষ অনেকানেক কাব্যে উল্লিখিত আছে; ইহারা গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপ্সরা প্রভৃতির দলভুক্ত।

কত ক্ষত্রিয়ের মুখে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে
হয়েছিল পদ্ম যথা তব ধারাপাতে।
প্রতিবিম্বে পরশিয়া সরস্বতী-জল
বর্ণমাত্রে রবে কালো, অন্তরে নির্ম্মল।
যে হালা-মদের তরে পাগল পরাণ
কান্তা সাথে ছাড়ি তাহা এক পাত্রে পান,
পূর্ব্বে বলরামদেব আসি শুদ্ধ গালে
মিটাতেন যত সাধ হেন নদীজলে।
কনখল সন্নিধানে দেখিবেক গিয়া
পড়িছেন গঙ্গাদেবী হিমাদ্রি বাহিয়া,
গৌরীর ভ্রূকুটি দেখি হাসি ফেন-ছলে
উর্ম্মি-হস্তে যেন যিনি শিবের কুন্তলে
জাহ্নবীতে ছায়া তির্য্যক করিবে নিধান,
যমুনা মিশিল যেন হবে অনুমান।
বিশ্রাম করিবে পরে হিমাদ্রি উপর,
মৃগনাভে সুগন্ধ যাহার পরিসর।
ধবল অটল হিমে শিখর সকলে
সুখে আছে হরিণেরা বসি শিলাতলে।
হেন কালে বায়ু যদি হইয়া প্রবল
সরল তরুর কাঁধে জ্বালায় অনল,
দাবানলে গিরি হবে যন্ত্রণায় সারা ;
ঘুচাইও তুমি তাহা ত্যজি বারিধারা।
পরদুঃখ যাহাতে না হয় প্রশমন,
এমন সম্পদে কিবা আছে প্রয়োজন ?
তোমারে দেখিবে যেই সরভ সকল
তাড়াইয়া ধরিবারে প্রকাশিবে বল,

শিলাবৃষ্টি বরষিয়া খরতর ধারে
ছিন্ন ভিন্ন করিবে তাদের সবাকারে।
শঙ্করের পদচিহ্ন প্রস্তরে নিহিত
তথাকার এক স্থানে আছে প্রকাশিত।
দেখিবা মাত্রেতে হয় পাপ তাপ ক্ষয়,
পরিণামে মুক্তিলাভ নাহিক সংশয়।
গিয়া তথা ভক্তিভরে হইয়া প্রণত
প্রদক্ষিণ করো যেন তারে বিধিমত।
বংশে বংশে পবন ফুকরে মনোহর,
ত্রিপুর-বিজয় গায় মাতিয়া কিন্নর।
মৃদঙ্গ সমান তাহে তোমার বিরাব,
সঙ্গীতের কোন অঙ্গ হবে না অভাব।
অনন্তর ঊর্দ্ধ দিকে হইয়া উত্থিত
কৈলাস গিরির তুমি হইবে অতিথ।
যার প্রস্থ সমুদয় রাবণের বলে
ভাঙ্গিয়া খসিয়া সব রহে মূল স্থলে।
তুষারে অম্লান শোভে চূড়া শত শত,
মুখ দেখে তদুপরি বিদ্যাধরী যত।
শোভা আর পাইতেছে শুভ্র হিমরাশি,
রাশীকৃত রহে যেন শঙ্করের হাসি।
তুষারে তোমার দেহ পাইবে প্রকাশ,
বলরাম স্কন্ধে যেন কালো-বর্ণ বাস।
কণ্ঠেতে শিবের হাত, সর্প এবে নাই,
পায়চালি করিবেন গৌরী হেন ঠাঁই।
সোপান-রূপেতে তুমি থাকিবে সামনে,
অন্তরের জলরাশি রাখিয়া দমনে।

বালার হীরায় তব অঙ্গে করি ক্ষত,
জল-যন্ত্র বিরচিবে দেবকন্যা যত।
জল দিতে তুমি যদি হও অনিচ্ছুক
গর্জ্জন ছাড়িবে এক রাগাইয়া মুখ।
অমনি খেলায় মত্ত দেবাঙ্গনা যত
অসঙ্গত পেয়ে ভয় হৈবে থত-মত।
ত্রিভুবনে নাহি স্থান কৈলাস সমান,
নানা লীলা সহকারে কোরো অধিষ্ঠান।
মানস সরসী হোতে কভু লবে জল,
ফুটিয়া আছয়ে যথা সোনার কমল।
ঐরাবত মুখে কভু হ'বে পট্টবাস,
কল্পতরু পরে কভু দিবেক বাতাস।
কৈলাস গিরির কোলে প্রণয়িনী সমা
শোভয়ে অলকা পুরী, নাহিক উপমা;
গঙ্গা তার পরুন শাড়ীর শোভা ধরে,
খসিয়া পোড়েছে যেন সুখ রস ভরে।
তোমা সম জলধর কতই সেথায়,
অপরূপ শোভা করে হর্ম্ম্যের মাথায়।
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল পলকে পলকে,
মুকুতা ঝলকে যেন কামিনী-অলকে।

পূর্ব্ব মেঘ সমাপ্ত।

উত্তর মেঘ।

অট্টালিকা কত শত সাজিয়াছে তোমা মত,
দেখিবে হে গিয়া অলকায় ;
তোমার তড়িত মালা, সেথায় ললিত বালা,
তুল্য শোভে কিবা তুলনায় ;
তোমার গর্জ্জন স্বর শুনিতে কি মনোহর,
সেথায় মৃদঙ্গ বাজে তায় ;
তোমার অন্তরে জল প্রকাশিছে নিরমল,
মণিময় ভূতল সেথায় ;
ইন্দ্রধনু তোমা দেহে, অলকার গেহে গেহে,
চিত্রলেখা তেমনি প্রকাশ ;
হর্ম্ম্যগণ সুশোভন, উচ্চাকার আয়তন,
তোমা মত ছুঁয়েছে আকাশ।
আলো করি গৃহমাঝে বধূগণ কিবা সাজে,—
কুসুমের অলঙ্কার গায়।
সে সব পড়িলে মনে, প্রাণ কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে,
কোথা ছিনু, এসেছি কোথায়!
পঙ্কজ তাদের করে, শিরীষ শ্রবণ পরে,
কুরুবক খোঁপায় বিলাসে ;
কপোল-চুম্বন-লোভে, অলকেতোকুন্দ শোভে,
কদম্ব বিরাজে কেশপাশে ;

সদাই ফুটিছে ফুল, গুঞ্জিছে ভ্রমরকুল,
ঋতুর শাসন সব টুটি ;
হৃদয়েতে পেয়ে সুখ, যেন হাঁসি হাঁসি মুখ,
কমলিনী সদা রহে ফুটি।
ময়ূর ময়ূরী সনে, মত্ত হোয়ে কেকা রবে,
সদা আছে পাখনা তুলিয়া।
সদাই জ্যোৎস্নাজলে, স্নান করি কুতূহলে,
নিশি যায় আঁধার ভুলিয়া।
স্বর্গ বিনা অশ্রুধারা, জানে না কেমন ধারা,
সেথায় যাহারা করে বাস ;
যৌবনের নাহি শেষ, দুঃখের নাহিক লেশ,
নাহি আর বিচ্ছেদ হুতাশ।
অট্টালিকা-শিরোদেশে, উঠিয়া আনন্দ-বেশে,
সঙ্গে লয়ে বামা কতগুলি—
যুবকেরা মিলে বসি, সুধাপান রসে রসি,
মনের কপাট দেয় খুলি।
মন্দাকিনী-উপকূলে, পারিজাত তরুমূলে,
দেবকন্যা খেলিছে সকলে।
সুবর্ণ বালুকা দিয়া, মণি মুক্তা ঢাকা দিয়া,
খুঁজিবারে এ উহারে বলে।
প্রিয়ার বসন ধরি, টান দেয় ত্বরা করি,
নাগর মনেতে পেয়ে সুখ,
মাণিকের আলো দেখি, নিভাইতে গিয়া ঠেকি,
কামিনী লজ্জায় ঢাকে মুখ।

মেঘেরা কৌতুক চিতে,　　জল দিয়া চিত্রাদিতে,
　　গৃহ মধ্যে করিয়া প্রবেশ—
কেহ কিছু বলে বোলে,　　ভয় পেয়ে যায় চ'লে,
　　ধূমের ধরিয়া ছদ্মবেশ
প্রিয় আলিঙ্গন ভরে,　　প্রাণান্ত হইয়া মরে,
　　কামিনীরা নিদাঘ জ্বালায়।
চন্দ্রকান্ত মণিগণ,　　করে তাহা নিবারণ,
　　ফোঁটা ফোঁটা জলের ছিটায়।
নিশীথে কামিনীগণ,　　যায় প্রিয়-নিকেতন,
　　চিহ্ন তার পাওয়া যায় প্রাতে :—
পথের মাঝেতে পড়ি,　　মুক্তা যায় গড়াগড়ি,
　　ছিঁড়ে পড়ি স্তনের আঘাতে।
সাক্ষাৎ দেখিয়া হরে,　　কন্দর্প পারে না ডরে,
　　ধনুক লইতে হাতে তুলি।
ভুরু-ধনু দৃষ্টিশরে,　　তার কাজ সিদ্ধ করে,
　　নবীনা কামিনী যতগুলি।
কুবের-আলয় ছাড়ি,　　উত্তরে আমার বাড়ী,
　　গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—
সম্মুখে বাহির দ্বার,　　বাহার কে দেখে তার,
　　ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবর,　　দেখা যায় মনোহর,
　　পদ্ম সনে অলি করে ঠাট।
তাহার একটী ধারে,　　অপরূপ দেখিবারে,
　　পরকাশে মণি-বাঁধা ঘাট।
সরসীর স্বচ্ছ জলে,　　ভাসি ভাসি দলে দলে,
　　হংস হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে।

যাইতে মানস সরে, কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।
উঁচা ভূমি একধারে, গিরি সম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে।
সুবর্ণ কদলী তরু, চারি ধারে শোভে চারু,
তোমায় তড়িত যেন সাজে।
মাধবী মণ্ডপ পরে, কুরুবক শোভা করে,
ফুলগন্ধে ছুটে অলি-কুল।
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটী গাছ অশোক বকুল।
অশোক ভাবিছে মনে,* পাব আমি কতক্ষণে,
বধূটীর চরণ-আঘাত!
কবে আমি পাব মিঠা, মুখ-মদিরার ছিটা,
বকুল ভাবয়ে দিবা রাত।
তাহার মাঝেতে আর, ময়ূরের বসিবার,
সোনার একটি আছে দাঁড়।
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতাল দিয়া দিয়া,
রণ রণ বাজে তায় বালা।
স্মরিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।
এ সকল নিদর্শনে চিনিবে মুহূর্ত্ত ক্ষণে,
দেখে যাও মোর বাড়ী পানে।

* পূর্ব্বতন কবিদিগের কল্পনানুসারে অশোক তরু স্ত্রীলোকের পদাঘাতে পুষ্পিত হয়, এবং বকুল বৃক্ষ উহাদিগের মুখমদিরার সংস্পর্শে কুসুমশালী হয়।

এবে উহা শূন্য প্রায়, কমল না শোভা পায়,
কখনো দিবস অবসানে।
শীঘ্র যাইবার তরে, ক্ষুদ্র করি কলেবরে,
উপস্থিত হইবে সত্বর।
চপল চপলা ঝাঁকি, দৃষ্টি দিবে থাকি থাকি,
আলো করি ঘরের ভিতর।
প্রিয়ারে পাইবে দেখা, গাময় লাবণ্যরেখা,
পয়োধরে ফুলিছে যৌবন।
তন্বু তার কলেবর কটী তার ক্ষীণতর,
স্তনভার করয়ে বহন।
বাঁধিবারে অনুরাগ, অধরে বিম্বের রাগ,
মৃগ-আঁখি প্রণয়-আধার।
দেখিলে আকৃতি তার, মনে হয় সবাকার,
আদি সৃষ্টি বুঝি বিধাতার।
অন্তরে বিরহ-ব্যথা, দুই একটী মুখে কথা,
দ্বিতীয় জীবন সে আমার।
দিন যত হয় গত, উৎকণ্ঠা চাপে তত,
যন্ত্রণার বাড়ে তত ভার।
চক্রবাকী একাকিনী, কিম্বা মৃদু মৃণালিনী,
যে রূপে পোহায় বিভাবরী,
বিরহে হইয়া ক্ষীণ, যাপন করিছে দিন,
প্রাণপ্রিয়া সেই রূপ করি।
কাঁদি কাঁদি সারাক্ষণ, ফুলিয়াছে দু' নয়ন,
ওষ্ঠ দুই আগুন নিশ্বাসে,
গালে আছে হাত দিয়া, পড়িয়াছে এলাইয়া,
কেশপাশ এ পাশ ও পাশে।

হয় ত দেখিবে গিয়া,　　পূজায় সে মন দিয়া,
রহিয়াছে ব্যাকুল অন্তর ;
নয় ত বিরহ ভাব　　মনে করি আবির্ভাব,
লিখিছে আমার কলেবর।
নয় ত সারীরে কয়,　　তারে কিলো মনে হয়,
তুই তো রসিকা বড় জানি ;
কাহাকে সে তোর মত,　　বাসিত না ভাল অত,
সদাই শুনিত তোর বাণী।
কিংবা যে ক' মাস বাকী,　　ফুল কটি ভুঁয়ে রাখি,
দেখিতেছে গুণিয়া গুণিয়া।
আমার সঙ্গসুখে,　　মনে আনি সকৌতুকে,
কিংবা ঢালি দিয়া আছে হিয়া।
মলিন বসনোপরি,　　বীণা যন্ত্রে কোলে ধরি,
গাইতে যদ্যপি করে মন—
নেত্র জলে ভিজে তার,　　গাহনা ক্রন্দন সার,
গলে আটকায় ক্ষণে ক্ষণে।
কাজ করে দিনমানে,　　থাকে যদি সুস্থ প্রাণে,
রাত্রে তুমি গবাক্ষ সামনে।
ভুঁয়ে যবে আছে শুয়ে,　　নিদ্রা নাই আঁখি ছুঁয়ে,
খুঁজিবে যতেক আছে মনে।
ভূমিতলে পার্শ্বতল,　　অন্তরে বিরহানল,
কলেবর ভাবনায় ক্ষীণ।
পূর্ব্বদিক সীমানায়,　　কলা অবসান প্রায়,
শশী যেন আছয়ে নিলীন।
মনে মাতি মম সনে,　　মুহু থাকে অন্য মনে,
পরক্ষণে ছাড়য়ে নিশ্বাস।

যন্ত্রণার অশ্রু-জল, বহে যত অনর্গল,
করে তত এপাশ ওপাশ।
অমৃত শিশিরময়, শশীর কিরণচয়,
পড়িয়াছে বাতায়ন দিয়া,
পূর্ব্বেকার মনে করি, দিয়া আঁখি তদুপরি,
পরক্ষণে আনে ফিরাইয়া।
অশ্রুযুত পক্ষ্মগণে, ঢাকা পড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
সুশোভন দুইটি নয়ন,
বরষার দিবাভাগে, অর্দ্ধ মুদে অর্দ্ধ জাগে,
স্থলজাত পদ্মিনী যেমন।
স্বপনে যদ্যপি কভু, পাই তারে বাঁচি তবু,
হেন ভাবি যত মুদে আঁখ,—
অশ্রুধারা অনিবার, আটকে নিদ্রার দ্বার,
শূন্যে উড়ে মনোরথ-পাখী।
অলঙ্কার পরিহরি, প'ড়ে আছে শয্যাপরি,
দেখ যদি তার কলেবর—
দুঃখ না রাখিতে পারি, তোমারো হে অশ্রুবারি,
ফেলিতে হইবে জলধর।
এত বলিতেছি বোলে, ভেব না বাচাল বোলে,
মনগড়া এতে কিছু নাই।
কহিতেছি যাহা যাহা, সমুদায় তুমি তাহা,
স্বচক্ষে দেখিবে ওহে ভাই!
অপাঙ্গ অলকে ঢাকা, কাজল নাহিক মাখা,
আঁখি এবে ঠারে না বিলাসে;
তোমায় দেখিতে খালি, উঠাইবে পক্ষ্মালী,
পদ্ম যেন নড়িল বাতাসে।

দেখ যদি তুমি গিয়া, সুখে আছে ঘুমাইয়া,
খুলিও না গর্জ্জনের মুখ ;
স্বপনে পাইয়া মোরে, বাঁধিয়াছে বাহু-ডোরে,
ঘুচাইয়া দিও না সে সুখ।
বনের মালতী-জালে, উঠাইয়া প্রাতঃকালে,
সজল শীতল বায়ু দিয়া,
জাগাইবে প্রেয়সীরে, পরে তারে ধীরে ধীরে,
কহিবে কি দিতেছি বলিয়া।
এইরূপ তারে কবে, শুন ওহে অবিধবে,
সখা আমি স্বামীর তোমার।
ভাসিয়া বায়ুর স্রোতে, তাহার নিকট হোতে,
আসিয়াছি লয়ে সমাচার।
জলধর জেনো মোরে, বিদেশে যে কেহ ঘোরে,
গর্জ্জনে তাহারে তাড়া দিয়া,
উতলা অবলাটির, পুঁছিবারে অশ্রুনীর
বাড়ী আমি আনি ফিরাইয়া।
এতেক শুনিয়া কাণে, তাকাইয়া তোমা পানে,
হনুমানে জানকী যেমন।
শুনিবে সকল কথা, মন নাহি আর কোথা,
বাক্যে যেন পাইছে জীবন।
এতেক বলিও শেষে, রামাচল পরদেশে,
সহচর আছয়ে তোমার ;
প্রাণে সে বাঁচিয়া আছে, জিজ্ঞাসিছে তোমা কাছে,
তোমার কুশল সমাচার।
তোমা অঙ্গে নিজ অঙ্গ, করিতেছে এক সঙ্গ,
মনোরথ মাত্রে করি সার।

তপ্ত দেহ চুজনার, শ্বাস তাহে অনিবার,
দু' ধারে নয়ন বারি-ধার ;
সখীদের সন্নিধানে, হেরি তব মুখ পানে,
চুম্বিবারে হইয়া বিব্রত,
কত যেন কথা আছে, কুসিত কাণের কাছে,
তোমার সে এত অনুরত,—
এমন যে সেই জন, কেমনে বল এখন,
বাঁচিবে সে তোমার বিহনে।
শুন তুমি মন দিয়া, তোমায় সে মোরে দিয়া,
কি কহিছে সকাতর মনে।
হরিণে নয়ন তব, লতায় লালিত্য নব,
মুখশ্রী শশাঙ্কে শোভা পায় ;
তরঙ্গে আঁখির ঠার, শিখিপুচ্ছে কেশভার,
এক ঠাঁই কিছু নাই হায়।
কোপ করি আছ যেন, প্রতিরূপ তোমা হেন,
শিলাপরে লিখিয়া যতনে।
মোরে তব পদ ঠাঁই, যত আঁকিবারে যাই,
অশ্রু তত ঢাকে দু'নয়নে।
ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া, শূন্য ধরি জড়াইয়া,
স্বপনেতে পাইয়া তোমায় ;
বনের দেবতা যারা, এ সব দেখিয়া তারা,
অশ্রু ফেলে পাতায় পাতায়।
দেবদারু ঢুলাইয়া, নানা পুষ্প বুলাইয়া,
এই যে বহিছে সমীরণ,
তোমায় কখন যদি, ছুঁয়ে থাকে ক্ষণাবধি,
তবে আমি করি আলিঙ্গন।

কেমনে এ পোড়া নিশি, পলকে যাইবে মিশি,
গ্রীষ্মতাপ থামিবে কেমনে ;
মিছা হেন মনস্কাম, উঠি উঠি অবিশ্রাম,
হুতাশন জ্বালাইছে মনে।
দশাচক্র নহে স্থির, হেন মনে জানি স্থির,
কোন মতে কাটাই জীবন ;
তুমিও হে দিন দিন, শরীর ক'র না ক্ষীণ,
ভাবিয়া ভাবিয়া সারা ক্ষণ।
জাগিবেন বিষ্ণু যবে, শাপ মোর অন্ত হবে,
চক্ষু মুদি থাক এ ক' মাস।
শরদের জ্যোৎস্না রাতে, মন-সুখে এক সাথে,
পরে মিটাইব যত আশ।
পত্নি তব মোর কাছে, যাহা যাহা কহিয়াছে,
বলিলাম তোমায় সকলি ;
শুনিলে যে সমুদয়, না যদি প্রত্যয় হয়,
অভিজ্ঞান-বাক্য শুন বলি।
পড়িয়া সখার বুকে, শুয়ে ছিলে মনসুখে,
ঘুমাইয়া পড়িলে অমনি
কি জানি কিসের লাগি, চমকি উঠিলে জাগি,
ক্রন্দনের মত করি ধ্বনি।
স্বামী তব জিজ্ঞাসিতে, বলিলে কৌতুকচিতে,
দেখিলাম ওহে ধূর্ত্তরাজ !
যেন অন্য কারো সঙ্গে, মাতি আছ রসরঙ্গে,
ছি ছি ছি এমন তব কাজ !
এইরূপ শুনাইয়া, কোন মতে থামাইয়া,
আসিবে আমার প্রেয়সীরে ;

প্রথম বিরহ জ্বালা, এই সে জানিল বালা,
সহিবে কেমনে বল ধীরে।
নিরুত্তর আছ বোলে, মোরে যে বিমুখ হলে,
এ কথা কভু না আমি মানি ;
চাতকে চাহিলে জল, কর তারে সুশীতল,
নাও কোন শব্দ মুখে আনি।
চাহিনু যা তব ঠাঁই, এমন চাহিতে নাই,
কি করিব মারা যাই প্রাণে।
ঘুচাইতে কারো দুখ, নহ তুমি পরাঙ্মুখ,
তোমায় সকল লোকে জানে।
সমাপিয়া মোর কাজ, পরে ওহে ঘনরাজ,
যথা ইচ্ছা তথা বিচরহ ;
বরষার শুভ যোগে, থাক চপলার ভোগে,
ক্ষণেক না জানিয়া বিরহ।

উত্তরমেঘ সমাপ্ত।

কবি ও কাব্য।

১। মধুর ছুটি ফল।

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমশ্চাপি সজ্জনৈঃ।

এ সংসার-বিষবৃক্ষে ছুটি ফল অমৃত-সমান,
সজ্জন সঙ্গম এক, অপরটি কাব্যরস-পান।

১। জয় জয় কবীশ্বর।

জয়ন্তি তে সুকৃতিনো রসসিদ্ধাঃ কবীশ্বরাঃ
নাস্তি যেষাং যশঃকায়ে জরামরণজম্ভয়ী।

জয় জয় কবীশ্বর, পুণ্যকীর্তি, রসিক, প্রবীণ,
যাঁহাদের যশঃকায় জরামৃত্যুজন্ম-ভয়হীন।

৩। বাগর্থ।

লৌকিকানাং হি সাধুনামর্থং বাগনুবর্ত্ততে
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি।

অর্থ পরে বাক্য সরে, লৌকিক যে সাধুগণ
তাঁদের কথায়।
আদ্য ঋষিদের বাক্যে, বাক্যগুলি আগে যায়,
অর্থ পিছে ধায়।

উত্তরচরিত।

৪। রামায়ণ

সদূষণাপি নির্দ্দোষা সখরাপি সুকোমলা
নমস্তস্মৈ কৃতা যেন রম্যা রামায়ণী কথা।

খর সত্ত্বে সুকোমল, দূষণা দোষেও অদূষণ,
প্রণমি হে কবিবর, রচিলে যে রম্য রামায়ণ।

৫। অনষ্টুপচ্ছন্দে বাল্মীকির প্রথম উক্তি।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং।

হে ব্যাধ, অনন্তকালে প্রতিষ্ঠা কভু না তোর হবে,
কামী ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটি বধিলি তুই যবে।

৬। উপমা কালিদাসস্য।

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ।

উপমায় কালিদাস, ভারবীর অর্থের গৌরব ;
নৈষধে পদলালিত্য, মাঘে এই ত্রিগুণ বৈভব।

৭। ভবভূতির গর্ব্বোক্তি।

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।

আছে বা জন্মিতে পারে মোর সমতুল,
কাল এ যে অন্তহীন, ধরিত্রী বিপুল।

৮। ভবভূতি-প্রতিভা।

ভবভূতেঃ সম্বন্ধাদ্ ভূধরভূরেব ভারতী ভাতি
এতৎকৃতকারুণ্যে কিমন্যথা রোদিতি গ্রাবা:।

ভবভূতি কবীন্দ্রের কাব্য-মহাকাশে,
গিরিসুতা সম ভাতি ভারতী প্রকাশে।
নহিলে কবির কৃত কারুণ্য সেচনে,
পাষাণ গলিয়া যায় বল গো কেমনে?

৯। করুণ রস।

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাৎ
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্
আবর্ত্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমেবতু তৎসমগ্রং।

একই সে করুণ রস বিচিত্র কারণে ধরে
বিভিন্ন আকার;
একই সলিলে যথা আবর্ত্ত, তরঙ্গ, ফেন,
সহস্র বিকার।

উত্তরচরিত।

এক ভানু অযুত কিরণে,
উজলে যেমতি সকল ভুবন
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা,
বিরচয়ে সতীর প্রেম, জননী হৃদয়ে করে বসতি।

এক প্রথম তেজ সেই—
একেরি অসংখ্য কিরণ
কতই মঙ্গল জ্ঞান ধরম প্রীতি ব্যাপি ছায় ভুবন।

ব্রহ্মগীত।

১০। শকুন্তলা

ভুবনবিখ্যাত জর্ম্মাণ কবি গয়টে, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা বিষয়ে একটি শ্লোক লিখিয়া যান। ইষ্টউইক্ সাহেব গয়টের সেই শ্লোক ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। পণ্ডিত তারাকুমার ন্যায়রত্ন এই অনুবাদের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন। এই দুইটি অনুবাদ বাঙ্গলা অনুবাদ সহ নিম্নে একে একে উদ্ধৃত হইল :—

W'ouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
enraptur'd, feasted, fed,
Wouldst thou the earth and heaven itself
in one sole name combine?
I name thee, O' Sakuntala!
and all at once is said.

সংস্কৃত অনুবাদ।

বাসন্তং মুকুলং ফলঞ্চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্ব্বং চ যৎ
যৎ কিঞ্চিন্মনসো রসায়নমথো সন্তর্পণং মোহনম্
একীভূতমভূতপূর্ব্বমথবা স্বর্লোক ভূলোকয়োঃ
ঐশ্বর্য্যং যদি কোঽপি কাঙ্ক্ষতি তদা শাকুন্তলং সেবতাম্।

নব বসন্তের কুঁড়ি— তারি এক সাথে
বরষ শেষের পক্ক ফল,
প্রাণ করে চুরি আর তারি এক সাথে
এনে দেয় নব পুষ্টিবল ;
দিবা স্বর্গলোক আর বাঁধা এক ঠাঁই
আছে যেথা এই মহীতলে,—
হেন যদি কিছু থাকে, তুমি তবে তাই ;
সুচির ললিতা শকুন্তলে !

(র)

১০। শকুন্তলা।

কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্রাপি চ শকুন্তলা
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কস্তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্।

কাব্য-শিরোমণি নাট্য খ্যাত লোক মাঝে,
সকলেই হেঁটমাথা শকুন্তলা কাছে ;
শকুন্তলে চতুর্থাঙ্ক হয় নামাঙ্কিত,—
শ্লোক চার তন তার ভুবন-প্রথিত।

শকুন্তলা চতুর্থ অঙ্কের শ্লোক-চতুষ্টয় :—

(১) তনয়াবিচ্ছেদ।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠস্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মমতাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিনঃ কথং ন তনয়াবিশ্লেষ-দুঃখৈর্নবৈঃ।

আজি যায় শকুন্তলা হৃদয় উতলা হল তাই,
কণ্ঠ রুদ্ধ অশ্রুজলে চিন্তায় নয়নে দৃষ্টি নাই।

আমি ত অরণ্যবাসী স্নেহে মোর হেন বিকলতা
কন্যার বিচ্ছেদকালে না জানি গৃহীর কত ব্যথা।

(২) বিদায়।

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুম-প্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্

আগে তোমাদের জল না করিয়া দান,
কখন যে করে নাই নিজে জলপান,
কুসুম ভূষণ সজ্জা বড় সাধ যার
স্নেহে পাতাটিও তবু ছেঁড়েনি লতার ;
তব পুষ্পাগমে যে গো আনন্দে উতলা,
পতিগৃহে যায় আজি সেই শকুন্তলা।
ঐ দেখ যায় বাছা, আঁখি জলে ছায়,
দেহ গো দেহ গো ওরে স্নেহের বিদায়।

(৩) রাজার প্রতি উপদেশ।

অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনান্ উচ্চৈঃ কুলং চাত্মনঃ
ত্বয্যস্যাং কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিং চ তাম্।
সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্ব্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যো বধূবন্ধুভিঃ।

আমরা সংযমী মুনি, উচ্চ কুল তোমার রাজন্—
আত্মজনে না শুধায়ে এ বালা তোমারে দিল মন,
এই বুঝে কোরো যত্ন অন্য সব পত্নীর সমান
কি কহিবে বন্ধুজন, অতঃপর ভাগ্যই প্রমাণ।

(৫) বধূর প্রতি উপদেশ।

শুশ্রূষস্ব গুরূন কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাকুলস্যাধয়ঃ।

সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম,
অপরাধী পতি পরে রোষ ভরে হোয়োনা নির্মম।
পরিজনে দয়া রেখো, সৌভাগ্যে হোয়োনা আত্মহারা,
গৃহিণীর এই ধর্ম, কুলনারী অনুরূপ যারা।

চন্দ্রোদয়।

চন্দ্রশ্চ সাচিব্যমিবাস্য কুর্বন
তারাগণৈর্মধ্যগতো বিরাজন
জ্যোৎস্নাবিতানেন বিতত্য লোকান্
অভ্যুত্থিতোঽনেকসহস্ররশ্মিঃ
হংসো যথা রাজতি পুষ্করস্থঃ
সিংহো যথা রাজতি কন্দরস্থো
বীরো যথা রাজতি সঙ্গরস্থো
বভ্রাজ চন্দ্রোঽপি তথাম্বরস্থঃ।

রামায়ণ।

উদিল শারদ শশী অমিত প্রভায়,
বেষ্টিত তারকাগণে সচিব সহায়,
বিস্তারি ভুবন'পরে জোছনা বিতান
অনেক সহস্রকরে শোভে দীপ্তিমান।
যেমন বিরাজে হংস স্বচ্ছ সরোবরে,
যেমন বিরাজে সিংহ গিরীন্দ্র কন্দরে,

সমরসজ্জায় বীর সেই মত সাজে,
সুনীল অম্বরে চন্দ্র যেমন বিরাজে।

রঘুবংশ।

বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ। ১
ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্। ২
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ। ৩
অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ। ৪
সোঽহমাজন্মশুদ্ধানাং আফলোদয়কর্ম্মণাম্
আসমুদ্রক্ষিতীশানাং আনাকরথবর্ত্মনাম্। ৫
যথাবিধি হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকাল প্রবোধিনাম্। ৬
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্। ৭
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্। ৮
রঘূনামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্বিভবোঽপি সন্।
তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ। ৯
তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা। ১০

বাক্য আর অর্থসম সম্মিলিত শিব পার্ব্বতীরে
বাগর্থ সিদ্ধির তরে বন্দনা করিনু নতশিরে। ১
কোথা সূর্য্যবংশ, কোথা অল্পমতি আমার মতন,
ভেলায় দুস্তর সিন্ধু তরিবারে বৃথা আকিঞ্চন। ২
বামন হাসায় লোক হাত বাড়াইয়া উচ্চ ডালে,
মন্দ কবিযশ চায়—সেই দশা তাহারো কপালে। ৩
কিম্বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবি রচি গেলা যথা বাক্যদ্বার
বজ্র বিদ্ধ মণি মধ্যে সূত্রসম প্রবেশ আমার। ৪
আজন্ম যাহারা শুদ্ধ, কর্ম্ম যাঁরা নিয়ে যান ফলে,
সসাগর ধরিত্রীশ্বর, ধরা হতে স্বর্গে রথ চলে। ৫
যথাবিধি হোম যাগ, যথাকাম অতিথি অর্চ্চিত,
যথাকালে জাগরণ, অপরাধে দণ্ড যথোচিত। ৬
দান হেতু ধনার্জ্জন, মিতভাষা সত্যের কারণ,
যশ আশে দিগ্বিজয়, পুত্র লাগি কলত্র বরণ। ৭
শৈশবে বিদ্যার চর্চ্চা, যৌবনে বিষয় অভিলাষ,
বার্দ্ধক্যে মুনির ব্রতে, যোগবলে অন্তে দেহ-নাশ। ৮
এ হেন বংশের কীর্ত্তি বর্ণিবারে নাহি বাক্যবল,
অতুল সে গুণরাশি কর্ণে আসি করিল চপল। ৯
পণ্ডিতে শুনিবে কথা ভালমন্দ বিচারে নিপুণ,
সোনা খাঁটি কিম্বা ঝুঁটা সে পরীক্ষা করিবে আগুন। ১০

১৩। অজবিলাপ।

স কদাচিদবেক্ষিতপ্রজঃ
সহ দেব্যা বিজহার সুপ্রজাঃ
নগরোপবনে শচীসখো
মরুতাং পালয়িতেব নন্দনে॥ ৩২

প্রজা-সুরঞ্জন-ব্রতী, সুনন্দন-রতি,
পুর-উপবনে আজি অজ মহীপতি
বিহরেন প্রেমানন্দে ইন্দুমতী সনে,
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ যেমতি নন্দনে।

অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ
শ্রিতগোকর্ণনিকেতমীশ্বরম্
উপবীণয়িতুং যযৌ রবে-
রুদগাবৃত্তিপথেন নারদঃ ॥ ৩৩

হেন কালে চলিলা নারদ মুনিবর
বীণাবাদ্যে পূজিবারে দেব মহেশ্বর ;
দক্ষিণসাগর-তীরে, গোকর্ণ ভবনে,
চলে যথা দিনমণি দক্ষিণ-অয়নে।

কুসুমৈর্গ্রথিতামপার্থিবৈঃ
স্রজমাতোদ্যশিরোনিবেশিতাম্
অহরৎ কিল তস্য বেগবান্
অধিবাসস্পৃহয়েব মারুতঃ ॥ ৩৪

স্বর্গীয় কুসুমে গাঁথা মন্দারের মালা
শোভিছে বীণার গলে নভ করি আলা।
পরিমল-লোভে যেন দুরন্ত পবন
সবলে আসিয়া তারে করিল হরণ।

অভিভূয় বিভূতিমার্তবীম্
মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাং

নৃপতেরমরস্রগাপ সা
দয়িতোরুস্তনকোটিসুস্থিতিম্ ॥ ৩৬

বসন্ত-কুসুম-বাস জিনিয়া সৌরভে,
উজলিয়া দশদিক বরণ-গৌরবে,
মরত-দুর্লভ সেই মন্দারের দাম
ইন্দুমতী-স্তনোপরি লভিল বিশ্রাম।

ক্ষণমাত্র সখীং সুজাতয়োঃ
স্তনয়োস্তামবলোক্য বিহ্বলা।
নিমিমীল নরোত্তমপ্রিয়া
হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥ ৩৭

স্তনদ্বয় ক্ষণসখী নিরখি অবলা,
মোহেতে অবশতনু পড়িলা বিকলা;
অনন্তের মত হায়! আঁখিদুটি মুদি;
রাহু যেন শশিসহ গ্রাসিল কৌমুদী।

বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা
নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা
সহদীপার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্ ॥ ৩৮

ঢলিয়া পতির দেহে পড়িল যেমনি,
পাড়িল আপনাসাথে তারেও তেমনি।
নিবে যবে দীপশিখা লুটিয়া ধরায়,
তারি সনে তৈলবিন্দু ভূতলে গড়ায়।

উভয়োরপি পার্শ্ববর্তিনাং
তুমুলেনার্ত্তরবেণ বেজিতা।
বিহগাঃ কমলাকরালয়াঃ
সমদুঃখা ইব তত্র চুক্রুশুঃ ॥ ৩৯

উভয়ের অনুচর আছিল যে সবে,
পূরিল দিগন্ত তারা হাহাকার রবে।
শুনি ধ্বনি সরসীর বিহঙ্গমকুল
সম-বেদনায় যেন কাঁদিয়া আকুল।

নৃপতের্ব্যজনাদিভিস্তমো
নুনুদে সা তু তথৈব সংস্থিতা।
প্রতিকারবিধানমায়ুষঃ
সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে ॥ ৪০

ব্যজন যতনে পরে জাগিলা নৃপতি,
না মেলিলা নেত্র আর রাণী ইন্দুমতী।
নাহি রহে অবশেষ পরমায়ু যার
হয় কি চিকিৎসাগুণে তার প্রতিকার?

প্রতিযোজয়িতব্যবল্লকী-
সমবস্থামথ সত্ত্ববিপ্লবাৎ
স নিনায় নিতান্তবৎসলঃ
পরিগৃহ্যোচিতমঙ্কমঙ্গনাং ॥ ৪১

ছিন্নতার বীণাসম গতপ্রাণা সতী—
প্রিয়ার জীবন-আশা ধরি নরপতি,

প্রাণের পুত্তলিটিরে তুলি ক্রোড়'পরে
উপচার করিবারে লন প্রেমভরে।

পতিরঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া
করণাপায় বিভিন্নবর্ণয়া
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাম্
মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪২

এই সে পতির কোলে লভিয়া আসন—
শিথিল-ইন্দ্রিয় আহা! মলিনবরণ—
ধরে শোভা অপরূপ রাণী ইন্দুমতী
উষায় শশীর কোলে মৃগাঙ্ক যেমতি।

বিললাপ স বাষ্পগদ্গদং
সহজামপ্যপহায় ধীরতাম্।
অভিতপ্তময়োঽপি মার্দ্দবম্
ভজতে কৈব কথা শরীরিষু ॥ ৪৩

সহজ-ধীরতা ত্যজি রঘুর নন্দন
বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে করেন রোদন।
উত্তপ্ত লোহাও গলে অনলে যখন,
কেমনে ধরিবে ধৈর্য্য মানুষের মন?

মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া
কৃতপূর্ব্বং তব কিং জহাসি মাম্।
ননু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং
ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ ॥ ৫২

মনেও আনিনি তব অপ্রিয় কভু,
মোরে ফেলে কেন চলে' গেলে তুমি তবু!
পৃথিবীর আমি নামেই মাত্র পতি,
তোমাতেই মোর ভাবে নিবদ্ধ রতি।

কুসুমোৎখচিতান্ বলীভৃত-
শ্চলয়ন্ ভৃঙ্গরুচস্তবালকান্ ।
করভোরু করোতি মারুত-
স্ত্বদুপাবর্ত্তনশঙ্কি মে মনঃ ॥ ৫৩

কুসুমে খচিত কুঞ্চিত কালো কেশে
মন্দপবন কাঁপায় যখন এসে,
হে সুতনু তব প্রাণ ফিরে এল বলে'
থেকে থেকে মোর দুরাশায় হিয়া দোলে।

তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে
প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে ।
জ্বলিতেন গুহাগতং তম-
স্তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ ॥ ৫৪

হে প্রেয়সি, তবে উচিত তোমার ত্বরা
জাগিয়া আমার বিষাদ বিনাশ করা ।
রজনী আসিলে হিমাচলগুহাতলে
আঁধার নাশিয়া ওষধি যেমন জ্বলে ।

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্ ।

নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজম্
বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্ ॥ ৫৫

এ মুখে অলক দোলে মারুতভরে,
তবু কথা নাই বুক ফাটে তাহি তরে ;
যেমন নিশায় কমল ঘুমায়ে রহে
অন্তরে তার ভ্রমর কথা না কহে।

শশিনং পুনরেতি শর্ব্বরী
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্ ।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ
কথমত্যন্তগতা ন মাং দহেঃ ॥ ৫৬

শর্ব্বরী পুন ফিরে পায় শশধরে,
রথাঙ্গ দম্পতি মিলে বিচ্ছেদপরে,
বিরহ তাহারা মিলনের আশে সহে,
চিরবিচ্ছেদ আমারে যে আজ দহে !

সমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ
প্রতিপচ্চন্দ্রনিভোঽয়মাত্মজঃ ।
অহমেকরসস্তথাপি তে
ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তিনিষ্ঠুরঃ ॥ ৬৫

সমদুখসুখ তব সঙ্গিনীজন,
প্রতিপদচাঁদ তব আত্মজধন,
তব রস মোর জীবনে করেছি সার,
নিঠুর, তবুও একি তব ব্যবহার !

স্মৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা
বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসব।
গতমাভরণপ্রয়োজনং
পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে ॥ ৬৬

ধৃতি হ'ল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন,
গান হ'ল শেষ, ঋতু উৎসবহীন,
আভরণে মোর প্রয়োজন হ'ল গত,
শয়ন শূন্য চিরদিবসের মত।

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥ ৬৭

গৃহিণী, সচিব, রহস্যসখী মম,
ললিতকলায় ছিলে যে শিষ্যাসম,
করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমারে নিয়ে
বল গো আমার কি না সে হরিল, প্রিয়ে!

বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা
সুখমেতাবদজস্য গণ্যতাম্।
অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈ-
র্মম সর্ব্বে বিষয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ ॥ ৬৮

তোমা বিনা আজ রাজসম্পদধনে
সুখ বলি' অজ গণ্য না করে মনে।

কোনো প্রলোভন রোচে না আমার কাছে
আমার যা-কিছু তোমারে জড়ায়ে আছে।

রঘুবংশ, ৮ম সর্গ।

১৪। মদন-ভস্ম।

শ্রুতাপ্সরোগীতিরপি ক্ষণেঽস্মিন্
হরঃ প্রসংখ্যানপরো বভূব,
আত্মেশ্বরাণাং নহি জাতু বিঘ্নাঃ
সমাধিভেদপ্রভবো ভবন্তি ॥ ৪০

গাহিছে অপ্সরাগণ গীতি মনোহর,
তবুও শঙ্কর দেব ধ্যানেতে তৎপর,
যোগিবর আপনি যে আপনার প্রভু—
তাঁর কি সমাধি ভাঙে কোন বিঘ্নে কভু? ৪০

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী
বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ,
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব
মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ ॥ ৪১

লতাগৃহদ্বারে নন্দী করি আগমন,
বামকরে হেম বেত্র করিয়া ধারণ,
অধরে তর্জনী রাখি ইঙ্গিত আভাসে,
"যাস্ তোরা যাস্" বলি ভূতগণে শাসে। ৪১

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফম্
মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারং,
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং
চিত্রাপিতারম্ভমিবাবতস্থে। ৪২

নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
নীরব বিহঙ্গকুল, শান্ত বনচর,
নন্দিহাতে প্রহরীর এমনি শাসন,
চিত্রলেখা সম তায় সমস্ত কানন। ৪২

দৃষ্টিপ্রপাতং পরিহৃত্য তস্য
কামঃ পুরঃশুক্রমিব প্রয়াণে,
প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখম্
ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ ॥ ৭৩

পান্থ যথা যাত্রাকালে শুক্রমুখ করয়ে বর্জন,
নন্দীর দর্শন-পথ পরিহরি তেমনি মদন
মহেশের ধ্যানাশ্রমে সন্তর্পণে উত্তরিল গিয়া,
বিশাল নমেরু শাখা প্রান্তে যার রহে বিস্তারিয়া। ৪৩

স দেবদারুদ্রুমবেদিকায়াম্
শার্দ্দূলচর্ম্মব্যবধানবত্যাম্,
আসীনমাসন্নশরীরপাত-
স্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ : ৪৪
পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ব্বকায়ম্
ঋজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্,

উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ
প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥ ৪৫

আসন্ন মরণ নাকি তাই পর এবে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে,
দেবদারু বেদী পরে ব্যাঘ্র চর্মাবৃত,
পূর্বকায় ঋজু স্থির বীরাসন-যুত,
নত দুই স্কন্ধদল, পাতা করতল
অঙ্কমাঝে অবিকল ফুল্ল শতদল । ৪৪-৪৫

ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং
কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রং,
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলাং
কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ । ৪৬

জড়ানো জটাকলাপে ভুজগ-বন্ধন,
অক্ষমালা দুই ফের কাণেতে বেষ্টন,
গ্রন্থিযুত কৃষ্ণাজিন পরিধান গায়,
হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ঠের প্রভায় । ৪৬

কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈঃ
ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ,
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈঃ
লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধোময়ূখৈঃ । ৪৭

স্তিমিত নয়ন তারা কিঞ্চিৎ প্রকাশ,
ভুরুদ্বয়ে কিছু নাহি বিকার আভাস,

পলক নাহিক নেত্রে, নাহিক স্পন্দন,
অধোদৃষ্টে নাসিকাগ্রে করেন দর্শন। ৪৭

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্,
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্। ৪৮

অন্তশ্চর প্রাণবায়ু নিরোধ কারণ
বৃষ্টি-পূর্ব্ব জলপূর্ণ জলদ যেমন,
কিম্বা নিস্তরঙ্গ সিন্ধু প্রশান্ত গম্ভীর—
নিবাত-নিষ্কম্প-শিখা দীপ সম স্থির। ৪৮

স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রম্
পশ্যন্নদূরান্মনসাপ্যধৃষ্যং,
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্নহস্তঃ
স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ। ৫১

মনেরও অধৃষ্য সেই দেব মহেশ্বর,
অদূরে নিরখি তাঁরে ধেয়ান তৎপর,
ভয়ে মদনের হস্ত কাঁপি ঘন ঘন,
ধনুর্ব্বাণ পড়ে খসি, না জানে কখন। ৫১

নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্য্যং
সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন,
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যাম্
অদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা। ৫২

হেন কালে গিরিসুতা আইলেন তথা,
পিছে পিছে সখীদ্বয়, অরণ্য-দেবতা,
কন্দর্পের বীর্য্য ছিল নিভ নিভ প্রায়,
আবার উঠিল জ্বলি রূপের ছটায়। ৫২

অশোকনির্ভৎর্সিতপদ্মরাগম্
আকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্,
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারম্
বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী। ৫৩

“অশোক” সে পদ্মরাগে করে তিরস্কার,
হেমকান্তি কাড়িয়া শোভয়ে “কর্ণিকার”,
“সিন্ধুবার” মুক্তাগুচ্ছ করেন ধারণ,
বসন্ত-কুসুম যত অঙ্গ আভরণ। ৫৩

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাম্
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্,
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। ৫৪

স্তন ভারে চারু তনু ঈষৎ নম্রিত,
তরুণ অরুণ-রাগে বসন রঞ্জিত;
কুসুম-স্তবক-ভরে ঈষৎ আনতা,
আহা যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা! ৫৪

তাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যাম্
রতেরপি হ্রীপদমাদধানাং,

জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ
স্বকার্য্যসিদ্ধিং পুনরাশশংস। ৫৭

যার রূপরাশি হেরি লাজে মরে রতি,
অকলঙ্ক সে উমারে নিরখিয়া তথি,
জিতেন্দ্রিয় শূলী পরে স্বকার্য্য সাধিতে—
ভরসা জনমে পুন মদনের চিত্তে। ৫৭

ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শম্ভোঃ
সমাসসাদ প্রতিহারভূমিম্,
যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং
দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপাররাম। ৫৮

এমন সময়ে নিজ ভবিষ্যৎ পতি
মহেশের দ্বারদেশে আইল পার্ব্বতী,
শম্ভুও পরম জ্যোতি পরম আত্মায়
নিরখি হলেন ক্ষান্ত ধ্যান ধারণায়। ৫৮

ততো ভুজঙ্গাধিপতেঃ ফণাগ্রৈ-
রধঃ কথঞ্চিদ্ধৃতভূমিভাগঃ,
শনৈঃ কৃতপ্রাণবিমুক্তিরীশঃ
পর্য্যঙ্কবন্ধং নিবিড়ং বিভেদ। ৫৯

ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু করিয়া মোচন
শিথিলিলা অঙ্কবদ্ধ দৃঢ় বীরাসন,
ভুজঙ্গপতির সেই ফণার উপর
ধরণীর ভার তাহে হল গুরুতর। ৫৯

তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী
শুশ্রূষয়া শৈলসুতামুপেতাম্,
প্রবেশয়ামাস চ ভর্তুরেনাম্
ভ্রূক্ষেপমাত্রানুমতপ্রবেশাম্। ৬০

হর-পদতলে নন্দী প্রণমি তখন
নিবেদিল, সেবার্থে গৌরীর আগমন,
ভ্রূক্ষেপ-ইঙ্গিত মাত্রে বুঝি অনুমতি
নন্দী গিরিনন্দিনীরে নিয়ে এল তথি। ৬০

তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্ব্বং
স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য
ব্যকীর্য্যত ত্র্যম্বকপাদমূলে
পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লবভঙ্গভিন্নঃ। ৬১
উমাপি নীলালকমধ্যশোভি
বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্,
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন
মূর্দ্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায়। ৬২

উমার সে সখী দুটী প্রণমিয়া শঙ্কর চরণ,
বিছাইলা পুষ্পরাশি সপল্লব, স্বহস্ত-চয়ন,
উমাও বৃষভধ্বজে প্রণমে যেমতি ভক্তিভরে,
কর্ণান্ত অলক-ভূষা কিশলয় কর্ণিকার ঝরে। ৬১-৬২

অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি
সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন,

ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ
পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্। ৬৩

"ভগবতি, লভ পতি অনঙ্গ-ভাজন,"
উমাপানে চাহি হর দিলা যে বচন,
অব্যর্থ আশীষ রূপে ফলিল সে কথা—
ঈশবাক্য লোকে কভু না হয় অন্যথা। ৬৩

কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য
পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ,
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ
শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ। ৬৪

বহ্নিমুখ-কামী কাম, পতঙ্গ সমান,
অবসর বুঝি করে বাণের সন্ধান,
উমার সমক্ষে হরে লক্ষি' শরাসন
মুহুর্মুহু ধনুর্গুণ করে আকর্ষণ। ৬৪

অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী
তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ,
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ূখৈ-
র্মন্দাকিনী পুষ্করবীজমালাম্। ৬৫

হেনকালে গিরিবালা, তাম্ররুচিপাণি,
মন্দাকিনী পদ্মবীজ মালাগাছি আনি,
(রবিকর বিশোষিত সেই বীজমালা)
তাপস শঙ্কর করে অর্পিলা বালা। ৬৫

প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ
ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ,
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা
ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্। ৬৬

ভক্ত-বাৎসল্য হেতু যেমন শঙ্কর
লবেন সে মালাগাছি করিয়া আদর,
অমনি অব্যর্থ বাণ, নাম সম্মোহন,
শরাসনে জুড়িল কুসুম-শরাসন। ৬৬

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যঃ
চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ,
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি। ৬৭

চন্দ্রোদয়ারম্ভে যথা জলধির জল,
হইল হরের মন ঈষৎ চঞ্চল,
বিম্বাধরা উমা পানে তখনি মহেশ
সমগ্র ত্রিনেত্র তাঁর করিলা নিবেশ। ৬৭

বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবম্
অঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বালকদম্বকল্পৈঃ,
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ
মুখেন পর্য্যস্তবিলোচনেন। ৬৮

উমাও রাখিতে নারে মনোভাব ঢাকি,
কদম্ব-পুলক-তনু, লজ্জানত আঁখি ;

ঈষৎ বাঁকায়ে মুখ রাখে অতঃপর,
মুখখানি আহা, তাতে হল চারুতর। ৬৮

অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ
পুনর্বশিত্বাদ্ বলবন্নিগৃহ্য
হেতুঃ স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষু-
র্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্। ৬৯

এ হেন ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ বশিত্ব প্রভাবে
মুহূর্তে সম্বরি যতী মহাদেব এবে,
বিকারের হেতু কিবা জানিবার তরে,
করিলা নয়ন-পাত দিগ্দিগন্তরে। ৬৯

স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং
নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদং
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপম্
প্রহর্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্। ৭০

দেখিলেন কামদেব ধনুখানি করি চক্রাকার,
দক্ষিণ অপাঙ্গে মুষ্টি অবনত করি স্কন্ধ আর,
আকুঞ্চিয়া বাম পদ স্থিরভাবে করে অবস্থান,
প্রহারে উদ্যত যেন কন্দর্প সদর্পে ফুলবাণ। ৭০

তপঃ পরামর্শবিবৃদ্ধমন্যো-
ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য,
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়া-
দক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত। ৭১

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি,
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার। ৭২

তপোভঙ্গ চেষ্টা হেরি হর-ক্রোধ বিক্ষুব্ধ তখন,
ভীষণ ভ্রূভঙ্গে তাঁর হল কিবা দুষ্প্রেক্ষ্য আনন,
তৃতীয় নয়ন হ'তে বহ্নিশিখা সহসা ছুটিল,
"ক্রোধ, প্রভু, সম্বর, সম্বর" বলি আবার উঠিল।
গগনে গগনে যেথা যেমনি উঠিল দৈববাণী,
হর নেত্রানলে হেথা ভস্মশেষ স্মর-তনুখানি। ৭১-৭২

কুমারসম্ভব—মদনদহনো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

রতিবিলাপো নাম চতুর্থঃ স্বর্গঃ।

অথ মোহপরায়ণা সতী
বিবশা কামবধূর্বিবোধিতা।
বিধিনা প্রতিপাদয়িষ্যতা
নববৈধব্যমসহ্যবেদনম্‌॥ ১

অবধানপরে চকার সা
প্রলয়ান্তোন্মিষিতে বিলোচনে
ন বিবেদ তয়োরতৃপ্তয়োঃ
প্রিয়মত্যন্তবিলুপ্তদর্শনম্‌॥ ২

অয়ি জীবিতনাথ জীবসী—
ত্যভিধায়োত্থিতয়া তয়া পুরঃ
দদৃশে পুরুষাকৃতিঃ ক্ষিতৌ
হরকোপানলভস্ম কেবলম্‌॥ ৩

অথ সা পুনরেব বিহ্বলা
বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা
সমদুঃখামিব কুর্ব্বতী স্থলীম্‌॥ ৪

ভাঙিয়া মূরছা-ঘোর বিবশা সে সতী,
জাগি তবে অন্তরে কামবধূ রতি
আহা! নব বৈধব্যের অসহ্য বেদনা—
দারুণ বিধির হাতে—এ কি বিড়ম্বনা! ১

লভিয়া ক্ষণেক পরে চেতনা তখন
চারি দিকে চাহি দেখে মেলিয়া নয়ন,
জানিবারে হারানিধি আছে কোন্ ঠাঁই—
অতৃপ্ত ফিরায়ে আঁখি—কোন চিহ্ন নাই! ২

"কোথা গেলে প্রাণনাথ, আছ কি বাঁচিয়া!"
বলিতে বলিতে বালা উঠে শিহরিয়া,
সমুখে পুরুষাকৃতি হেরি অকস্মাৎ—
হর-কোপানলে দগ্ধ হয়ে ভস্মসাৎ! ৩

হেরিয়া বিহ্বলা বালা ভূমিতলে পড়ি
ধূলায় ধূসর অঙ্গে যায় গড়াগড়ি .
আলুথালু কেশপাশ কাঁদে উন্মাদিনী
আপন দুখের দুখী করিয়া মেদিনী। ৪

উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
করণং যৎ তব কান্তিমত্তয়া
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং
ন বিদীর্যে কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ ॥ ৫

ক্বনু মাং ত্বদধীনজীবিতাম্
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ

নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনঃ
জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ ॥ ৬

কৃতবানসি বিপ্রিয়ং ন মে
প্রতিকূলং ন চ তে ময়া কৃতং
কিমকারণমেব দর্শনম্
বিলপন্ত্যৈ রতয়ে ন দীয়তে ॥ ৭

হৃদয়ে বসসীতি মৎপ্রিয়ম্
যদবোচস্তদবৈমি কৈতবম্
উপচারপদং ন চেদিদং
ত্বমনঙ্গঃ কথমক্ষতা রতিঃ ॥ ৮

পরলোকনবপ্রবাসিনঃ
প্রতিপৎস্যে পদবীমহং তব
বিধিনা জন এষ বঞ্চিতঃ
ত্বদধীনং খলু দেহিনাং সুখম্ ॥ ১০

"ভুবন-মোহিনী কান্তি, সর্ব্বাঙ্গ-সুষমা,
আছিল যা একমাত্র বিলাসী-উপমা,
তার এই দশা তবু না ফাটে পরাণ—
অবলা কোমল কি রে—কঠিন পাষাণ ! ৫

"আকুল পাথারে ফেলি পালাইলে কি রে,
ভাঙিয়ে প্রণয়-বাঁধ দলি অধীনীরে !
সেতুবন্ধ ভাঙি যথা, মহা বেগে আসি,
নলিনী উপাড়ি ল'য়ে যায় জলরাশি । ৬

"কর নি আমার কোন অপ্রিয় মদন,
প্রতিকূল আমিও না করি আচরণ,
তবে কেন অকারণ, নির্ম্মম পরাণ,
শোকাতুরা রতি হতে ফিরালে বয়ান ? ৭

"স্মরে জাগিছে প্রিয়ে মোরে তুষিবারে
বলিতে যে কথাগুলি তুমি বারে বারে—
সে শুধু ভুলানো কথা বুঝিনু এখন—
নহিলে রতি কি বাঁচে মরিলে মদন ? ৮

"হ'লে পরলোকবাসী, আমার কি ক্ষতি ?
মিলিব ও পতি সনে হয়ে আমি সতী।
লোকেরে হানিল বিধি খর শরধারা—
হারায়ে তোমায় তারা সর্ব্বসুখ-হারা ! ১০

অহমেত্য পতঙ্গবর্ত্মনা
পুনরঙ্কাশ্রয়িণী ভবামি তে
চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ
প্রিয় যাবন্ন বিলোভ্যসে দিবি ॥ ২০

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ
ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতম্
রমণ ত্বামনুযামি যদ্যপি ॥ ২১

ক্রিয়তাং কথমন্ত্যমণ্ডনম্
পরলোকান্তরিতস্য তে ময়া,

সমমেব গতোঽস্ত্যতর্কিতাং
গতিমঙ্গেন চ জীবিতেন চ ॥ ২২

ঋজুতাং নয়তঃ স্মরামি তে
শরমুৎসঙ্গনিষণ্ণধন্বনঃ
মধুনা সহ সস্মিতাং কথাং
নয়নোপান্তবিলোকিতঞ্চ যৎ ॥ ২৩

ক্ব নু তে হৃদয়ঙ্গমঃ সখা
কুসুমায়োজিতকার্মুকো মধুঃ
ন খলূগ্ররুষা পিনাকিনা
গমিতঃ সোঽপি সুহৃদ্গতাং গতিম্ ॥ ২৪

"অনলে পতঙ্গ সম দেহ ঢালি, কাম,
তোমার কোলেতে পুন লভিব বিশ্রাম।
স্বর্গের অপ্সরাগণ পাতি মায়াজাল।
তোমাধনে হরে পাছে—না হরিব কাল। ২০

"যদিও জ্বলন্ত চিতা করি' আলিঙ্গন
হই তব অনুগামী, হৃদয়-রমণ,
পতি বিনা জিয়ে রতি ক্ষণমাত্র তবু—
এ কলঙ্ক ত্রিজগতে ঘুচিবে না কভু! ২১

"কোন্ লোকে গেলে চলে না ব'লে আমায়,
কিছুই না জানি আমি লুকালে কোথায়?
প্রাণ-সহ দেহে হ'লে অদৃশ্য মদন,
কেমনে করি গো তব অন্তিম সজ্জন? ২২

"কোলে রাখি ধনুখানি ঋজু করি শর,
তুমি যবে মধু সাথে আলাপে তৎপর,
হাসি হাসি কথাগুলি বসন্তের সনে—
আড় চোখে চাহনি ও সদা পড়ে মনে। ২৩

"মধু যে পরাণ বঁধু তোমার দোসর,
ফুলে ফুলে সাজাইত তব ফুলশর,
সে বা কোথা গেল চলে—হর কোপানলে
মদনের দশা বুঝি তারো ভাগ্যে ফলে।" ২৪

অথ তৈঃ পরিদেবিতাক্ষরৈঃ
হৃদয়ে দিগ্ধশরৈরিবাহতঃ
রতিমভ্যুপপত্তুমাতুরাম্
মধুরাত্মানমদর্শয়ৎ পুরঃ ॥ ২৫

তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভৃশং
স্তনসম্বাধমুরো জঘান চ
স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে ॥ ২৬

ইতি চৈনমুবাচ দুঃখিতা
সুহৃদঃ পশ্য বসন্ত কিং স্থিতং
তদিদং কণশো বিকীর্যতে
পবনৈর্ভস্ম কপোতকর্বুরং ॥ ২৭

অয়ি সম্প্রতি দেহি দর্শনং
স্মর পর্যুৎসুক এষ মাধবঃ

দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাম্
ন খলু প্রেম চলং সুহৃজ্জনে ॥ ২৮

অমুনা ননু পার্শ্ববর্ত্তিনা
জগদাজ্ঞাং সসুরাসুরং তব
বিসতন্তুগুণস্য কারিতং
ধনুষঃ পেলবপুষ্পপত্রিণঃ ॥ ২৯

শুনিয়া সখীর হেন কাতর ক্রন্দন
শরাঘাতে বেঁধে যেন বসন্তের মন ;
দেখা দিলা ঋতুরাজ আসিয়া সমুখে,
ঢালিতে সান্ত্বনা-বারি বিধবার দুখে। ২৫

দেখে তারে দুখ-উৎস শতগুণ ছুটে,
দুই হাতে বক্ষাঘাতে স্তন তার টুটে ;
স্বজন আসিলে কাছে শোক-অশ্রুনীর
উথলিয়া উঠে যেন অতিক্রমি তীর। ২৬

শোকে তাপে জর জর বলে তার কাছে,
'দেখ হে সখার দেখ শেষ যাহা আছে।
দেহ খানি কিছু নাই অনল দহনে—
কপোত-কর্বুর ভস্ম উড়ায় পবনে।' ২৭

"এস ওহে প্রাণনাথ, দেও দরশন,
আকুল তোমার লাগি বসন্ত যখন।
দয়িতার পরে যদি হয় বা চঞ্চল
পুরুষের মন—সে ত সুহৃদে অটল। ২৮

"ভ্রমর মৃণালতন্তু ধনুর্গুণ যার,
সুকোমল ফুলশর শস্ত্র যে তোমার,
প্রচারে আদেশ তব সুরাসুর মাঝে
যেই পার্শ্বচর, সে যে সম্মুখে বিরাজে।" ২৯

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে
    স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ
অহমস্য * দশেব পশ্য মাম্
    অবিষহ্য ব্যসনেন ধূমিতাম ॥ ৩০

বিধিনা কৃতমর্দ্ধবৈশসং
    ননু মাং কামবধে বিমুঞ্চতা
‡ অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে
    গজভগ্নে পতনায় বল্লরী ॥ ৩১

তদিদং ক্রিয়তামনন্তরম্
    ভবতা বন্ধুজনপ্রয়োজনম্
বিধুরাং জ্বলনাতিসর্জনাৎ
    ননু মাং প্রাপয় পত্যুরন্তিকম্ ॥ ৩২

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী
    সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি
    প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি ॥ ৩৩

---

* দশা…বর্ত্তিঃ ‡ অনপায়ী…অবিনাশী।

অমুনৈব কষায়িতস্তনী
শুভগেন প্রিয়গাত্রভস্মনা
নবপল্লবসংস্তরে যথা
রচয়িষ্যামি তনুং বিভাবসৌ ॥ ৩৪

'নিবিয়াছে দীপসম সখা সে তোমার,
গেছে চিরদিন তরে ফিরিবে না আর,
বর্তিকার মত দেখা পড়ে আছি শেষ,
অসহ যন্ত্রণা দাহে ধূম-অবশেষ।' ৩০

'মদনে বধিয়া বিধি ছাড়িয়ে আমায়
অৰ্দ্ধনাশে সৰ্ব্বনাশ করিল সে হায়!
দৃঢ়কায় তরুবরে উপাড়িয়া করী
ধরাশায়ী করে তার আশ্রিত বল্লরী।' ৩১

'আসি তবে ত্বরা করি সাধ' বন্ধুকৰ্ম্ম,
লভ পুণ্য পালিয়ে অন্তিম তব ধৰ্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ডে দেহ ঢালি জ্বালি চিতানল,
শীঘ্র মোরে পতির নিকটে লয়ে চল।' ৩২

কৌমুদী শশির সাথী শশিতে মিশায়,
গেলে মেঘ সৌদামিনী সঙ্গে চ'লে যায়।
পতি অনুগামী সতী বিধির বিধান
অচেতন জগতেও দেখ সপ্রমাণ।' ৩৩

শুন তবে মনে যাহা করিয়াছি স্থির—
কাম-অঙ্গ-ভস্মলেপে রঞ্জিত শরীর,

অচিরে পশিব সখা, রচি চিতানল ;
নবীন পল্লব শয্যা কেন সুকোমল !' ৩৪

কুসুমাস্তরণে সহায়তাম্
বহুশঃ সৌম্য গতস্ত্বমাবয়োঃ
কুরু সম্প্রতি তাবদাশু মে
প্রণিপাতাঞ্জলিযাচিতশ্চিতাম ॥ ৩৫

তদনু জ্বলনং মদর্পিতং
ত্বরয়ের্দক্ষিণবাত বীজনৈঃ
বিদিতং খলু তে যথা স্মরঃ
ক্ষণমপ্যুৎসহতে ন মাং বিনা ॥ ৩৬

ইতি চাপি বিধায় দীয়তাং
সলিলস্যাঞ্জলিরেক এব নৌ,
অবিভজ্য পরত্র তং ময়া
সহিতঃ পাস্যতি তে স বান্ধবঃ ॥ ৩৭

'আমাদের শয্যা আগে, ওহে ঋতুরাজ,
আদরে সাজাতে তুমি আনি ফুলসাজ ;
চিতাটি সাজায়ে দেও—রাখ এ মিনতি,
কৃতাঞ্জলি করপুটে যাচে তোমা রতি ।' ৩৫

'সজোরে দক্ষিণ বায় করিয়া বাজন,
জাগায়ে তুলিবে তবে দীপ্ত হুতাশন ।
জান ত তুমি হে সখা, রতির বিরহে
মদনে উৎসাহ বল ক্ষণেক না রহে ।' ৩৬

'বন্ধুকৃত্য সমাপিয়ে দিও তার পরে
একই সলিলাঞ্জলি দুজনায় তরে।
আমি আর সখা তব দোঁহে এক প্রাণ,
একত্রে ছুটিতে মিলি করিব হে পান।' ৩৭

অজ-বিলাপ।

টিপ্পনী—

শেষের কতিপয় শ্লোকে (৫২—৬৮) পাঠকগণ ছন্দ পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ করিবেন। যদিও এই শ্লোকগুলি চতুর্দ্দশপদী তথাপি যতিভেদবশতঃ ৮—৬ না হইয়া ৬—৮ করিয়া পাঠবিচ্ছেদ হইবে, নতুবা ছন্দঃপতন দোষ মনে হইতে পারে। যথা—

মনে ও আনিনি—তব অপ্রিয় কভু,
মোরে ফেলে কেন—চলে' গেলে তুমি তবু—
ইত্যাদি (৫২)

চতুর্থ ভাগ।

বিবিধ কবিতা।

১। পরস্পর গুণগান।

উষ্ট্রাণাংচ বিবাহেষু গীতং গায়ন্তি গর্দ্দভাঃ।

পরস্পরং প্রশংসন্তি অহো রূপমহো ধ্বনিঃ।

উটে উটে বিবাহেতে গাধা গীত গায়,

কিবা রূপ, কিবা ধ্বনি ! এ ওরে বাড়ায়।

২। মন্ত্রভেদ।

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুষ্কর্ণঃ স্থিরো ভবেৎ।

দ্বিকর্ণস্য তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাপ্যন্তং ন গচ্ছতি ॥

ছয় কাণে মন্ত্রভেদ, চার কাণে স্থিরতর,

দুই কাণে বদ্ধমন্ত্র, ব্রহ্মারও সে অগোচর।

৩। ইস্‌পার কি উস্‌পার।

একো দেবঃ কেশবো বা শিবো বা

একা নারী সুন্দরী বা দরী বা।

একং মিত্রং ভূপতির্বা যতির্বা

একো বাসঃ পত্তনে বা বনে বা ॥

কেশব নহে ত শিব—একই ঈশ্বর ;

দরী বা সুন্দরী নারী—কি তাহে অন্তর ?

ভূপতি অথবা যতী,—মিত্র সে সমান,

নগরে অরণ্যে কিবা—একই বাসস্থান।

৪। ভয়।

পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ম্।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধুনাং দুর্জ্জনাদ্ভয়ম্॥

পবনে বৃক্ষের ভয়, হিম-ভয়ে নলিনী শুকায়,
পর্ব্বতের ভয় বজ্রে সাধুজন দুর্জ্জনে ডরায়।

৫। অসম্ভাব্য।

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ॥

অসম্ভাব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে,
প্রত্যক্ষ যদিও তাহা হয়।
"শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।"

৬। অব্যবস্থিত চিত্ত।

ক্ষণে তুষ্টঃ ক্ষণে রুষ্ট স্তুষ্টোরুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, তুষ্ট রুষ্ট বার বার,
যে চিত্ত অব্যবস্থিত প্রসাদও ভীষণ তার।

৭। সজাতিবৈর।

দৃষ্টা যতির্যতিং সত্তো বৈত্তো বৈত্তং নটং নটঃ।
যাচকো যাচকং দৃষ্টা শ্বানবৎ গুরগুরায়তে॥

যতীরে হেরিলে যতী, বৈদ্যে বৈদ্য, নট বা নটরে
ভিক্ষুরে হেরিলে ভিক্ষু কুক্কুরের মত গর্জ্জি ফেরে॥

৮। মৌনই শোভন।

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জ্জলদাগমে
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্॥

ভালই করেছে পিক চুপ করে রয়েছে আষাঢ়ে
মৌনই সেথায় শোভে ভেকেরা যেথায় ডাক ছাড়ে।

৯। দেব দুর্ব্বল ঘাতক।

অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যাঘ্রং নৈব নৈব চ।
অজাপুত্রং বলিং দদ্যাৎ দেবো দুর্ব্বলঘাতকঃ॥

অশ্ব নয়, গজ নয়, তারা বলবান্—
কে কোথায় শুনিয়াছে ব্যাঘ্র বলিদান,
দেবী পূজা তরে নর ছাগ-হন্তারক,
জানাই ত আছে দেব দুর্ব্বল-ঘাতক।

১০। চাতক।

গর্জ্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং
চাতক পক্ষী ব্যাকুলিতোহং।
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ
ক ত্বং কাহং কচ জলপাতঃ॥

গর্জ্জিছ মেঘ নাহি বর্ষিছ জল,
আমি যে চাতক পাখী চিত্ত বিকল,

দৈবাৎ আসে যদি দক্ষিণ বাত
কোথা তুমি, কোথা আমি, কোথা জলপাত?

১১। পয়োপাসনা।

পয়োদ হে বারি দদাসি বা ন বা
ত্বদেকচিত্তঃ পুনরেষ চাতকঃ।
বরং মহত্যা ম্রিয়তে পিপাসয়া
তথাপি নান্যস্য করোত্যুপাসনা॥

জলদ হে, দেহ জল অথবা না দেহ,
চাতকশরণ তুমি অন্য নহে কেহ,
পিপাসায় প্রাণ যায় সেও গণে শ্রেয়,
কারো উপাসনা তবু তার কাছে হেয়।

১২। তুমিই শরণ।

নদেভ্যোঽপি হ্রদেভ্যোঽপি পিবন্ত্যন্যে সদা পয়ঃ।
চাতকস্য তু জীমূত ভবানেবাবলম্বনম্॥

নদে হ্রদে অন্যে করে তৃষ্ণা নিবারণ,
একমাত্র তুমি ঘন চাতক-শরণ।

১৩। আটক।

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকে ছিন্নপক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুংদ্বয়মপি সখে নৈব শক্তোদ্বিরেফঃ॥

কেতকী ভুবন খ্যাত লজ্জা তার কণক বরণ,
পদ্ম ভ্রমে দৈব ক্রমে ভ্রমর তাহাতে নিমগন ;
কণ্টকে ছিঁড়িল পক্ষ, চক্ষুভরি ধূলধূলি পড়ে,
তিষ্টিতে উড়িতে নারি হায় অলি, পড়িল ফাঁপরে।

১৪। হতাশ।

রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতম্
ভাস্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজালম্
ইত্থং বিচিন্তয়তি কোষগতে দ্বিরেফে
হা হন্ত হন্ত নলিনীং গজ উজ্জহার।

রাত্রি হলে অবসান প্রভাত আসিবে,
রবির উদয় দেখি কমল হাসিবে,
কোষে বদ্ধ অলি তাই ভাবে সারা রাতি ;
হেন কালে পদ্ম হায়! উপড়ায় হাতি।

১৫। দৈবের বিচিত্র গতি।

কান্তং ব্যক্তি কপোতিকাকুলতয়া নাথান্তকালোঽধুনা
ব্যাধোঽধো ধৃতচাপসজ্জিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রামতি।
ইত্থং সত্যহিনা সংদষ্ট ইষুণা শ্যেনোঽপি তেনাহতঃ
তূর্ণং তৌ তু যমালয়ং প্রতিগতৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ ॥

ভয়াকুলা কপোতিকা কপোতেরে কয়,
আসিল মোদের এবে অন্তিম সময়।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে ব্যাধ নিচুতে বিচরে,
পক্ষীরাজ বাজ দেখ উড়ে শিরোপরে ;
অমনি শ্যেনেরে ব্যাধ হানিল গো বাণ ;
ব্যাধ বেটা সর্পাঘাতে ত্যজিল পরাণ ;

[illegible] দুজনে তারা গেল যমালয়,
দৈবের বিচিত্র গতি কখন কি হয়।

১৬। হাস্যাস্পদ।

বিদ্বান্ সংসদি পাক্ষিকঃ, পরবশো মানী, দরিদ্রো গৃহী,
বিত্তাঢ্যঃ কৃপণঃ, সুখী পরবশো, বৃদ্ধো ন তীর্থাশ্রিতঃ,
রাজা দুঃসচিবপ্রিয়ঃ, কুলভবো মূর্খঃ, পুমান্ স্ত্রীজিতো
বেদান্তী হৃতসৎক্রিয়ঃ, কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে?

বিচারক পক্ষপাতি, মানী পরাধীন,
কৃপণ ঐশ্বর্য্যশালী, গৃহী ধনহীন,
সুখী পরবশ, বৃদ্ধ নহে তীর্থাশ্রিত,
মূর্খ উচ্চকুল, রাজা কুমন্ত্রি-চালিত,
বেদান্তী সে দুরাচার, স্ত্রীর বশ নর,
ইহা হ'তে হাস্যাস্পদ কি আছে অপর?

১৭। লক্ষ্মীছাড়া।

নিত্যংছেদস্তৃণানাং, ক্ষিতিনখলিখনং, পাদয়োরল্পপূজা,
দন্তানামল্পশৌচং, বসনমলিনতা, রুক্ষতামূর্দ্ধজানাং,
দ্বে সন্ধ্যেচাপি নিদ্রা, বিবসন শয়নং, গ্রাসহাসাতিরেকং,
স্বাঙ্গে পীঠেচবাদ্যং, হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীম্।

নিত্যকরে তৃণচ্ছেদ, ভূমি পরে নখেতে লিখন,
হেলা পাদ প্রক্ষালনে, অযতনে দন্তের মার্জ্জন,
বসনের মলিনতা, রুক্ষ কেশ, নিদ্রা দ্বি-সন্ধ্যায়,
অত্যাহার, বিবস্ত্রশয়ন, হাস্য কথায় কথায়,

পিঁড়ার উপর বাঘ, ঘরেহেও বাঘের তাড়ন,
ঘনেশেও ছাড়ে লক্ষ্মী, হেন যদি তার আচরণ।

১৮। কাক কোকিল।

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কোভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্ত সময়ে প্রাপ্তে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥

কাক কালো পিক কালো, দোঁহামাঝে কোথায় অমিল?
বসন্ত সময় এলে কাক কাক, কোকিল কোকিল।

১৯। চোর না মানে ধর্ম্মের কাহিনী।

ব্যালং বালমৃণালতন্তুভিরসৌ রোদ্ধুং সমুজ্জৃম্ভতে
ভেত্তুং বজ্রমণিং শিরীষকুসুমপ্রান্তেন সন্নহ্যতি
মাধুর্য্যং মধুবিন্দুনা রচয়িতুং ক্ষারাম্বুধেরীহতে
নেতুং বাঞ্ছতি যঃ সতাং পথি খলান্ সূক্তৈঃ সুধাস্যন্দিভিঃ।

মৃণালের তন্তু দিয়া সর্প কি বাঁধিবে?
শিরীষকুসুমবৃন্তে হীরক বিঁধিবে?
মধুবিন্দু দিয়ে সিন্ধু করিবে মধুর?
সুকথায় গলাইবে চিত্ত অসাধুর?

২০। টেকো বীর।

খল্লাটো দিবসেশ্বরস্য কিরণৈঃ সন্তাপিতে মস্তকে
বাঞ্ছন্ দেশমনাতপং বিধিবশাৎ বিল্বস্য মূলং গতঃ
তত্রাপ্যস্য মহাফলেন পততা ভগ্নং সশব্দং শিরঃ
প্রায়ো গচ্ছতি যত্র ভাগ্যরহিত স্তত্রৈব যান্ত্যাপদঃ।

দীর্ঘ শির টেকো বীর রৌদ্রের জ্বালায়
বেলতলা গিয়ে বসে শীতল ছায়ায়,
হঠাৎ ভাঙিয়া বেল পড়ে নেড়া মাথে,
অভাগা যেথায় যায় বিপদ সাথে সাথে।

২১। বিষ্ণুর ঘরকন্না।

একা ভার্য্যা প্রকৃতি মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনঃ পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ।

ভার্য্যা এক স্বভাবতঃ বড়ই মুখরা, (সরস্বতী)
অপর চপলা বালা নাহি দেন ধরা, (লক্ষ্মী)
বিশ্বজয়ী পুত্র এক দুরন্ত মদন,
সমুদ্রে সর্পের শয্যা, গরুড় বাহন,
এমন ঘরের দুঃখে বিদারিত হিয়া,
কাষ্ঠ হয়েছেন হরি ভাবিয়া ভাবিয়া।

২২। জামাতা।

সদা বক্রঃ সদা রুষ্টঃ সদা পূজামপেক্ষতে
কন্যারাশিস্থিতো নিত্যং জামাতা দশমোগ্রহঃ।

সদা বক্র অসন্তুষ্ট, যত সাধো তত রুষ্ট,
তোষামোদে কভু তিনি নাহি হন রাজী !
নিত্য কন্যারাশিস্থিত, চিত্ত অব্যবস্থিত,
দশম গ্রহটী যেন জামাতা বাবাজী।

২৩। লোভী।

লোভাবিষ্টনরোবিত্তং বীক্ষতে নৈবচাপদং
দুগ্ধং পশ্যতি মার্জ্জারো যথা ন লগুড়াহতিং।

চেয়ে থাকে অর্থপানে, লোভী সে বিপদে চক্ষু মুদে,
ভাবে না লগুড়াঘাত, বেড়ালের লক্ষ্য শুধু দুধে।

২৪। সীতা।

ইয়ংগেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো-
রসৌ অস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুল চন্দনরসঃ
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যোন বিরহঃ।

এই সেই গৃহলক্ষ্মী, এই মোর নয়নরঞ্জন,
এ অঙ্গ পরশে গাত্রে সুধামাখা সুরস চন্দন,
ওই বাহু কণ্ঠে মোর শিশির-মসৃণ মুক্তাহার,
বিরহ অসহ শুধু, ভাল আর সকলি প্রিয়ার।

উত্তরচরিত।(ক)

২৫। ভালবাসা কি ধন।

"ত্বয়াসহ নিবিৎস্যামি বনেষু মধুগন্ধিষু"
ইতিপ্রহ্লাদয়ামাস স্নেহস্তস্যা চ তাদৃশঃ
অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ।

"মধুগন্ধপূর্ণ বনে নাথ সনে করিব বসতি"
এতেই আনন্দ তার ভালবাসা এত আমা প্রতি;

কিছু না করিয়া শুধু কাছে থেকে হরে দুঃখ তার,
যে যাহারে ভালবাসে বলিহারি কি ধন তাহার!

উত্তরচরিত।

২৬। দম্পতী।

অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়ং অপত্যমিতি কথ্যতে।

হয় যবে বিধিবশে দম্পতীর মধুর মিলন,
অপত্য আনন্দগ্রন্থি বাঁধে দৃঢ় প্রেমের বন্ধন। ঐ

২৭। কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডণং নাকৃতীনাং।

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি—
ইয়মধিক মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডণং নাকৃতীনাম্।

কমল শৈবাল বিদ্ধ তবু মনোহর,
চাঁদেতে কলঙ্করেখা তথাপি সুন্দর,
বল্কলো মনোজ্ঞ অতি রূপসীর গায়,
মধুর মূরতি যেই কি না সাজে তায়? শকুন্তলা।

২৮। (১) প্রিয়ার বিচ্ছেদ।

সতি প্রদীপে সত্যগ্নৌ সৎসু তারারবীন্দুষু
বিনা মে মৃগশাবাক্ষ্যাস্তমোভূতমিদং জগৎ।

জলুক প্রদীপ অগ্নি রবি শশী তারা,
সকলি প্রেয়সী বিনা অন্ধকারপারা।

(২)

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিবা
উভয় মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ।

দিবস বরঞ্চ ভাল, রজনী নীরস,
রজনী বরঞ্চ ভাল না চাহি দিবস ;
দিন রাত আসে যায় আমার কি তায়,
যদি না প্রিয়ার সনে মিলন ঘটায়।

২৯। সীতার বিরহে।

ভো ভো বৃক্ষাঃ পর্ব্বতস্থা বহুকুসুমযুতা বায়ুনা ঘূর্ণমানা
রামোঽহং ব্যাকুলাত্মা দশরথতনয়ঃ পৃচ্ছতে শোকদগ্ধঃ
বিম্বোষ্ঠী চারুনেত্রা গজপতিগমনা দীর্ঘকেশী সুমধ্যা
হা সীতা কেন নীতা মম হৃদয়গতা কেন বা কুত্র দৃষ্টা।

বায়ু বিকম্পিত, পুষ্প বিভূষিত শুন ওহে গিরি-তরুরাজি,
দশরথ-সুত, শোকে অভিভূত, তোমা সবে জিজ্ঞাসি গো আজি,
বিম্বোষ্ঠী সুকেশ, ক্ষীণ কটিদেশ, অলসগমনা সুলোচনা,
হায় গেল কোথা, প্রাণের সে সীতা, কে কোথায় দেখেছ বল না।

রামায়ণ।

৩০। মনের মিল।

বিরহোঽপি সঙ্গমঃ খলু পরস্পরং সঙ্গতং মনোযেষাং
যদ্‌ হৃদয়বিঘটিতঃ সঙ্গমোঽপি বিরহং বিশেষয়তি।

যেথায় মনের মিল বিরহও মিলনের প্রায়,
হৃদয় বিচ্ছেদ যেথা মিলনেও বিরহ ঘটায়।

৩১। ধিক্কার।

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সাচান্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যরক্তঃ
অস্মৎকৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা,
ধিক্‌ তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ।

আমি যারে ভালবাসি না ভাবে আমায়,
অন্যেরে সে বাসে ভাল, অন্য অন্যে চায়,
অন্য কেহ অনুরক্তা আমা হেন জনে,
আমারে ওদেরে ধিক্‌—ধিক্‌ সে মদনে।

৩২। পয়সা কমলং।

পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি-
মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী
শশিনা নিশয়াচ বিভাতি নভঃ
কবিনা চ বিভু বিভুনা চ কবিঃ
কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা।

কমলে সলিল শোভে সলিলে কমল,
কমলে সলিলে শোভে সর নিরমল ;
বলয়ে জলয়ে মণি, মণিতে বলয়,
বলয়ে মণিতে শোভে কর কিসলয় ;
নিশীথে শোভয়ে শশী শশীতে নিশীথ,
নিশিতে শশীতে নত তারকা ভূষিত ;
নৃপ পাশে কবি শোভে কবি পাশে ভূপ,
কবিতে বিভুতে সভা শোভে অপরূপ।

ঘি

(২)

জলেতে কমল জল কমলে,
শোভয়ে সরসী কমলে জলে ;
বলয়ে মণি, মণিতে বলয়,
মণি বলয়ে কর কিসলয় ;
নিশিতে শশী শশীতে নিশি,
আকাশের শোভা উভয়ে মিশি ;
কবিতে নৃপতি, নৃপেতে কবি,
নৃপ কবি যোগে সভার ছবি।

৩৩। কেতক—এক গুণে শত খুন মাপ

বক্রোঽপি পঙ্কজনিতোঽপি দুরাসদোঽপি
ব্যালাশ্রিতোঽপি বিফলোঽপি সকণ্টকোঽপি
গন্ধেন বন্ধুরসি কেতকপুষ্প যেন
হ্যেকোগুণঃ খলু নিহন্তি সমস্ত দোষাণ্।

বাঁকা চোরা পঙ্কভরা গায়ে কণ্টক,
ফলহীন, সর্পবাস, দুর্লভ কেতক,

গন্ধে এক বন্ধু তুমি জগত-জনার,
এক গুণে শত গুণ মাপ যে তোমার।

৩৪। বহু গুণে এক দোষ।

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

এক দোষ বহুগুণ মাঝে ঢেকে যায়,
চন্দ্রের কিরণে যথা কলঙ্ক লুকায়।

৩৫। মৈত্রী।

আরম্ভগুর্ব্বী ক্ষয়িনী ক্রমেণ
লঘ্বীপুরা বৃদ্ধিমতী চ পশ্চাৎ
দিনস্য পূর্ব্বার্দ্ধপরার্দ্ধভিন্না
ছায়েব মৈত্রী খল সজ্জনানাম্।

আরম্ভে দেখায় গুরু, ক্রমে হয় ক্ষীণকায়া,
দুর্জ্জনের মৈত্রী যেন পূর্ব্বার্দ্ধ দিবস ছায়া;
সজ্জনের মৈত্রী তায়, অপরাহ্ণ ছায়া প্রায়,
প্রথমে দেখিতে লঘু, কালবশে বৃদ্ধি পায়।

৩৬। গৃহ ও গৃহিণী।

নগৃহং গৃহমিত্যাহু র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে
গৃহং তু গৃহিণীহীনং কান্তারমিতি মন্যতে।

গৃহ সে ত নহে গৃহ, গৃহিণী যে গৃহ বলি তায়,
গৃহিণী বিহনে গৃহ দেখি আমি অরণ্যের প্রায়।

৩৭। রাজ সভাসদ্‌।

লাভে ন হর্ষয়েৎ যস্তু ন ব্যথেদ্‌ যোঽবমানিতঃ
অসম্মূঢ়শ্চ যো নিত্যং স রাজবসতিং বসেৎ।

লাভে যার নাহি হর্ষ, অপমানে যে না মানে ক্ষতি,
সর্ব্বদা সজাগ যেই, রাজসভা যোগ্য পাত্র অতি।

৩৮। কাষ্ঠাস্তু প্রাণঘাতকাঃ।

আদৌ নম্রাঃ পুনর্বক্রাঃ স্বীয় কার্য্যেষু তৎপরাঃ
কার্য্যান্তেন পুনর্বক্রাঃ কাষ্ঠাস্তু প্রাণঘাতকাঃ।

নম্র আগে বক্র পুন, যেন তেন করে কার্য্যোদ্ধার,
কার্য্যান্তে বাঁকিয়া বসে, এ তেন দূরন্তে নমস্কার।

৩৯। কুদেশমাসাদ্য কুতোঽর্থ সঞ্চয়ঃ।

কুদেশমাসাদ্য কুতোঽর্থ সঞ্চয়ঃ
কুপুত্রমাসাদ্য কুতো জলাঞ্জলিঃ
কুগেহিনীং প্রাপ্য গৃহে কুতঃ সুখং
কুশিষ্যমধ্যাপয়তঃ কুতো যশঃ।

কোথা তার ধনলাভ কুদেশে যে যায়?
জলাঞ্জলি কোথা তার কুপুত্র যে পায়?
কুগৃহিণী ঘরে যার কোথা শান্তিরস?
কুশিষ্য যাহার শিষ্য কোথা তার যশ?

৪০। নানা মুনির নানা মত।

পিণ্ডে পিণ্ডে মতির্ভিন্না তুণ্ডে তুণ্ডে সরস্বতী
দেশে দেশে বিভাষাস্যাৎ নানারত্না বসুন্ধরা।

মুখে মুখে ভিন্ন বাণী, নানা মত ধরে নানা মুনি,
নানা দেশে নানা ভাষা, বসুন্ধরা নানা রত্নখনি।

৪১। দেবো ন জানাতি কুতো মনুষ্যঃ।
অত্যেহতিনির্মোহতি জনস্য চিত্রং
পরং চরিত্রং গদিতুং ন যোগ্যং
মুখে হি চান্যদ্ হৃদি ভাবমন্যং
দেবো ন জানাতি কুতো মনুষ্যঃ॥

অতিশয় মোহময় জনের চরিত্র,
না পারি বর্ণিতে তাহা এমনি বিচিত্র।
মুখে এক, হৃদে এক, ছদ্মবেশধারী,
দেবতা না জানে, নর কি বলিতে পারি।

৪২। মণিকাচ।
মণিং বহতি পাদাগ্রে কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে
ক্রয়বিক্রয়বেলায়াং কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ।

পরে কাচ শিরোপরি, মণি পরে পদাগ্রে রমণী ;
কেনা বেচা চলে যবে, কাচ কাচ মণি সেই মণি।

৪৩। পরচ্ছিদ্র।
খলঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি
আত্মনোবিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।

দুর্জ্জন সর্ষপমাত্রা পরচ্ছিদ্র খোঁজে,
নিজ দোষ বিল্বমাত্রা বুঝেও না বোঝে।

৪৪। দুর্জ্জনের বিষ।

তক্ষকস্য বিষং দন্তে মক্ষিকায়াশ্চ মস্তকে

বৃশ্চিকস্য বিষং পুচ্ছে সর্ব্বাঙ্গে দুর্জনস্য তৎ।

তক্ষকের দন্তে বিষ, মক্ষিকার বিষ থাকে শিরে,

বৃশ্চিকের বিষ পুচ্ছে, দুর্জ্জনের সকল শরীরে।

৪৫। অবিশ্বাস।

দুর্জ্জনদূষিতমনসাং পুংসাং সুজনেঽপ্যবিশ্বাসঃ।

বালঃ পায়সদগ্ধো দধ্যপি ফুৎকৃত্য ভক্ষয়তি।

দুর্জ্জন দূষিত মন সুজনেও বিশ্বাস হারায়,

তপ্ত দুধে হয়ে দগ্ধ, বালক ফুঁ দিয়ে দধি খায়।

৪৬। দুর্জ্জন।

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়াঽপি সমন্বিতো

মণিনালঙ্কৃতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ।

বিদ্যায় যে বৃহস্পতি, দুর্জ্জন সেও পরিহার্য্য;

মণিতে ভূষিত ফণী, তবু তার ভয় কি নিবার্য্য?

• • •

দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্

মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্।

দুর্জ্জন যে প্রিয়বাদী সেও নহে বিশ্বাসের পাত্র,

রসনা বর্ষয়ে মধু, হৃদি ভরা হলাহল মাত্র।

৪৭। বিষকুম্ভং পয়োমুখং।

পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্
বর্জ্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।

সাক্ষাতে যে প্রিয়বাদী, অসাক্ষাতে নিন্দায় তৎপর,
মুখে মধু বিষেভরা কুম্ভসম মিত্র পরিহর।

৪৮। পরসেবা।

পরান্নং পরবস্ত্রং চ পরশয্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ
পরবেশ্মনি বাসশ্চ শক্রস্যাপি শ্রিয়ং হরেৎ।

পরান্ন-বসন-শয্যা পরনারী পরগৃহে বাস,
এ ঘোর চৌর্য্যর পাকে মহেন্দ্রেরও লক্ষ্মী হয় নাশ।

৪৯। অগ্নি বিনা দহন।

কুগ্রামবাসঃ কুজনস্য সেবা
কুভোজনং ক্রোধমুখী চ ভার্য্যা
মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা
বিনাগ্নিনা সংদহতে শরীরম্।

কুগ্রামে নিবাস, দুর্জ্জন সেবন,
ক্রোধমুখী ভার্য্যা, কুপথ্য ভোজন,
বিধবা তনয়া, মূর্খ পুত্র যার
বিনা আগুনেই দেহ দগ্ধ তার।

৫০। স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ।

অন্তঃপুরে পিতৃতুল্যং মাতৃতুল্যাং মহানসে
গোষু আত্মসমং দত্ত্বাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ।

পিতৃ তুল্য জনে দিবে অন্তপুর ভার,
মাতৃতুল্যে দিবে তার রন্ধন-শালার,
গো সেবায় নিয়োজিবে আত্মতুল্য জন,
কৃষিকার্যে আপনিই করিবে গমন।

৫১। অর্থের গতি

দানং ভোগোনাশস্তিস্রোগতয়োভবন্তি বিত্তস্য
যোন দদাতি ন ভুংক্তে তস্য তৃতীয়া গতির্ভবতি।

দান ভোগ আর নাশ বিত্তের জানিও গতিত্রয় ;
দান ভোগে যে বিরত, তৃতীয় তাহার গতি হয়।

৫২। বান্ধব কে ?

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ।

উৎসবে বিপত্তি কালে, দুর্ভিক্ষ বিগ্রহ ঘটনায়,
শ্মশানে রাজার দ্বারে সহায় যে বন্ধু বলি তায়।

৫৩। অরসিক।

ইতর তাপশতানি যদৃচ্ছয়া,
বিতর তানি সহে চতুরানন

অরসিকে তু কবিত্বনিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

আর যত আছে দুখ লিখ মোর ভালে,
তাহে দেব নাহি খেদ করি কোন কালে,
কাব্যরস নিবেদন অরসিক জনে,
লিখ না লিখ না ভালে, মাগি ও চরণে!

৫৪। বিধি নির্ব্বন্ধ।

বিবাহো জন্মমরণং যদা যত্র চ যেন চ
ত্রয়ঃ কালকৃতপাশাঃ শক্যন্তে ন নিবর্ত্তিতুং।

বিবাহ জনম মৃত্যু, যখন যেখানে যার হাতে,
কাল-হস্ত-পাশে বাঁধা, এই তিন কে পারে খণ্ডাতে?

৫৫। রামরাবণয়োর্যুদ্ধং।

গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।

গগন গগনাকার, সাগর সাগরোপম,
রাম রাবণের যুদ্ধ, রাম রাবণের সম।

৫৬। মনস্বী।

কুসুমস্তবকস্যেব দ্বে বৃত্তী তু মনস্বিনাম্
সর্ব্বলোকস্য বা মূর্দ্ধ্নি বিশীর্য্যেত বনেঽথবা।

কুসুম স্তবক তুল্য মনস্বীর দুই গতি,
হয় জন শিরোপরি, নয় বনে অবনতি।

৫৭। বক্তা শ্রোতা।

কিং করিষ্যন্তি বক্তারঃ শ্রোতা যত্র ন বিদ্যতে
নগ্নক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি।

বক্তায় কি করে নাহি শ্রোতার সমাজ,
নগ্ন ক্ষপণক দেশে রজকে কি কাজ?

৫৮। চিতা চিন্তা।

চিতা চিন্তা সমাযুক্তা 'বিন্দুমাত্রবিশেষতঃ
সজীবং দহতে চিন্তা নির্জীবং দহতে চিতা।

চিতা চিন্তা দোঁহামাঝে, বিন্দু মাত্রে যা কিছু বিশেষ,
নির্জীবে চিতায় দহে, দহে চিন্তা জীয়ন্তে নিঃশেষ।

৫৯। জ্ঞান।

জানন্তি পশবো গন্ধাৎ বেদাৎ জানন্তি পণ্ডিতাঃ
চারাৎ জানন্তি রাজানশ্চক্ষুভ্যামিতরে জনাঃ।

ঘ্রাণে পশুদের জ্ঞান, পণ্ডিতের বেদের বিভবে,
চর-চক্ষে দেখে রাজা, চর্মচক্ষে আর যত সবে।

৬০। ন দেবায় ন ধর্ম্মায়।

ন দেবায় ন ধর্ম্মায় ন বন্ধুভ্যো ন চার্থিনে
দুর্জ্জনেনার্জিতং দ্রব্যং ভুজ্যতে রাজতস্করৈঃ।

ন দেবায় ন ধর্ম্মায়,—নহে ভাগী বন্ধু বা কিঙ্কর,
দুর্জ্জন অর্জ্জিত ধন ভোগ করে রাজা ও তস্কর।

৬১। পরম তত্ত্ব।

অধীত্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ
পরং তত্ত্বং ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসানিব।

চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন, নানা শাস্ত্র করি আলোচনা,
না জানে পরমতত্ত্ব, পাকরস পাচক জানে না।

৬২। ক্ষতি-পূরণ।

দরিদ্রতা ধীরতয়া বিরাজতে
কুরূপতা শীলতয়া বিরাজতে
কুভোজনং চোষ্ণতয়া বিরাজতে
কুবস্ত্রতা শুভ্রতয়া বিরাজতে।

দরিদ্র ধীরতা গুণে শোভয়ে ধরায়,
কুরূপ শীলতা গুণে সুখে ত'রে যায়,
কুভোজন উষ্ণতায় তবু দেয় রুচি,
শুভ্র হলে কুবস্ত্রের দোষ যায় ঘুচি।

৬৩। ধনোপার্জ্জন।

ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনাভবন্তি
ধনৈরাপদং মানবানিস্তরন্তি
ধনেভ্যঃ পরো বান্ধবোনাস্তি লোকে
ধনান্যর্জ্জয়ধ্বং ধনান্যর্জ্জয়ধ্বং।

ধনে হয় কুলহীন কুলের শেখর,
ধন বলে তরে নর বিপদ সাগর,
বন্ধু নাই ত্রিজগতে ধনের মতন,
ধন উপার্জন কর ধন উপার্জন।

৬৪। গতস্য শোচনা নাস্তি।

কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং তথা
গতস্য শোচনা নাস্তি হ্যেতদ্বেদবিদাং মতং।

কৃতের করণ নাই, মৃতের মরণ,
'গতস্য শোচনা নাস্তি'—শাস্ত্রের বচন।

৬৫। চোর না মানে ধর্মের কাহিনী।

ব্যালং বালমৃণালতন্তুভিরসৌ রোদ্ধুং সমুজ্জৃম্ভতে
ভেত্তুং বজ্রমণিং শিরীষকুসুমপ্রান্তেন সন্নহ্যতি
মাধুর্য্যং মধুবিন্দুনা রচয়িতুং ক্ষারাম্বুধেরীহতে
নেতুং বাঞ্ছতি যঃ সতাং পথি খলান্ সূক্তৈঃ সুধাস্যন্দিভিঃ।

মৃণালের তন্তু দিয়ে সর্প কি বাঁধিবে?
শিরীষ কুসুমবৃন্তে হীরক বিঁধিবে?
মধুবিন্দু দিয়ে সিন্ধু করিবে মধুর?
সুকথায় গলাইবে চিত্ত অসাধুর?

৬৬। এক ধনুকে দুই রজ্জু (Two strings to a bow)

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে।

ফল ছায়া দুই দেয় খুঁজি সেই গাছে,
যদি ফল নাই পাই, ছায়াটি ত আছে।

৬৭। আবরণ।

সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহং
নরেন্দ্রাবরণো দেশশ্চরিত্রাবরণাঃ স্ত্রিয়ঃ।

মহাসিন্ধু হয় যথা মহী-আবরণ,
গৃহ-আবরণ যথা প্রাচীর বেষ্টন,
রাজ্য-আবরণ সেই মত নৃপোত্তম,
রমণীর আবরণ সতীত্ব ধরম।

৬৮। শফরী ফর্ফরায়তে।

অগাধজলসঞ্চারী ন গর্ব্বং যাতি রোহিতঃ
অঙ্গুষ্ঠজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে।

নিঃশব্দে অগাধ জলে রোহিত সঞ্চরে,
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ জলে শফরী ফরফরে।

৬৯। অসম্ভাব্য।

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে
শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ।

অসম্ভাব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে,
প্রত্যক্ষ যদিও তাহা হয়;
"শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।"

৭০। ভয়।

পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ং
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধূনাং দুর্জ্জনাদ্ভয়ং ॥

পবনে বৃক্ষের ভয়, হিম ভয়ে নলিনী শুকায়,
পর্ব্বতের ভয় বজ্রে, সাধুজন দুর্জ্জনে ডরায়।

৭১। অব্যবস্থিত চিত্ত।

ক্ষণে তুষ্টঃ ক্ষণে রুষ্টস্তুষ্টোরুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥

ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, তুষ্ট রুষ্ট বার বার,
যে চিত্ত অব্যবস্থিত প্রসাদও ভীষণ তার।

৭২। বৈদ্যরাজ।

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ
এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ

ব্যাধিতত্ত্ব-পরিজ্ঞান, বেদনার আশু প্রশমন,
বৈদ্যের বৈদ্যত্ব এই, আয়ুষ্কর প্রভু তিনি নন

৭৩। বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ।

শরীরে জর্জ্জরীভূতে ব্যাধিগ্রস্তে কলেবরে,
ঔষধং জাহ্নবীতোয়ংবৈদ্যোনারায়ণোহরিঃ।

মহাব্যাধি জর জর শরীর যখন
ঔষধ গঙ্গার জল, বৈদ্য নারায়ণ।

৭৪। ঔষধাদি।

হরীতকীং ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজন্ মাতেব হিতকারিণীং
কদাচিৎ কুপিতা মাতা নোদরস্থা হরীতকী।

আরোগ্য চাহগো যদি খাও হরীতকী,
মাতাসম হিতকারী, আর বলিব কি?
মাতাও কুপিতা যদি কখনও বা হন,
উদরস্থা হরীতকী কভু না, রাজন্।

৭৫। জ্বর-হর।

জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং প্রোক্তং জ্বরমধ্যে চ পাচনং
জ্বরান্তে ভেষজং দদ্যাৎ জ্বরমোক্ষে বিরেচনং।

লঙ্ঘন জ্বরের আগে, মধ্যেতে পাচন,
জ্বরান্তে ঔষধ, জ্বর ছাড়িলে রেচন।

৭৬। বারি।

অজীর্ণে ভেষজং বারি জীর্ণে বারি বলপ্রদং
অমৃতং ভোজনার্দ্ধে তু ভুক্তস্যোপরি তদ্বিষং।

অজীর্ণে ঔষধ জল, জীর্ণে জলে বাড়ে বল,
ভোজনার্দ্ধে অমৃত সে, ভোজনান্তেতে গরল।

৭৭। বৈদ্যের কি প্রয়োজন?

দিনান্তে চ পিবেৎ দুগ্ধং নিশান্তে চ পিবেৎ পয়ঃ
ভোজনান্তে পিবেৎ তক্রং কিং বৈদ্যস্য প্রয়োজনং?

দিনান্তে দুগ্ধপান, নিশান্তে উঠিয়া জল,
ভোজনান্তে তক্রপান, বৈদ্যেতে কি কায বল ?

৭৮। সারং শ্বশুরমন্দিরং।

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরং
হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ।

অসার সংসার মাঝে, সার এক শ্বশুর-আলয়,
মহোদধি হরি-শয্যা, হরধাম দেখ হিমালয়।

৭৯। কমলকুয়ঁরের কারামুক্তি।

১

রাষ্ট্র হয়ে গেল দিল্লী সহর,
বিরাজে প্রাসাদে কমলকুয়ঁর ;
জসলমেরের রূপসী বালা,
রহে রংমহল করিয়া আলা।
বাদীর বাজারে নাই হেন রূপসী,
হার মানে তার কাছে রাজ প্রেয়সী।

২

ও রূপ হেরিতে সবাই অধীর,
বাদসাজাদার বীর মহাবীর ;
প্রাণ হাতে লয়ে আসি দলে দল
পশে ভয়ে ভয়ে অন্দর মহল,
ঘুষ দিয়ে করি বশ প্রহরীদলে
প্রবেশে ওমরা যত রংমহলে।

৩

বেরোয় যবে নিজগৃহ ছাড়ি,
আছিল তাদের লম্বা দাড়ী ;

বিদায় নিয়ে যেই ফিরিয়া আসে
দাড়ীহীন দেখে সবাই হাসে ;
চাঁচাপোঁচা মুখে ঘরে ফিরে দুয়ারে
তাদের আপন মাতা চিনিতে নারে ।

৪

"আমায় যে জন জিনিতে চায়
দাড়ী গোঁপ যেন রাখিয়া যায়"
বয়াজনার শুনিয়ে পণ
সাধিল সবে আদেশ মতন ;
বেচারা কি করে তারা হুকুম শুনি,
শুষ্ক দাড়ী ঝাড়ি ঝাড়ি কেনে তখুনি ।

৫

আমীর ওমরার শুষ্ক দাড়ীতে
কঠিন দড়ি বাঁধা রচে ত্বরিতে ;
বাহির দেয়ালে সটকে তায়
প্রাচীর টপ্‌কে দেশে পালায় ।
ঝুলায়ে দাড়ীর দড়ি প্রাচীর গায়
চারপাশে দিয়ে ফাঁকি পাখী পালায় ।

৬

বাদশা শুনিয়ে জ্বলিল কোপে,
ভয়ে কে কোথায় লুকায় ঝোপে ।
ঝুলিল কাঠে যেতেছিল যারা
রংমহলে পাগলপারা ;
আপন দাড়ীর ফাঁসে আলম্বমান
আমীর পকাশজনা ত্যজে পরাণ ।

• • •

শুনি এ কাহিনী সবে হও সাবধান,
রমণীর মায়াজালে সঁপো না পরাণ।

The Circassian Girl,
Ch. Mackay.

৮০। রাজার আত্মগ্লানি।

Hamlet Act III.

(Scene III)

ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়র (Shakespeare) প্রণীত হ্যামলেট (Hamlet) নাটকের গল্পটি সংক্ষেপে এই :—হ্যামলেটের পিতা ডেনমার্কের রাজা ছিলেন, তাঁর পিতৃব্য Claudius আপন ভ্রাতাকে বধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছেন ; মৃত রাজার মহিষীকে—আপন ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করিয়া রাজত্ব করিতেছেন। এই সূত্রে রাজা এবং রাজকুমার হ্যামলেট ইহাদের মধ্যে মহা বাদ বিবাদ চলিতেছে। রাজা মনে মনে ভাবিতেছেন, হ্যামলেটকে দেশান্তরে নির্ব্বাসিত করিবেন ; রাজকুমারও একটা সুযোগ খুঁজিতেছেন কখন্ রাজাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন। এই সুযোগ উপস্থিত। রাজা প্রাসাদের এক কক্ষে আছেন, হ্যামলেট গিয়া দেখেন তিনি তখন পূজায় ব্যস্ত। তাই তাঁর নিজের অভিসন্ধি হইতে বিরত হইলেন ; ভাবিলেন এ অবস্থায় হত্যা করাটা ঠিক হয় না, কেননা উহাতে হত ব্যক্তির পরকালে সদ্‌গতি হইবারই সম্ভাবনা। এদিকে রাজা প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন—সেই সময়ে তাঁহার মনে যে নানা ভাব তরঙ্গিত হইতেছে নাটকে তাহার সুন্দর চিত্র আছে। রাজার আত্মপরীক্ষার বর্ণনা এইরূপ :—

হায় কি বিষম পাপ দহিছে আমায় !
পূতিগন্ধ উঠে তার স্বর্গ অভিমুখে !
সৃষ্টির আদিম কালে পড়ে অভিশাপ
যার পরে—ভ্রাতৃহত্যা !—সেই মহাপাপ।
প্রভুপদে এ বেদনা চাহি নিবেদিতে—
কিন্তু নাহি পারি। ইচ্ছা যতই প্রবল,
অপরাধ গুরুতর রোধে তার বেগ।

দুর্নৌকায় পদক্ষেপে উভয় সঙ্কট
উপস্থিত! কোন্ দিকে যাই নাহি জানি;
কোন দিকে নাহি গতি—দাঁড়াই স্তম্ভিত!
ভ্রাতৃরক্ত-কলঙ্কিত এই পোড়া হাতে
পড়ে যদি আরো ঘোর কলঙ্ক-কালিমা,
কি তাহাতে? নাহি কিরে স্বর্গের অমৃত
ধারা হেন, হয় যাহে কলঙ্ক মোচন?
তুষার-ধবল পুন? প্রভু কৃপাগুণে
কিনা হয় তবে? পাপভয় পরিহরি
পাপী যদি তাঁর গুণে তরিয়া না যায়,
কিসের সে? প্রার্থনার বলই বা কিসের?
দ্বিবিধ কি নহে তাহা? পাপের আশঙ্কা হেরি
হয় তাহা আশু হ'তে করে সাবধান,
নহে ত পতিত জনে তাঁর ক্ষমাগুণে
করে পরিত্রাণ। চাহ তবে মুখ তুলি,—
অপরাধ এ আমার হয়েছে মার্জ্জনা।
কিন্তু হায় কি কথায় করি এ প্রার্থনা?
"ক্ষম প্রভু ভ্রাতৃহত্যা-অপরাধ মোর?"
বিহিত প্রার্থনা একি? নহে তা সম্ভব।
যে উদ্দেশে হত্যা এই করেছি সাধন—
ঐশ্বর্য্য-আকাঙ্ক্ষা, রাজ্য, মহিষী আমার—
সকলি রয়েছে মোর ভোগে। হায় হায়!
মার্জ্জনা কেমনে পাব ভুঞ্জি পাপ-ফল?
পঙ্কিল সংসার-স্রোতে দেখা যায় বটে
অর্থবলে ধর্ম্ম কভু হয় পরাহত;

অন্যায় অর্জিত যাহা সেই অর্থ দানে
অপরাধী বিচার কিনিয়া লয় কভু !
সে বিচারে চোর হয় সাধু ব'লে গণ্য ।
হোথা ওসবার কিন্তু ব্যর্থ মন্ত্রবল ।
সেই যে অন্তরযামী তাঁর ন্যায়াসনে
ছলনায় নাহি ফল ! নিজ মূর্ত্তি ধরি
করম যাহার যাহা হয় প্রকাশিত ;
এমন কি, অপরাধী আপন বিপক্ষে
আপনিই দেয় সাক্ষ্য তন্ন তন্ন ক'রে ।
কি রহিল তবে ? অনুতাপ— অনুতাপ !
কি না হয় অনুতাপে ! কিন্তু কি উপায়
অনুতাপ অণুমাত্র মনে নাহি যাবে ?
হায় হায় একি দশা হ'লরে আমার !
মৃত্যুর কালিমাপূর্ণ রে দগ্ধ হৃদয় !
রে প্রমত্ত মন মম, বিহঙ্গম যথা
পলাবার তরে করে যতই প্রয়াস,
জালে তত পড়ে জড়াইয়া, ওরে, সেই
দশা তোর ! * দেবতারা রক্ষা কর দীনে ;
শেষ চেষ্টা দেখা যাক্ কি হয় এবার ।
আড়ষ্ট এ জানু মোর হোক অবনত ।
হৃদয় বজ্রকঠিন, হোক্ তাহা এবে
কোমলাঙ্গ নবজাত শিশুর সমান !
পূর্ণ হোক্ মোর মনস্কাম—শুভমস্তু—
ঊর্দ্ধে উঠে বাণী মম, ভূতলে পড়িয়া রহে মন ;
না যায় প্রভুর কাছে অন্তমনা শূন্য সে বচন ।

* মূলে আছে—Help Angels !

৮১। পারসীদিগের ভারতে আগমন।

সপ্তম শতাব্দীতে পারস্যদেশ মুসলমান জাতি কর্তৃক বিজিত ও তাহার শেষ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইলে পর অবশিষ্ট অগ্নি-উপাসক ধর্মনাশ ভয়ে দেশত্যাগী হইয়া ভারতবর্ষে কাঠেওয়াড় প্রদেশে দিউ নামক বন্দরে আসিয়া অবতীর্ণ হন। তথায় তাঁহারা উনবিংশতি বৎসর যাপন করিয়া জনৈক পারসী জ্যোতিষীর পরামর্শে সে স্থান হইতে গুজরাটে প্রস্থান করেন। এই যাত্রীদল সমুদ্রের উপর প্রবল ঝড় তুফানে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে গুজরাটের অন্তর্গত সঞ্জান নামক স্থানে নির্বিঘ্নে উপনীত হইলেন। সেই প্রদেশ তখন যাদু রাণা নামক এক ক্ষত্রিয় রাজার শাসনাধীন ছিল। যখন পারসীরা যাদু রাণার শরণ প্রার্থনা করিলেন তখন রাজা তাঁহাদের রীতি নীতি ধর্মাদি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহারা নিজ জাতি-বৃত্তান্ত ষোড়শ সংস্কৃত শ্লোকে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাজার কর্ণগোচর করেন। ইহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সূর্যং ধ্যায়ন্তি যে বৈ ত্ত্বনলমনিলং ভূমিমাকাশমাপ্যং
তোয়েশং পঞ্চভূতং ত্রিভুবনসদনং স্বায়মন্ত্রৈস্ত্রিসন্ধ্যং
শ্রীহোর্মিজ্দং সুরেশং বহুগুণগরিমাণং হ্যেকং কৃপালুং
গৌরা ধীরাঃ সুবীরা বহুবলনিলয়াস্তেবয়ং পারসীকাঃ।

যাহারা সূর্য্য, অনল, অনিল, ভূমি, আকাশ, পঞ্চভূত ও বহু গুণযুক্ত সুরেশ হোর্মজ্দকে স্বামন্ত্র দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করে, আমরা সেই গৌর ধীর সুবীর বহুবল-নিলয় পারসীক।

"গৌর ধীর মহাবীর, পরাক্রমী পারসিক যোদ্ধা"

রম্যং স্বাঙ্গে সুবস্ত্রং কবচগুণময়ং কঞ্চুকং যে ধরন্তি
যুক্তামূর্ণাং সুপুষ্টাম হিমুখসমিতাং বন্ধনং সর্ব্বকট্যাং
মূর্দ্ধাণং চিত্রবস্ত্রৈঃ পটযুগলতৈশ্চাদযন্ত্যীহনিত্যং
গৌরা ধীরাঃ সুবীরা বহুবলনিলয়াস্তেবয়ং পারসীকাঃ।

যাহারা অঙ্গেতে কবচগুণময় কঞ্চুক, কটিদেশে অহিমুখ মেশমের কটিবন্ধ, মস্তকে পটযুগল চিত্রবস্ত্র ধারণ করে, সেই

"গৌর ধীর মহাবীর পরাক্রমী পারসিক যোদ্ধা।"

ঊর্ণারূপাং সুবর্ণাং সুললিতফলদাং জাহ্নবীস্নানপুণ্যাং
মেষাণাং চৈব পুংসাং ঘনগুণরচিতাং হেমবর্ণাঙ্ক রম্যাং
নাগাকারাং বিশালাং গুরুজনবচনৈর্মেখলাং ধারয়ন্তি
শাস্ত্রোক্তাং শ্রোণিদেশেষ্ণ্ কৃতরজঘনে গৌরধীরাঃসুবীরাঃ ।

যাহারা গুরুজন-বচনে নাগাকার বিশাল সুললিতফলদা স্বর্ণবর্ণ শাস্ত্রোক্ত রেশমী পুণ্য মেখলা জঘন ও শ্রোণিদেশে ধারণ করে, সেই গৌর ধীর সুবীর আমরা।

বেশ্যাভির্নৈব সঙ্গং পিতৃসমগুরুচিন্তা শ্রাদ্ধকালেঽগ্নিচিন্তা,
নো মাংসং যজ্ঞবাহ্যং স্বপিতি নহি ধরায়ামহোপুষ্পনারী
বৈবাহ্যে লগ্নশুদ্ধিস্ত্বশুচি নহি মতা ভর্তৃহীনা পুরস্ত্রী
যেষামাচার এবং প্রতিদিনমুদিতো গৌরধীরাঃ সুবীরাঃ ।

বেশ্যাসঙ্গ বর্জ্জন, পিতৃসম গুরুচিন্তা, শ্রাদ্ধকালে অগ্নি-চিন্তা, যজ্ঞ-মাংস ভোজন, ঋতুমতী নারীর ধরাশয্যা বর্জ্জন, বিবাহে লগ্নশুদ্ধ, ভর্ত্তৃহীনা পুরস্ত্রী অশুচি বলিয়া অবজ্ঞা না করা, এই যাহাদের নিত্য আচার।

চত্বারিংশদ্দিনানি প্রচরতি ন বধূ পাককার্য্যে প্রসূতা
মৌনাঢ্যা স্বল্পনিদ্রা জপবিধিনিরতা স্নানসূর্য্যার্চ্চনেষু
ধ্যায়ন্তে চৈব নিত্যং মরুদনলধরাতোয়চন্দ্রার্কযজ্ঞং
যেষাং বর্ণো ন হীনঃ সততমভয়দো গৌরধীরাঃ সুবীরাঃ ।

বধূ প্রসূত হইলে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত পাককার্য্য হইতে বিরত, মৌনাঢ্য, স্বল্পনিদ্র, স্নান সূর্য্যার্চ্চনা জপবিধি-নিরত, মরুত অনল ধরা চন্দ্রার্ক ধ্যানরত, যজ্ঞসেবী, সদা অহীনবর্ণ আমরা সেই গৌরধীর সুবীর।

শ্রীহোর্মজ্‌দেজ্ঞা মুখ্যঃ সকল বিজয়কৃৎ পুত্র পৌত্রেষু বৃদ্ধি-
দাতাশ্রীঃ পাতু বোঽয়ং বহুধনফলকৃন্নশ্যতু ক্লেশপাপং
তে সর্ব্বে পারসীকাঃ সতত বিজয়িনঃ শ্রীর্জয়েচ্চৈবনিত্যম্
গৌরাধীরাঃ সুবীরা বহুবলনিলয়াস্তে বয়ং পারসীকাঃ ।

"গৌরবীর মহাবীর পরাক্রমী পারসী আমরা।"

সেই সর্ববিজয়দাতা মহধনকদর শ্রীহোর্মজ্‌দ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ও তোমাদের পাপ তাপ নাশ করুন, তিনি আমাদিগকে সতত বিজয়ী করুন। সেই

"গৌরবীর মহাবীর, পরাক্রমী পারসী আমরা।"

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন ও তাঁহাদের বাসযোগ্য একখণ্ড ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

বোম্বাই চিত্র।

পৃষ্ঠা ৪২৯

পারসীধর্ম্মে

অহুর মজ্‌দ বা হোরমজ্‌দ—মঙ্গল স্বরূপ পরম দেবতা।

অহ্রিমান—দানবেশ্বর শয়তান।

পঞ্চম ভাগ

তুকারাম

মহারাষ্ট্রীয় ভক্তকবির জীবনী ও অভঙ্গমালা

তুকারাম

তুকারাম মহারাষ্ট্রদেশের একজন সাধুপুরুষ ও প্রখ্যাত কবি। তিনি ১৫১০ শকাব্দে (খৃষ্টাব্দ ১৫৮৮) পুণা নগরীর অনতিদূর দেহুনামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তুকারাম সেই সময়কার লোক, যে সময়ে মহারাষ্ট্রের জনপদ অনেককাল মুসলমানদের আধিপত্যে অবনম্র থাকিয়া স্বাধীনতা প্রত্যাহরণের জন্য সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠে ও যবন অধিকারের ভিতরে এরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে যাহাতে শতাব্দীর মধ্যে মোগল সিংহাসন সমূলে কম্পমান হইয়া ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। তুকারাম মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীর সমসাময়িক। যে দুইশত বৎসর মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বাধীন রাজ্য উপভোগ করিয়াছিল, তাহার প্রারম্ভে তুকারাম ও শিবাজীর গুরু রামদাস, এই দুই মহাপুরুষ নৈতিক জগতে অভ্যুদিত হন।

তুকারাম জাতিতে শূদ্র ও ব্যবসায়ে বণিক ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা বংশানুক্রমে পণ্ডরপুরের দেব বিঠোবা বা বিট্‌ঠলের পরম ভক্ত ছিলেন ও তথায় তাঁহারা সর্বদাই তীর্থ করিতে যাইতেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে, বিশ্বম্ভর নামে তাঁহার কোন এক পূর্ব্বপুরুষ চিরন্তন প্রথানুসারে পণ্ডরপুরে তীর্থযাত্রায় ব্রতী হয়েন। এইরূপে ষোলবার তীর্থ করিবার পর একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বপ্ন হয় যে, "বিঠোবা দেব ও রুক্মাই দেবীর স্বয়ম্ভূ মূর্ত্তি দেহুগ্রামের এক আম্রবনে নিহিত আছে—তুমি গিয়া তাহা উদ্ধার কর—আর তোমার পণ্ডরপুরে তীর্থপর্য্যটনে যাইতে হইবে না।" পরে বিশ্বম্ভর তাহা উদ্ধার করিয়া দেহুগ্রামে ইন্দ্রায়ণী নদীতীরে এক ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করতঃ সেই মূর্ত্তির যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবধি বিঠোবা দেব বিশ্বম্ভরের কুলদেবতা হইলেন।

তুকারাম বহ্লোজীর তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র। তাঁহার মাতার নাম কণকাই। বহ্লোজীর বৃদ্ধাবস্থায় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাওজীকে সংসারের ভার অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু সাওজী একজন ভগবদ্ভক্ত পুরুষ, সংসারে বীতরাগ, কাজেই তুকারামের উপরেই কর্মকার্য্যের সমস্ত ভার ন্যস্ত হইল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম তের বৎসর মাত্র—কতককাল পর্য্যন্ত তিনি সাংসারিক ব্যাপারে

অগ্র-

ব্যাপৃত থাকিয়া পিতা মাতার সন্তোষ সাধন করিলেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিল—রখুমাই ও জীজাই। কনিষ্ঠ পত্নীর স্বভাব কিছু কর্কশ ছিল ও তিনি তাঁহার স্বামীর বৈরাগ্য ভাবের উপর কিছু বিরক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে একদিন তুকারাম কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার পাইয়াছিলেন। আখের গোছা ঘরে আনিতে আনিতে পথিমধ্যে কতকগুলি বালক তাহার ভাগীদার জুটিল। তিনি একে একে বিতরণ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে তাঁহার হস্তে একটি দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট র'হল। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে গৃহিণী কোথা হইতে সকল কথার সন্ধান পাইয়াছেন। স্বামীর এইরূপ আচরণে জীজাই রাগান্ধ হইয়া সেই ইক্ষু গাছটি কাড়িয়া লইয়া পতির পৃষ্ঠোপরি এমন সজোরে প্রহার করিলেন যে তাহা দুই খণ্ড হইয়া গেল। তুকারাম এই দুই ইক্ষু খণ্ড হস্তে লইয়া শান্তভাবে কহিলেন—"প্রিয়ে, তুমি আমাকে এত ভালবাস যে এই আখ গাছটি একলা খাইতে ভাল লাগিবে না বলিয়া তাহা দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, যে আমিও একটুখানি প্রসাদ পাই।"

তুকারামের বিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী রখুমাইর মৃত্যু হয়। ঐ বৎসর সন্ত নামক তাঁহার একটি পুত্রও মরিয়া যায়। ইতিপূর্বে তাঁহার পিতা মাতার বিয়োগ ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হন—এই দুঃসময়ে আবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে ছাড়িয়া তীর্থযাত্রায় চলিয়া যান। ইহার উপর দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট, এই সকল কারণে তিনি সংসারের উপর বিরক্ত ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বরারাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন। এইরূপে তাঁহার জীবনের পূর্ব্বার্দ্ধ অতিবাহিত হইল।

তুকারামের রচিত পদাবলীর নাম "অভঙ্গ"। ইহা বিবিধ তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ, মহারাষ্ট্রীয় প্রাচীন সাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গ। তুকার জীবনের অনেকগুলি ঘটনা এই সকল কবিতার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবি ইহাতে আত্মজীবনী নিজ হস্তেই এক প্রকার লিখিয়া রাখিয়াছেন, কেবল উপযুক্ত বিষয় সকল বাছিয়া লইলেই হইল। তাঁহার সহভক্ত ভ্রাতৃগণ তুকারামকে তাঁহার বৈরাগ্য অবলম্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যে সকল অভঙ্গে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

শূদ্রজাতি, সংসার চালাই ব্যবসায়ে,
বিঠ্‌ঠল গৃহ-দেবতা, নমি তাঁর পায়ে।
এ সকল কথা কহা ভাল বড় নয়,
শুধাইছ, সেই হেতু কহিবারে হয়।
মা বাপের মৃত্যু হ'লে পড়িয়া সংসারে,
সহিনু কতই কষ্ট কহিব কাহারে ?
ধন মান সঁপিলাম দুর্ভিক্ষের গ্রাসে,
অন্নাভাবে গৃহিণী, মরিলা উপবাসে।
লজ্জায় শরমে শেষে হ'য়ে মর' মর',
দুঃখ শোকে একেবারে হয়ে জরজর,
ব্যবসায়ে দেখিয়া দারুণ লোকসান্‌,
দেবতা মন্দিরে গিয়ে, কৈনু বাসস্থান।
এগারই দিনে আরম্ভিনু সঙ্কীর্ত্তন,
কিন্তু অধ্যয়নে তত নাহি ছিল মন,
সাধুদের উক্তিকত পবিত্র বচন
মুখস্থ করিয়া লৈনু করিয়ে যতন।
অন্য কেহ যদি কভু গাইতেন গান,
আমিও ভক্তির সাথে মিলাতেম তান।
লজ্জা দূর করি দিয়া, শুদ্ধ করি প্রাণ,
সাধুর চরণামৃত করিতাম পান।
পর-উপকার সদা করিবার তরে
শরীরের প্রতি মায়া দিনু দূর ক'রে।
বন্ধুদের অনুরোধে দিলাম না কাণ,
সংসারের প্রতি আর রহিল না টান।
অপরের পরামর্শ না আনি শ্রবণে
সত্য অসত্যের সাক্ষী করিলাম মনে।

স্বপ্নে মোর গুরুমন্ত্র করিয়া প্রদান,
ঈশ্বরে অচলা ভক্তি করিনু স্থাপন।
কবিত্ব প্রতিভা পরে স্ফূর্তি পেল মনে,
অর্পণ করিনু হৃদি বিঠোবা চরণে।
নিষেধ * হইল শেষে কবিতা লিখায়,
বড়ই আঘাত তাহে পাইনু হিয়ায়।
গ্রন্থ মোর ফেলি জলে, গেলাম মন্দিরে,
দেবতা প্রসন্ন মোরে হইলা অচিরে।
সব কথা বিস্তারিয়া কহিবারে পাছে
সময় বহিয়া যায়, এত কথা আছে।
এখন যে ভাব মোর দেখিছ সকল,
ভবিষ্যতে কি হইবে জানেন বিঠ্ঠল।
ভকতে না উপেক্ষা করেন নারায়ণ,
করুণাসাগর তিনি জানিনু এখন।
পাণ্ডুরঙ্গ বলালেন যে কথা সকল,
তাই একমাত্র মোর রহিল সম্বল।

১৩৩৪

আমি অতি হীন পাপী শুন সাধু সবে,
এত ভালবাস মোরে কেন বল তবে?
মনে জানিয়াছি গতি নাহিক আমার,
এক ভেবে কাজ করি, লোকে ভাবে আর।
কিছুতেই পূরিল না অভাব যখন,
বর্ত্তমান দশা তবে করিনু গ্রহণ।
অবশেষে ফুরাইয়া গেল মোর ধন,
অবশিষ্ট যাহা কিছু কৈনু বিতরণ।

---

* তুকারাম শূদ্র বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তিনি কবিতা লিখনে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন।

দাদা হতে ভাইদের করিয়া বর্জন,
হইলাম হতবুদ্ধি বিষাদে মগন।
লোকমাঝে মুখ আর দেখাবনা মনে,
কাটাই জীবন মম বিজনে কাননে।
পেটের জ্বালায় মন হইল কঠিন,
পেটের জ্বালায় হৈনু দয়ামায়া হীন।
যে যা' বলে বসে থাকি আপনার মনে,
না শুনে 'হাঁ' দিয়া যাই সবারি বচনে।
পূর্ব্ব পুরুষেরা মোর ছিল ভক্ত অতি,
তাই আমি বিঠোবার করি গো আরতি।
তুকা বলে "কারো কথা নাহি শুনি আর,
ভক্তদের এই গতি জানিয়াছি সার।"

১৩৩৫

হে দেব যা কিছু মোর আছিল বিভব,
আমার ভালরি তরে নিয়াছ সে সব।
দুর্ভিক্ষের কালে যত পড়িয়াছি ক্লেশে,
আমার ভালরি তরে হইয়াছে শেষে।
শোক পেয়ে তোমা পরে ভক্তি গেল দড়,
সংসারের উপরে বিরাগ হল বড়।
ভালই যে পত্নী মম হইলা কর্কশা,
ভাগ্য মোর লোকমাঝে এত যে দুর্দ্দশা।
ভালই যে জগতে পাইনু উপহাস,
গোমেষাদি ধন ধান্য সব হল নাশ।
লোকলাজ না রাখিনু হইল মঙ্গল,
তোমারে করিনু হরি জীবন-সম্বল!
তোমার মন্দিরে আজি সঁপিলাম কায়া,
তেয়াগিয়ে পুত্র জায়া সংসারের মায়া।
"ভাগ্য মোর" তুকা বলে, "করিনু ধারণ,
একাদশী ব্রত উপবাস জাগরণ।"

উপরে তুকারাম তাঁহার স্ত্রীকে কর্কশা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—নিম্নোক্ত কতিপয় শ্লোকে তাঁহার সেই স্ত্রীর উগ্রমূর্ত্তি আরো জলন্ত ভাবে চিত্রিত দেখা যায়।

৫৩৬

আমারি বেলায় উনি যোগী,
নিজের ত বাকি নাই সুখ,
সব সুখ ঘরে আসে, তবু
আমারি ত ঘুচিল না দুখ।
ঘরে মোর অন্ন নেই ব'লে
বল দেখি যাই কার দ্বার?
এই পোড়া সংসারের তরে,
আপদ সহিব কত আর?
অন্ন অন্ন ক'রে রাত দিন
ছেলেগুলা খেলে যে আমায়!
মরণ তাদের হয় যদি
সকল বালাই ঘুচে যায়!
সকলি বেঁটিয়ে নিয়ে যান,
তিলমাত্র ঘরে থাকা ভার।
তুকা বলে "দূর পোড়ামুখী,
আপনি মাথায় নিলি ভার।
এখন তাহার তরে মিছে
কাঁদিলে কি হবে বল আর?"

৫৩৭

বোধ হয় এ পাষণ্ড
পূর্ব্বজন্মে ছিল মোর অরি।
এ জনমে স্বামী হ'য়ে
বৈর সাধিতেছে এত করি।
কত দুঃখ সব আর,
কত ভিক্ষা মাগি পর দ্বারে,

বিঠোবার মুখে ছাই—
কি ভাল করেন এ সংসারে ?
তুকা বলে "স্ত্রী আমার
রাগিয়া কতই কটু ভাষে,
কভু বা কাঁদিয়া মরে,
কভু বা আপন মনে হাসে।"

৫৮

ঘরে দুটো অন্ন এলে
ছেলেদের দেব কোথা খেতে।
হতভাগা তা দেবে না,
সকলি পরেরে যা'ন দিতে।
তুকা বলে "অতিথিরে
যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মত এসে
হতভাগী ধরে মোর হাত।
না জানি যে পূর্ব্ব জন্মে
কতই করিয়াছিলি পাপ।"
তুকা বলে "এ জনমে
তাই এত পেতেছিস্ তাপ।"

৫৯

খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
মাথায় জড়ান তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন না ফিরে।
নিজের হলেই হল খাওয়া
আমাদের দেখেন না চেয়ে।
খর্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু
মন্দিরে বেড়ান গেয়ে গেয়ে।

কি করিব বল্ বেশি, বাছা,
কিছুই ত ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন এক রতি,
চ'লে যান অরণ্যে সদাই।
ভুকা বলে "ধৈর্য্য ধর মনে
এখনো সকল ফুরায় নাই।"

৫৭০

গেছে সে আপদ গেছে,
ঘরেতে থাকিবে তবু রুচি,
যা হোক্ তা হোক্ ক'রে
পেট ভ'রে খেতে পাব দুটি।
বোকে বোকে দিছু এলো,
জ্বালাতন হ'নু হাড়ে মাসে,
ভুকা বলে "যদিও সে
দিবা নিশি কত কটু ভাষে।
ভুকারে ভুকার স্ত্রী যে
মনে মনে তবু ভাল বাসে।"

৫৭১

ঘরে আর আসে না সে,
কোন পরিশ্রম নাহি করে
নিজে না কি খেতে পায়
রোজ রোজ সুখে পেট ভোরে।
না উঠিতে শয্যা হতে—
যিনি দলবল ভূলা সাথে
করতাল বাজাইতে
আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।
খেয়েছে লজ্জার মাথা,
জ্যান্তে তারা মড়ার মতন,

ঘরে আছে ছেলে পিলে,
তাদের ত না করে যতন।
স্ত্রী তাদের পোড়ে আছে—
হতভাগী লাজ দুঃখ ভরে
অভিশাপ দিতে দিতে
মাথায় পাথর ভেঙ্গে মরে।
"ভাগ্যে যাহা আছে তাহা",
তুকা বলে, "থাক সহ্য করে।"

৫৭২

হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নাই হাতে ?
তুকা কহে "ঈশ্বরের তরে,
ব্রহ্মাণ্ড মিলেছে মোর সাথে।
ভাল মুখে দু চারিটা কথা,
না জানি তাহে কি শক্তি আছে ?
কোথাও যায় না যারা কভু,
ভালবেসে আসে মোর কাছে।
এও সে বাদে না ভাল হায়,
ভাগ্য কি বা আছে এর বাড়া—
সকল লোকের পাছে পাছে
কুকুরের মত করে তাড়া।"

তুকারাম সংসার আশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া ভজন পূজন কীর্ত্তনে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রত্যূষে স্নান করিয়া বিঠোবার মন্দিরে গমন ও দেবপূজাদি সমাপন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান, এই তাঁর নিত্য নিয়মিত কর্ম। দেহুর তিন ক্রোশ পশ্চিমে "ভাণ্ডারী" নামক পাহাড় তাঁহার প্রিয় আবাসস্থান ছিল। তথায় সমস্ত দিবস ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকিয়া সন্ধ্যার সময় দেহুতে ফিরিয়া আসিয়া বিঠোবার মন্দিরে ভজনাদি করিতেন।

এইরূপে তাঁহার দিন যায়। এখনো পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের গতি নিরূপিত ও

বিশ্বাসের স্থিরতা সম্পাদিত হয় নাই। মাঘ মাসের দশমী শুক্লপক্ষের রাত্রিতে তাঁহার এক স্বপ্ন হয়, তাহাতেই তাঁহার জীবন-স্রোত নিয়মিত হইল। সেই স্বপ্নে বাবাজি নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন ও চৈতন্যের শিষ্য বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া তুকারামকে "রাম, কৃষ্ণ, হরি" এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং রাঘব-চৈতন্য ও কেশব-চৈতন্যকে গুরু বলিয়া মানিতে উপদেশ দেন। সেই সময় অবধি তুকারামের হৃদয়-গ্রন্থি খুলিয়া গেল—সকল সংশয় ভঞ্জন হইল। তাঁহার মনে যে অগাধ শান্তি ও আশার উদ্রেক হইল তাহা নিজেই কতিপয় শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন।

৩৭১

শুন দেব, মনে যাহা করেছি নিশ্চয়,
জীবন সঁপিনু পদে হইয়ে নির্ভয়।
সকলি করেছি ত্যাগ, তোমারেই চাই,
সংশয় আশঙ্কা ভয় আর কিছু নাই।
হে অনন্ত দেব, মোর আছিল সম্বন্ধ তোর
তব সাথে বহু পূর্ব্বে যাহা,
মিলি যত সাধুগণ, আমাদের সে বাঁধন
দৃঢ়তর করিলেন আহা!
আর কিছু নাই, শুধু ভক্তি ও জীবন,
যা আছে তোমারি পদে করেছি অর্পণ।
সাধুগণ সঁপিয়াছে, আমারে তোমারি কাছে,
আমি কভু ছাড়িব না ও তব চরণ;
তুমিই কর গো মোর লজ্জা নিবারণ।

এই সময় হইতে তুকারাম কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। যে ঘটনায় তিনি ভারতী-বন্দনায় জীবন উৎসর্গ করিলেন তাহা ১৩২০-২১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

১৩২০

নামদেব পাণ্ডুরঙ্গে লয়ে সঙ্গে ক'রে
একদা দিলেন দেখা স্বপ্নে তিনি মোরে।

আদেশ করিলা মোরে কবিতা রচনে,
বিষ্ঠা দিন না থাপিয়া প্রলাপ বচনে।
ছন্দ করি দিলা মোরে—গভীর সে বাণী,
বিঠ্ঠলজী নিজ হস্তে ধরেন লেখনী।
কহিলেন পীঠ মোর চাপড়িয়া হাতে,
একশত কোটি শ্লোক হইবে পুরাতে।

১৩২১

যদি মোরে স্থান দেও তব পদছায়,
দিবানিশি সাধু সঙ্গে রহিব সেথায়।
যাহা ভাল বাসিতাম ছেড়েছি সকল,
তুমি মোরে ছাড়িও না শুন গো বিঠ্ঠল।
চরণের একপাশে দেহ যদি স্থান,
শান্তি সুখে কাটাইব এ মম পরাণ।
নামদেবে তুকারামে পাঠালে স্বপনে,
তোমার প্রসাদ এই গাঁথা র'ল মনে।

লোকের বিশ্বাস এই যে তুকারাম, কবি নামদেবের অবতার বিশেষ। মুকুন্দরাজ, জ্ঞানদেব, নামদেব, মহারাষ্ট্র দেশের আদি কবির মধ্যে পরিগণিত। নামদেবের মৃত্যুকাল শকাব্দ ১২৫৩ (খৃষ্টাব্দ ১৩২৮)। নামদেব ও তুকারামের সম্বন্ধে মহীপতি তাঁহার "ভক্তলীলামৃত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে নামদেব শতকোটি অভঙ্গ রচনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া ৯৪ কোটি ৪৯ লক্ষ অভঙ্গ রচিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন; তিনিই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করিবার উদ্দেশে তুকারাম হইয়া পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে তদনুসারে তুকারাম ৫ কোটি ১ লক্ষ ৪৪০০০ শ্লোক রচনা করেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তুকারামকৃত ৪,৬০০র অধিক সংখ্যক অভঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুকারাম এই সকল অভঙ্গ অধিকাংশ বিঠোবা মন্দিরে রচনা করিতেন। কবিতা রচনার উপযোগী আরও বিজন স্থান তাঁহার মনোনীত ছিল, সে স্থানটি এখনো কোন ভ্রমণকারী দেহু দর্শনে গেলে তাঁহাকে "তুকার আশ্রম" বলিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়।

এই সময় "ভজন ও কথকতা" এই দুই দ্বার দিয়া তুকারামের কবিত্ব শক্তি

বিশেষ স্ফূর্তি পায়। ছন্দোময় বাক্যে ঈশ্বরের ভজনার নাম "ভজন" ভজন-কর্তা স্বরচিত কবিতা অথবা গীতাবলি গান করেন ও পরে শ্রোতৃবর্গ সমস্বরে সেই গানে যোগ দেন। এইরূপ ভজনের সময় তুকারাম কত অগণ্য অগণ্য অভঙ্গ সদ্য সদ্য রচনা করিয়া গান করিতেন, তাহা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়া থাকিবে। এই সকল অভঙ্গ লিপিবদ্ধ হইলে ইহাদের সংখ্যা প্রবাদ-অনুযায়ী কোটি না হউক, নিদানপক্ষে লক্ষেও পৌঁছিতে পারিত। তুকারামের অভঙ্গ জনসমাজে সমাদৃত ও প্রখ্যাত হইবার অপর এক সূত্র "কথকতা"। মহারাষ্ট্রদেশে ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা ও ব্যাখ্যানের প্রধান সাধন কথকতা। ইহাতে কথক দেব বন্দনাদি পাঠ করিবার পরে কোন একটি কবিতা কিংবা বচন অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন। নানা গ্রন্থ হইতে উপদেশ প্রদান ও মধ্যে মধ্যে গল্প ইতিহাস ও কথাচ্ছলে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন এবং কবিতাটির মর্ম তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া, কথকতার উদ্দেশ্য। সঙ্গীত কথকতার এক প্রধান অঙ্গ। কথক, কাব্য অথবা পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে যে সকল কবিতা ও বচন পাঠ করেন তাহা শ্রোতৃগণ তাঁহার পশ্চাতে আবৃত্তি করেন। মহারাষ্ট্রে কথকেরা বহু মান্যগণ্য ও তাঁহাদের উপদেশ সাধারণ জনসমাজে ধর্ম প্রচারের বিশেষ উপযোগী। এইরূপ বক্তৃতা যতদূর ফলোপধায়ী হইতে পারে তুকারামের মুখে তাহার চতুর্গুণ ফল প্রসব করিত, সন্দেহ নাই। কেননা তুকারামের বক্তৃতা কেবল মুখের নয়—তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে তাহা নিঃসৃত হইত। তাঁহার পবিত্র চরিত্র অকৃত্রিম ঈশ্বর ভক্তি ও বিনা মূল্যে উপদেশ প্রদান, এই ত্রিবেণী সঙ্গমে তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইত।

তুকারামের কীর্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টলোকের বিদ্বেষ-দৃষ্টিও তাঁহার উপর নিপতিত হইল। শূদ্র হইয়া তিনি বেদোদ্বোধন করেন—গুরুর ন্যায় ধর্মোপদেশ দেন—লোকেরা ভক্তিভরে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে—ইহা ব্রাহ্মণদের চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে কোন কোন দুরাত্মার দ্বেষ ও ঈর্ষা জন্মিয়া উঠিল ও তাঁহারা তুকারামের প্রতি বৈর-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেহগ্রামে মম্বাজী নামে একজন গোঁসাই বাস করিতেন—তাঁহার হস্ত হইতে তুকারামের উপর অত্যাচারের প্রথম সূত্রপাত হয়। বিঠোবা-মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে মম্বাজীর একটি বাগান ছিল, তাহা তিনি কাঁটাগাছের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইলেন। একাদশীর দিন

দেহুর এক উৎসবের দিন, সে দিন বিঠোবা-মন্দির লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তুকারাম দেখেন যে এই সকল কাঁটাগাছে লোকদিগের প্রদক্ষিণ স্থান পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি স্বহস্তে তাহা উৎপাটিত করিয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহাতে মহাজী কোপাবিষ্ট হইয়া সেই সকল কণ্টক-যষ্টি দিয়া তুকারামকে উত্তম মধ্যম বিলক্ষণ প্রহার করিলেন। তুকারাম ঐ প্রহারকের প্রতি বিন্দুমাত্র কোপ প্রকাশ না করিয়া তাঁহার নিত্য নিয়মিত কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিলেন, যেন কিছুই হয় নাই। "অসাধুং সাধুনা জয়েৎ" এই উপদেশ মত কার্য্য করিয়া জয়লাভ করিলেন। তুকারাম যে কয়েকটি শ্লোকে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

৩৫৫

"অসাধুং সাধুনা জয়েৎ"

ছাড়িব না ছাড়িব না, ছাড়িব না হে বিঠোবা
তোমারি চরণ।
যতই যন্ত্রণা আসে, আসুক কি করিবে সে
না হয় হইবে মরণ।
শস্ত্রধারী আসি কেহ, খণ্ড যদি করে দেহ,
তবু নাহি ডরি।
তুকা বলে "সাবধান, হোয়ে আছি আত্মবান্,
চিত্তে মোর শরণ ধরি।"

৩৫৬

বেশ বেশ বড় ভাল, বিঠোবা হে করে ভাল,
শাপে বর দান।
ক্ষমাগুণ শেখাবারে, হানিলে এ দেহোপরে
কণ্টকের বাণ।
কটু কাটবা গালি, মোর পৃষ্ঠে দিলা ঢালি
তাহে পাই প্রাণ—
তুকা বলে "কৃপা করি, সংহারিয়া ক্রোধ অরি
দিলে পরিত্রাণ।"

৩৫৭-

ভরিছু ভরিছু দেব ভরসে আমায়,
অদৃষ্টে যা ছিল ভাল, তাই মোর তাই হল,
কি বলিব হায়!
যতনে সরল চিতে, কাটা তুলি নিজ হাতে,
পথের আটক।
"কত সহি" তুকা বলে, "নাশি কিন্তু রিপুদলে,
হৈনু নিষ্কণ্টক।"

এরূপ সহিষ্ণুতার ফল অচিরেই ফলিল। তুকার সাধু ব্যবহারে মম্বাজীর ক্রোধানল আপনাপনি নিবিয়া গেল ও তিনি তুকারামের প্রতি বিরক্তি ভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুরক্ত ভক্তের মধ্যে গণ্য হইলেন।

পুণার নিকটবর্তী বাঘোলী গ্রামস্থ রামেশ্বর ভট্ট নামক আর একজন ব্রাহ্মণ তুকারামের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তিনি তুকারামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অমূলক অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাঁহার প্রতি গ্রামাধিকারীদিগের বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিলেন ও দেহুর পাটেলের নিকট হইতে তাঁহার গ্রাম বহিষ্করণের এক অনুজ্ঞাপত্র বাহির করিলেন। তুকারাম মহা বিপদে পড়িয়া এইরূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

গাঁয়ের মণ্ডল, করে গণ্ডগোল,
কার কাছে ছুটি ভিক্ষা মাগি গো এখন।
নিরম্ভ কর দোষে, দোষী করে রোষে,
আদালতে নিয়ে চলি, বলিয়া শালায়,
মিলে লোকজন, বুঝাইল ভুল,
লাজে হতে ভিখারীর অন্ন মারা যায়।
এ হেন অসৎ সঙ্গে রহিব না আর,
তুকা বলে "চল যাই, পাণ্ডুরঙ্গ দ্বার।"

রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের হীনজাতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বহুবিধ তীব্র ভর্ৎসনা সহকারে তাঁহাকে কবিতা রচনা করিতে একেবারে নিষেধ করিলেন। তুকারাম বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—"আমি অদ্যাবধি যাহা কিছু রচনা করিয়াছি সকলই

পাণ্ডুরঙ্গের আদেশে, কিন্তু দেখিতেছি ব্রাহ্মণের আদেশও আমার শিরোধার্য্য, অতএব আপনার আজ্ঞানুসারে এখন হইতে আমি কবিতা রচনায় বিরত হইলাম—যে সকল কবিতা আজ পর্য্যন্ত বিরচিত হইয়াছে তাহা কি করা যাইবে মহাশয় অনুমতি করুন।" রামেশ্বর ভট্ট তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী জলমগ্ন করিবার আদেশ করিলেন। তুকারাম অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া দেহুতে গিয়া বিঠোবা দেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৎপরে তাঁহার গ্রন্থ দুই প্রস্তরফলকের মধ্যে রাখিয়া কাপড়ে যত্নে বাঁধিয়া নিজ হস্তে ইন্দ্রায়ণী নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। পরে লোকেরা আসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"সন্ন্যাসিজি! আগে একবার তুমি খাতাপত্র নদীতে ডুবাইয়া সংসার ডুবাইয়া দিলে—এখন আবার তোমার কবিতাগুলি নদীতে ডুবাইয়া পরমার্থও ডুবাইলে—তোমার এ-কূল ও-কূল দু-কূল গেল।" এই সকল কথা তুকারামের বক্ষে বজ্রপাত তুল্য আঘাত করিল। তিনি অন্ন পান পরিত্যাগ করিয়া বিঠোবা-মন্দিরের প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিলেন ও যে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত উঠিবেন না নিশ্চয় করিলেন। এইরূপে ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহিত হইল।

তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। শত্রুদের উল্লাসের আর সীমা রহিল না। তাহারা মনে মনে কত দর্প করিতে লাগিল—এবার আর এই শূদ্রটার মুখ হইতে বেদবাণী শুনিতে হইবে না। কিন্তু স্বয়ং বিঠোবা যাঁহার সহায়—তাঁহার কি ভয়? কিসের অভাব? অচিরাৎ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ত্রয়োদশ দিবসে তাঁহার গ্রন্থ নদীর উপর ভাসিয়া উঠিল ও লোকেরা তাহা তুকারামের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। এই উপলক্ষে তিনি যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

২২৪২

অন্যায় করিনু ঘোর—
মরমে বিঁধিছে অনিবারে,
লোকের গঞ্জনা শুনে,
কত কষ্ট দিলেম তোমারে।
মোর দুখ ভাগী স্বামী, মূঢ়মতি দীন আমি,
অনাহারে অনিদ্রায় ক্লেশ দিন রহি,

মম দুখে দুখী কবি তোমারে, সমরে যদি—
তাই গো দ্বিগুণ জ্বালা সহি।
আমার মরণ দায় ফেলি তব শিরে,
কাজেই বাঁচাতে তাই হল মুমূর্ষুরে।
"জল মধ্যে প্রেম খানি ক'রে সংরক্ষণ"
দুকা বলে, "নিজ ভক্তে করিলে রক্ষণ।"

২২৫০

কৃপাময়ী মা আমার অনাথ শরণ,
বালকের বেশে মোরে দিলে দরশন।
প্রকাশি সগুণ মূর্ত্তি শান্ত কর চিতে,
আলিঙ্গন দিলে তব ভকতে তারিতে।
বন্ধুর সহায় দিয়ে, সাধু সঙ্গে মিলাইয়ে,
উদ্ধার করিলে মোরে সব দুঃখ হতে।
দুকা বলে, "অপরাধে, ক্ষমা কর গো জননী
যাচি করপুটে;
মরিলেও তোমারে মা, আর কভু ফেলিব না
এ হেন সঙ্কটে।"

২২৫১

সহিব অবাধে আমি সহস্র পীড়ন,
ফেলুক বিপদে মোর যতেক দুর্জন।
তোমায় আমার লাগি ফেলিব না দায়ে,
আমায় রেখো গো মাতা তব পদছায়ে।
এবার করেছি দোষ আমি যে চণ্ডাল,
জলে আগুলিয়ে প্রেমে রাখিলে কৃপাল।
মন্দমতি সে সময়ে না কৈনু বিচার,
তোমারে ডাকিতে মোর কিবা অধিকার।
জানি না আমি হে দেব কেমনে মহত্তে,
আমার যে দুঃখ তায়, কহি গো বলিতে।

হবার যা হয়ে গেছে বৃথা এ শোচনা,
তুকা বলে "জানিলাম ভবিষ্য-যোজনা।"

২২৪৫

কি জানিবে পাণ্ডুরঙ্গ, তব অন্ত এ পামর,
কি না তুমি কর দেব, যদি ধৈর্য্য ধরে নর।
আমি অতি মূঢ়মতি উতলা হইনু,
তবু কৃপানিধি তব আশ্রয় লভিনু।
দেবের তুমি হে দেব, জীবের জীবন,
কেন তবে করি মোরা বৃথায় ক্রন্দন।
তুকা কহে সকাতরে—"পতিত এ জন
তব দ্বারে ধরা দিনু—অন্যায় কেমন।"

২২৪৬

কেন এত ডাকিলাম হরি হরি করি,
আঘাত কি করেছিল পিঠে তীব্র ছুরি?
র'য়ে তুমি দুই ঠাঁই জলে আর স্থলে,
রক্ষণ করিলে গ্রন্থে, তুকারে বাঁচালে।
মা-বাপে তাড়ান হেরি একটু অন্যায়,
তুমি কিন্তু কত সও কি বলিব হায়।
তুকা কহে "কৃপাময়, কেমনে বাখানি
তোমা হেন হিতকারী—নাহি মোর বাণী।"

২২৪৭

মা হ'তে মায়ালু তুমি, চাঁদ হ'তে তুমি হে শীতল,
তোমাতেই, আহা মরি, বাস করে প্রেম সু-নির্মল।
তুমি ত পুরুষোত্তম, উপমা কোথায়।
তোমার নামের গুণে পাপী ত'রে যায়।
অমৃতে সৃজিলে, নিজে তা হতে মধুর,
তব সৃষ্টি পঞ্চভূত এই বিষাতুর।

ভক্ত হয়ে নমে প্রভু তুকা তব পায়,
অপরাধ ক্ষমা কর, এই ভিক্ষা চায়।

২২৪৮

দুর্ব্বল অন্যায়ী আমি কত আর ক'ব,
বিঠ্ঠল আশ্রয় দেহ, আর কি চাহিব।
জানি গো যে এ সংসার—দুস্তর জঞ্জাল,
থাকিতে না পারি ইথে তিলেক ক্ষণকাল।
বাসনার যে তরঙ্গ করে কত রঙ্গ,
সে কল্লোলে পড়ি যদি শান্তি হয় ভঙ্গ।
তুকা বলে "পাণ্ডুরঙ্গ, তুমিই ভরসা
বিরাজি হৃদয়ে মোর ঘুচাও দুর্দ্দশা।"

তুকারামের কবিতাগুলি ইন্দ্রায়ণীতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর তাঁহাকে বিভ্রান্ত দেখিয়া কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তুমি বিঠোবার প্রকৃত ভক্ত নও, তোমার ধৈর্য্য নাই, বিশ্বাস নাই, তোমার ভক্তি কেবল ভাণ মাত্র। তুকারাম এই কঠোর বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন কিন্তু তখন অপর কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বিঠোবার নিকট এইরূপে ক্রন্দন করেন—

সেবকে করুণা করি, বিচারিয়া বল, হরি!
আমি কি গো নহি তব দাস?
তোমার চরণ ভিন্ন, এ জগতে বল অন্য
কিবা মোর আছে অভিলাষ?
কার তরে সুখ আশা, সংসারের ভালবাসা
বল, সব ঢেলেছি অনলে?
যদি মোর ধৈর্য্য নাই, ও চরণে ভিক্ষা চাই,
বলীয়ান্ কর তব বলে।
বীজ যদি দয়াময়, অনলেতে দগ্ধ হয়,
জিয়ে পুন তোমারি কৃপায়।
এ কঠোর পরীক্ষায়, প্রাণ যদি ফেটে যায়,
তবুও পড়িয়া রব পায়।

তুকা বলে "কি বলিব, কার কাছে নিবেদিব,
কে বুঝিবে প্রাণের ক্রন্দন ?
ইহকালে পরকালে, কেহ মোর কোন কূলে
নাহি হরি, তুমিই শরণ।"

এদিকে যেমন নদীর বক্ষ হইতে তুকারামের গ্রন্থোদ্ধার হইল-ওদিকে আবার তুকা-বিদ্বেষী রামেশ্বর ভট্টের দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। প্রবাদ এইরূপ যে, পুনার জনৈক ফকীরের একটা পাতকুয়া ছিল, রামেশ্বর ভট্ট তাহার জলে স্নান করিয়া দেখেন যে তাঁহার শরীর শীতল হওয়া দূরে থাকুক—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে, বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার শরীর অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইতেছে। অনেক দিন এইরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর তাঁহার স্বপ্ন হইল যে তুকারামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এ রোগের একমাত্র ঔষধ। তুকারামের গ্রন্থোদ্ধারের কথাও ঐ সময় তাঁহার কর্ণগোচর হইল। অবশেষে তিনি তাঁহার কৃতাপরাধের জন্য বিস্তর অনুতাপ করিয়া তুকারামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তুকারাম তাহার এই উত্তর দেন :—

১৭৫১

চিত্তশুদ্ধি হলে পরে শত্রু হয় মিত্র ;
বাঘে নাহি খায়, সাপে না দংশায়, এমনি বিচিত্র।
বিষ সে অমৃত, বিপদ সম্পদ, অনীতি সেও হত নীত।
দুঃখ অমঙ্গল, প্রসবে শুভ ফল, অগ্নিজ্বালা হয় প্রশমিত।
প্রাণীতে প্রাণীর টান, ভাবে সবাই সমান,
এই তো গো স্বাভাবিক রীত।
তুকা বলে "তোমা পরে তুষ্ট নারায়ণ,
অনুভবে তাহা তুমি বুঝিলে এখন।"

এইক্ষণ অবধি রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের একজন পরম ভক্ত শিষ্য হইলেন। যাহাকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেন তাঁহাকে দেবতা রূপে পূজা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার বোধগম্য হইল যে "ভগবদ্ভক্তের কোন জাতি নাই—যেমন শালিগ্রাম প্রস্তর হইয়াও পূজার্হ, সেইরূপ ঈশ্বরানুরাগী পুণ্যাত্মার প্রতি নীচ জাতির দোষ অর্শে না। এই কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মকাণ্ডের কুচক্রে পড়িয়া জাত্যভিমানে

দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। তুকা সামান্য ব্যবসায়ী বণিক নহেন—তিনি বিঠোবার চরণ-দাস—তাঁহার মত জ্ঞানী ও ভক্ত পুরুষ পৃথিবীতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।" এইরূপে তুকার প্রতি রামেশ্বর ভট্টের ভাব আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি যে সকল কবিতা ডুবাইয়া ফেলিবার আদেশ করিয়াছিলেন তাহা নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তুকারামের চৌদ্দজন শিষ্য ছিল—তাহাদের মধ্যে অনেকেই রামেশ্বর ভট্টের ন্যায় প্রথমে তাঁহার বিদ্বেষী, অবশেষে তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পদানত হইয়াছিল। এই শিষ্যবর্গের মধ্যে শিবাজী নামে লোহগ্রামবাসী একজন কাংস্যকার ছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, লোকটা অত্যন্ত কৃপণ ও তুকারামের ঘোর বৈরী ছিল কিন্তু কালক্রমে সে এরূপ তুকাভক্ত হইল যে, সকল কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া সেই সাধুর সহবাসে দিনপাত করাই তাহার একমাত্র ব্যবসায় হইল। কাংস্যকারের স্ত্রী স্বীয় পতির এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তনে রুষ্ট হইয়া তুকারামের উপর এই অনিষ্টের প্রতিশোধ তুলিতে কৃতনিশ্চয় হইল। সে একদিন তুকারামকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক আপনার গৃহে আনাইয়া স্নানের সময় এমন উষ্ণ জল তাঁহার গায়ে ঢালিয়া দিল যে তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইয়া গেল, এবং তিনি জ্বালা নিবারণের জন্য কাতরস্বরে বিঠোবার স্তুতি আরম্ভ করিলেন। এই অগ্নি-পরীক্ষা-কালে তুকারামের অসামান্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া কাংস্যকার-পত্নীর কঠিন হৃদয়ও গলিয়া গেল, এবং সেও তাহার পতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া তুকারামের সেবায় নিযুক্ত হইল।

তুকারামের প্রতি সময়ে সময়ে যে এইরূপ কত অত্যাচার আচরিত হইত, তাহার অসংখ্য উদাহরণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রায়ই অত্যাচারকারী দুষ্টদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধিতে কোন না কোন ব্যাঘাত জন্মিয়াছে এইরূপ দেখা যায়। একদিন তুকা-রামের সঙ্কীর্ত্তন স্থানে দুইজন পণ্ডিতাভিমানী সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। তুকা-রামের হরিনাম কীর্ত্তন তাঁহাদের রুচিকর হয় নাই—তাঁহারা রোষপরবশ হইয়া মহারাজ শিবাজীর শিক্ষক পুনার দাদোজী কোণ্ডদেবের নিকট তুকার বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে "দেখুন তুকারাম শূদ্র হইয়া বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে—অজ্ঞ ভাবুকজনেরা তাহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছে, ব্রাহ্মণেরাও শূদ্রের পদে প্রণিপাত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে

না—এ কি অন্যায় কথা! এখনি তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন। দাদোজী বিজ্ঞ ও চতুর ছিলেন; তিনি ঐ দুই সন্ন্যাসীকে বলিলেন আপনারা যদি তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া তাঁহাকে তর্কে হারাইতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার উচিত শাস্তি হইবে। এই বলিয়া তুকারামকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একত্রিত হইলেন, সকলেই তাঁহাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিল। দাদোজী সন্ন্যাসীদের কথা না মানিয়া তুকারামকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া নগরে লইয়া আসিলেন, তথায় সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসীরা কীর্তনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তুকার ভাব ও ভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং দাদোজী তাঁহাদিগকে তীব্র তিরস্কাররূপ দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

নদী হইতে তুকারামের গ্রন্থোদ্ধার এবং রামেশ্বর ভট্টের বৈরমোচনের পর তাঁহার নাম ও খ্যাতি দিকে দিকে রটিয়া গেল। তুকারামের পবিত্র চরিত্র ও অলোকসামান্য গুণরাশি মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীর শ্রুতিগোচর হওয়াতে মহারাজ স্বহস্তে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তুকারামকে রাজবাটীতে আনাইবার জন্য তাঁহার নিকট লোকজন অশ্ব, রথ রাজছত্র প্রভৃতি বহুবিধ সরঞ্জাম প্রেরিত হইল কিন্তু তুকারাম মহারাজের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না। তিনি সেই সকল উপকরণ সামগ্রী ফিরাইয়া দিয়া রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গকে যে উপদেশপূর্ণ ছন্দোময় পত্র লেখেন তাহা এই স্থলে অনুবাদিত হইল।

রাজা শিবাজীর প্রতি তুকারাম।

১৮৮৪

ভাল নাহি বাসি ছত্র ঘোটক মশাল,
ইথে কেন জড়াইছ আমারে ভূপাল!
ধন মান আড়ম্বর বড় ঘৃণা করি—
এ বিপদ হতে মোরে রক্ষা কর হরি!

১৮৮৫

ভাল যা না বাসি তাই চাও সঁপিবারে,
এ সঙ্কটে কেন সখা ফেলিছ আমারে ?
সখী ও সংসার হতে অতি দূরে থাকি,
কথা নাহি ক'ব আর রহিব একাকী।
মান যশ লোকাচার ঘৃণা করি অতি,
এ সব তোমারই থাক্, হে পাণ্ডরিপতি।

১৮৮৬

ব্রহ্মা এ ব্রহ্মাণ্ড রাজ্য করিয়া প্রকাশ,
বিচিত্র শক্তির তাঁর করিলা আবাস।
পত্র প'ড়ে মনে হয় ভক্তি তব দড়—
সুচতুর,বুদ্ধিমান্, গুরুভক্ত বড়।
লোকের ভাগ্যের সূত্র আছে তব হাতে,
"শিব" এই পুণ্য নাম সেজেছে তোমাতে।
করি ধ্যান-আরাধন, যাগ-যজ্ঞ আর,
অবশে এনেছ তুমি হৃদয় তোমার।
সাক্ষাৎ করিতে তুমি চেয়েছ রাজন্,
উত্তরে মিনতি মম করহ শ্রবণ।
হীনশ্রী, অরণ্যবাসী, আসক্তিবিহীন,
বস্ত্রাভাবে ম্লান-কায়, অন্নাভাবে ক্ষীণ।
জীর্ণ বস্ত্র পদ আর দেখিতে কুৎসিৎ,
আমারে দেখিয়া তুমি না হইবে প্রীত।
তুকা বলে "এই মম মনের কামনা,—
মোরে দেখিবার কথা বলো না বলো না।

১৮৮৭

আমি যে তোমারে করি এতেক মিনতি,
জানিছ হরির কৃপা আছে তোমা প্রতি।
পাণ্ডুরঙ্গ পদে যার মন আছে লীন,
নহে সে কৃপার পাত্র, নহে দীন হীন।

পাণ্ডুরঙ্গ রক্ষাকর্ত্তা সহায় আমার,
ছাড়ি তাঁরে অন্য কারে নাহি মানি আর।
তোমারে দেখিয়া তবে কি হইবে ফল,
সংসার বাসনা যবে ছেড়েছি সকল।
বিসর্জ্জন করি দিয়া সব বাসনায়
পেয়েছি নিবৃত্তিগ্রাম অল্প খাজনায়।
পতিব্রতা যেই প্রেম রাখে পতি পরে
মন মোর সেই মত বিঠোবার তরে।
বিঠ্ঠল ছাড়া সমস্ত বিশ্বে আর কিছু নাই,
তোমার মধ্যেও তাঁরে দেখিবারে পাই।
তোমারে বিঠ্ঠল আমি করিলাম জ্ঞান,
অন্তরায় হল তার তব পত্রখান।
রামদাস রয়েছেন সদ্‌গুরু অতি,
মন স্থির একমাত্র কর তাঁর প্রতি।
মন যদি ধায় তব ভিন্ন ভিন্ন দিশে,
তাঁর পরে ভক্তি তবে স্থির রবে কিসে।
তুকা কহে "শুন ওগো বুদ্ধির আগার!
ভক্তি একমাত্র হয় ভক্তের উদ্ধার।"

১৮৮৮

যাইয়া তোমার কাছে কি হবে আমার,
মিছামিছি কষ্ট শুধু হইবেক সার।
খাবার অভাব হয় খাব ভিক্ষা ক'রে,
বস্ত্র চাই, ছিন্ন বস্ত্র আছে পথে প'ড়ে।
শয্যা মোর প'ড়ে আছে পথের পাষাণ,
আকাশেরে বস্ত্র করি, করি পরিধান।
বল তবে আর করি কিসের প্রত্যাশ,
বাসনা সে জীবনেরে করে শুধু হ্রাস।

রাজার প্রাসাদে যায় মানের আশায়,
কহ দেখি মোরে, সেথা শান্তি পাওয়া যায় ?
মহতেরই তরে শুধু রাজার আলয়,
ক্ষুদ্র যে তাহার সেথা স্থান নাহি হয়।
বসন ভূষণ আদি আভরণ যত
সেথা সে আমার পক্ষে মরণের মত।
এই কথা শুনি তব রোষ যদি হয়,
তবু হরি মোর পরে রবেন সদয়।'
দীনত্ব না ঘুচে করি যত উপবাস,
যত দিন মন রহে বাসনার দাস।
তুকা কহে "লোকমাঝে তোমাদের মান—
আমরা যে হরিভক্ত দৈব-ভাগ্যবান।"

৮৮১

এই একমাত্র যোগ করিও সাধন,
যাহা ভাল তাহা ঘৃণা করো না কখন।
যে কাজ করিলে হয় দোষ সংঘটন,
এমন কাজেতে মন দিও না কখন।
দুর্জন নিন্দুকে যদি করে যুক্তি দান,
তাদের কথায় কভু দিয়োনাক' কাণ।
রাজ্যের রক্ষক কেবা করিও নির্দ্ধার,
পরীক্ষা তাহার করি বিচার অবিচার।
কি জানাব রাজা তুমি জানিছ সকল,
শরণ লভয়ে যেন অনাথ দুর্ব্বল।
এই যে মিনতি মোর রাখ যদি মনে,
সন্তুষ্ট হইব তাহে কি ফল দর্শনে।
কি সন্তোষ হবে বল সাক্ষাৎ হইলে,
দিন দিন আয়ু ক্ষীণ, কবে যাবে চ'লে।
দুই এক কাজ মাত্র সার ব'লে জানি,
আপনার মধ্যে আমি রহিব আপনি।

এই এক সার কথা জানিহ কল্যাণ,
একই আত্মা সর্ব্বভূতে রহেন সমান।
আত্মারাম নিরঞ্জনে রাখ সদা মন,
পূজ্য-গুরু রামদাসে দেখহ আপন।
তুকা কহে "ধন্য ধন্য তুমি হে নৃপতি—
ত্রিলোক ব্যাপিয়া রহে তব কীর্ত্তি-ভাতি।"

১৮৯০

চতুর মানরক্ষক তুমি প্রতিনিধি,
সবগুণনিধি তোমা করেছেন বিধি।
শুন হে মজুমদার লেখনী-নিপুণ
জানিবে পত্রের তুমি যত গুণাগুণ।
পেশোয়া, মুন্সি, আর চিট্‌নিস, ডবীর,
রাজাজ্ঞা সুমন্ত আর সেনাপতি বীর।
তুমি হে পণ্ডিতরায় ভূষণ সভার,
বৈদ্যরাজ আদি সবে জান নমস্কার।
তোমরা পত্রের অর্থ জানিয়ে অন্তরে,
বিচার করিয়া তাহা বল নৃপবরে।
সাত্ত্বিক প্রণয়ভরা দৃষ্টান্তের কথা
যা কহিনু যেন তার না হয় অন্যথা।
মহারাজে যথাস্থিত দিও এ সন্দেশ,
বাক্যের স্বরূপ অর্থ ক'য়ো সবিশেষ।
ভয়ে ভয়ে বুঝাও হে যদি বিপরীত,
তাহা হ'লে তোমাদেরি হইবে অহিত।
তুকা কহে "নমস্কার অধিকারীগণ,—
জানাইবে মহারাজে, এই নিবেদন।"

টিপ্পনি। সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য শিবাজী আটজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

পেশোয়া অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী। মোরোপন্থ শিবাজীর পেশোয়া ছিলেন।

মজুমদার। ইনি রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী, ইহাকে সমস্ত হিসাব পত্র তদারক করিতে হইত, সুতরাং ইহার কার্য্যভার অতিশয় গুরুতর ছিল। কল্যাণী প্রদেশের সুবেদার আবাজী সোমদেও শিবাজীর মজুমদার ছিলেন।

সুনিস। ইনি দফ্তরদার ও পত্রব্যবহার বিভাগের কর্ত্তা। ইহাকে সমস্ত চিঠি-পত্র দেখিতে শুনিতে হইত। সমস্ত দলিল দস্তাবেজ ইহার খাতায় লেখা থাকিত। ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া দিলে তবে সে সমস্ত মঞ্জুর হইত। আনাজী দত্তো শিবাজীর সুনিস ছিলেন।

বাক্‌নবীস। এই কর্মচারীকে শিবাজীর নিজের দৈনিক বিবরণ ও চিঠি পত্র রাখিতে হইত। শিবাজীর গৃহরক্ষক সৈন্যদল ও গার্হস্থ্য সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান ভার ইহার উপর। এই কাজে দত্তাজী পন্থ নিযুক্ত ছিলেন।

সর্ণোবৎ। অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ। ইয়েসজী কঙ্ক পদাতিক দলের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ডবীর। বৈদেশিক রাজকর্মচারী। বিদেশীয় দূতগণের অভ্যর্থনা ও বিদেশীয় অপরাপর রাজকার্য্যের ইনি তদারক করিতেন, সোমনাথ পন্থ শিবাজীর ডবীর ছিলেন।

ন্যায়াধীশ অর্থাৎ বিচারপতি। নীরাজি রাওজী এবং গোমাজী নায়ক ন্যায়াধীশ ছিলেন।

ন্যায়শাস্ত্রী। স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-কর্ত্তা। ধর্ম্ম, দণ্ড, বিজ্ঞান ও রাজ্যসম্বন্ধীয় জ্যোতিষী গণনার ভার ইহার উপর ছিল। প্রথমে শম্ভু উপাধ্যায়—পরে রঘুনাথ পন্থ শিবাজীর ন্যায়শাস্ত্রী হন।

ন্যায়াধীশ এবং ন্যায়শাস্ত্রী ব্যতীত উল্লিখিত প্রত্যেক কর্মচারীকেই সেনা নায়কতা করিতে হইত, এইজন্য সর্ব্বদা তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কাজে মনোযোগ দিতে পারিতেন না। এইহেতু তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একজন কারবারী অর্থাৎ সহকারী ছিল। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্মচারীর অধীনে আটজন কনিষ্ঠ কর্মচারী নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের নাম—

১। দেওয়ান অথবা কারবারী।

২। মজুমদার—হিসাব-পত্র পর্য্যবেক্ষক।

৩। কর্ণবীস—ডেপুটি হিসাব-তদারক-কর্তা।

৪। সব্‌নিস—দফ্‌তরদার।

৫। কর্কনিস—(commissary)।

৬। চিট্‌নিস—পত্র ব্যবহার সম্পাদক।

৭। জামদার—নগদ টাকা ভিন্ন আর সকল মূল্যবান সামগ্রী ইহার হাতে থাকিত।

৮। পোট্‌নিস্—খাজাঞ্চি।

তুকারামের পত্র পাঠে রাজা কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—এমন কি, তিনি স্বয়ং সেই সাধুর আলয়ে গিয়া তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইলেন। কথিত আছে যে বীরবর সেকন্দর সা প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক দায়োজিনিসের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আনাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু দায়োজিনিস তাঁহার নিকট গমনে অস্বীকৃত হইলে সেকন্দর নিজেই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তুকারাম শিবাজী সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে। ঐ সময়ে তুকারাম দেহুর নিকটবর্ত্তী লোহগ্রামে বাস করিতেছিলেন—মহারাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া বহুমূল্য মণি মাণিক্য রত্নাদি আনিয়া তাঁহাকে উপহার দেন কিন্তু তুকারাম সে সমুদায় অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া দিলেন—বলিলেন, "মহারাজ! সোনা রূপা আমার চক্ষে মাটির তুল্য—এ সকল বস্তুতে আমার লোভ হয় না। আমাদের মোহ ও আশার অন্ত হইয়াছে—আমি হরির দাস, হরিই আমার আশা ভরসা। মহারাজ! তুমি ভগবদ্ভক্ত হইয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত থাক, তাহলেই আমি কৃতার্থ হইব।"

শিবাজী তুকারামের নিস্পৃহতা ও অচলা দেবভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। মহীপতি বলেন যে, মহারাজা তুকারামের সাধু দৃষ্টান্ত ও সংসর্গ গুণে সংসারের প্রতি এরূপ বীতরাগ হইয়াছিলেন যে তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসে কালহরণ করিতে লাগিলেন। শিবাজীর মাতা ঠাকুরাণী জিজাবাই এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবা মাত্র ব্যাকুল অন্তরে তুকারামের নিকট গমন করিয়া আপনার একটি মাত্র পুত্রকে সদুপদেশ দ্বারা সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর মিনতি করিলেন। তুকারাম তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিলেন "তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" রাত্রিকালে সংকীর্ত্তনের সময় শিবাজী রাজা সমাগত হইলে অবসর

বুঝিয়া তুকারাম তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে, যাহার যে ধর্ম তাহার তাহা পালন করা কর্তব্য। প্রজা পালন ক্ষত্রিয় ধর্ম, অতএব মহারাজ তাহাই অনুষ্ঠান করুন—সে ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা মহারাজের পক্ষে কোন রূপেই কর্তব্য নহে। এই উপদেশ গীতোক্ত ধর্মের অনুযায়ী দৃষ্ট হইবে—"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।" ইহার প্রভাবে শিবাজীর চৈতন্য হইল—তাঁহার বিষয় বৈরাগ্য নিবিয়া গেল, তিনি স্বকর্তব্য বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহার মাতার সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্বক পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

তুকারামের জীবনীতে কতকগুলি অলৌকিক আশ্চর্য্য ঘটনার বর্ণনা দেখা যায়। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতার অবতার বিশেষ জ্ঞান করিতেন, মহীপতি রচিত তুকার জীবনবৃত্তে তাহার বহুতর নিদর্শন পাওয়া যায়। তুকারামের নিজের লেখায় তাঁহার দৈবশক্তির কথার তাদৃশ উল্লেখ নাই—কিন্তু একেবারে নাই তাহা নহে। বিঠোবার উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ও তিনি তাঁহার জীবনের সামান্য ঘটনাতেও ঈশ্বরের আদেশ দেখিতে পাইতেন। স্বপ্নে তাঁহার ধর্মদীক্ষা ও স্বপ্ন হইতে কিরূপে সরস্বতীর প্রসাদ তাঁহার উপলব্ধি হয় তাহা দেখা গিয়াছে। নদী হইতে তাঁহার গ্রন্থোদ্ধার প্রভৃতি কতকগুলি ঘটনা কতকটা অলৌকিক বলিলেও বলা যাইতে পারে। একবার তিনি ক্ষেত্ররক্ষণ কার্য্যের ভার লইয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই:—

একদিন তিনি ইন্দ্রায়ণী তীরে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার নিকটে একজন কৃষক আসিয়া উপস্থিত। সে তুকারামকে বলিল, "তুকারাম শেঠ, মিছামিছি নিষ্কর্মার ন্যায় ঘরে বসিয়া আছ, যদি আমার ক্ষেত্ররক্ষণ কর ত তুমি আধ মণ করিয়া দানা পাইবে, তাহাতে তোমার পরিবারের ভরণ পোষণে সাহায্য হইবে—আর যদি কোথাও হরিনাম করিতে ইচ্ছা হয় তাহাও করিতে পারিবে।" তুকারাম তাহাতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাকে ক্ষেত্ররক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ক্ষেতকর্তা গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। তুকারাম ক্ষেত্ররক্ষণ কালে দেখিলেন যে দানার লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল আসিয়া শস্যক্ষেত্রে উপদ্রব আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীকে তাড়াইয়া দেওয়া দোষের কার্য্য জানিয়া তিনি পাখীদের তাড়াইয়া দিতে বিরত হইলেন। তিনি ক্ষেত্র মধ্যে কাষ্ঠ মঞ্চের উপর বসিয়া ধ্যানে মগ্ন, এদিকে পক্ষীরা অকুতোভয়ে শস্য খাইয়া যায়। এইরূপে এক

যায় চলিয়া গেলে ক্ষেত্রপতি ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে তাহার ক্ষেত বিহঙ্গকুলের বাসস্থান হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সে ক্রোধভরে তুকারামকে তাঁহার অনবধানতা জন্ত বিস্তর তিরস্কার করিতে লাগিল, পরে গ্রামের পাঁচ জনকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিল। তাঁহারা ক্ষেত্রপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ক্ষেতে কত মণ শস্ত উৎপন্ন হয়?" সে কহিল "দুই খণ্ডী।" তাঁহারা তদনুসারে দুই খণ্ডীর মূল্য ক্ষেতকরীকে দণ্ড স্বরূপ লিখিয়া দিতে তুকারামের প্রতি আদেশ করিলেন। তৎপরে পঞ্চায়তের মধ্যস্থগণ নিজ চক্ষে ক্ষেত্র তদারক করিতে গিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে অবাক্। দেখেন যে ক্ষেত্রটি শস্যে শস্যে ছাইয়া গিয়াছে। শস্য সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে ১৭ খণ্ডী দানা উৎপন্ন হইল। গ্রামবাসীরা বিচারে ধার্য্য করিলেন যে দুই খণ্ডীমাত্র ক্ষেতকরীর কথামত তাহার প্রাপ্য —অবশিষ্ট ভাগ তুকারামকে দিতে হইবে। কিন্তু তুকারাম তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কোন এক ব্রাহ্মণের নিকট উদ্বৃত্ত দানা গচ্ছিত রহিল। অবশেষে দেহুর মন্দির ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, তাহার সংস্করণ কার্য্যে তাহা ব্যয়িত হইল।

রাজা শিবাজীর প্রাণরক্ষা

শিবাজী তুকারামের সহিত একবার পুণায় গিয়া সাক্ষাৎ করেন। তথায় একদিন তিনি তুকারামের কথকতা শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় চাকন দুর্গ-রক্ষক একজন মুসলমান সরদার তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্ত একদল পাঠান সৈন্ত প্রেরণ করেন। মুসলমান ইতিহাসে এইরূপ কথিত আছে যে, পাঠানেরা আসিয়া একত্রিত মণ্ডলীর মধ্যে কে শিবাজী তাহা চিনিতে পারে নাই। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন একজন লোককে পলায়নোদ্যত দেখিয়া শিবাজী অনুমানে শত্রুদল তাহার পশ্চাতে ধাবমান হয়, এই অবসরে শিবাজী তথা হইতে সরিয়া পড়িয়া তাঁহার সিংহগড় দুর্গে গিয়া উপস্থিত হন। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, তুকারামের প্রার্থনা ও পুণ্যবলে শিবাজী শত্রুর চক্রান্ত হইতে রক্ষা পাইলেন।

তুকারামের জীবনীতে আরো দু' একটি এমন অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়, যাহাতে তাঁহাকে দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তের মনে প্রতীতি জন্মিতে পারে। তিনি কিরূপে একটি মৃত শিশুর প্রাণ দান করিলেন, একটি অন্ধকে

তাহার উল্লেখ আছে, তাহা হইতে তুকারাম যে নিজের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন তাহা কতকটা সপ্রমাণ হইতেছে। মহীপতি ঐ ঘটনাটির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

লোহগ্রামে সংকীর্তন হইতেছিল, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আপনার শিশুর মৃতদেহ আনিয়া তুকারামের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"বাপু, আমার এই শিশুটিকে বাঁচাইয়া দিতে হইবে। তুমি যদি যথার্থই বিষ্ণুভক্ত হও তাহা হইলে এই ছেলেটির প্রাণদান করা তোমার পক্ষে অসাধ্য হইবে না।" তুকারাম তৎক্ষণাৎ একটি অভঙ্গ রচনা করিয়া নারায়ণের স্তব করিলেন—শিশুটি সজীব হইয়া উঠিল—সকলে দেখিয়া অবাক্।

অভঙ্গটি এই—

২৩১৫

অচিন্ত্য তোমার শক্তি, ওহে নারায়ণ,
নির্জীবে করিতে পার তুমি সচেতন।
তোমার অদ্ভুত লীলা আগে শোনা গেছে,
প্রত্যক্ষ কেন না হবে আমাদের কাছে?
কি সৌভাগ্য আমাদের তুমি প্রভু যবে,
আমরা তোমার দাস কি অভাব তবে?
কৃপাময়, তুকার হে রাখ এ মিনতি,
প্রকাশো এখনি তব অদ্ভুত শকতি!

তুকারামের আসন্নকালে তাঁহাকে সর্বদাই ধ্যানমগ্ন দেখা যাইত। এই কালের একটি প্রবাদ আছে যে তিনি আলন্দীর মন্দিরে গিয়া দেখিলেন যে মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক বৃক্ষতলে একপাল পক্ষী চরিতেছিল। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তাহারা উড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া তিনি বিষাদে মগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে এখনো আমার মনের মালিন্য অপনীত হয় নাই—এখনো জীব জন্তু আমাকে দেখিয়া শঙ্কিত হয়। যে অবস্থায় প্রাণীমাত্রে আমাকে দেখিয়া ভয় পাইবে না আমি এখনো সেই নিস্কাম শান্তির অবস্থায় উপনীত হইতে পারি নাই। এই ভাবিয়া তিনি সেই বৃক্ষতলে শবের ন্যায় এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন যে বিহঙ্গদল তাঁহাকে অচেতন পদার্থ জ্ঞানে তাঁহার গায়ে আসিয়া উড়িয়া বসিল। তুকারামের এই

সমস্তকার রচনাতে সংসার মায়াময়—জীবব্রহ্মে অভেদ—এই বৈদান্তিক ভাব প্রকটিত দেখা যায়, এবং তিনি ঈশ্বরে লীন হইয়া সংসার হইতে অপসৃত হইবার ভাব ব্যক্ত করেন।

১৫৭০

সংসারের গায়ে মাখা যতেক বাসন,
বিশুদ্ধ হয়েছি চিত্তে করিয়ে কীর্ত্তন।
নিষ্কলঙ্ক দেখি এবে এই ত্রিভুবন—
তোমাতেই জ্ঞান ধুয়ে পেয়েছি চেতন।
করিব অখণ্ড এবে ব্রহ্মপুরে বাস,
যেই স্থানে হয় সব পাপতাপ নাশ।
তুকা কহে "ভুলে সবে একান্ত নিরত—
ব্রহ্মেতেই ব্রহ্মরস ভুঞ্জিব সতত।"

১৫৭১ শকে তুকারামের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে প্রবাদ এই যে তিনি বিষ্ণুর পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। মহীপতি বলেন যে তুকারামের অন্তর্ধানের কিছুকাল পূর্ব হইতে তিনি কথায় কথায় বৈকুণ্ঠ যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার শিষ্যদের প্রতি তাঁহার শেষ উপদেশ এই :—

শুন শুন যারা হরি-ভকত,
রয়েছ এখানে ভাবুক যত,
তার্কিক সঙ্গ ছাড়িয়া দেও,
বিঠোবা চরণ ধরিয়া রও।
মতের চক্রে ভ্রমিও না আর,
ডুবিবে নরকে কহিনু সার।
কলির মাঝে তুকারাম দাস
বিদায় লইয়ে যান নিজ বাস।

উপদেশ সমাপ্ত হইলে তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম, তুমি আমার সঙ্গে আসিতে চাও ত এস।"

তাঁহার স্ত্রী ও কথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়া উত্তর করিলেন, "আমার পাঁচ

মাগ গর্ভ ; ছোট ছোট ছেলে, ঘরে গরু বাছুর, সংসার ধর্ম ছেড়ে এখন তোমার সঙ্গে কেমন করে যাই বল দেখি।" তুকারাম মন্দির হইতে বাহির হইয়া চতুর্দশ শিষ্যের সহিত ইন্দ্রায়ণীর তীরে আসিয়া সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্তন শেষ হইলে তুকার জন্য আকাশ হইতে পুষ্পক বিমান অবতীর্ণ হইল—তুকারাম দেবতাদের সঙ্গে রথারূঢ় হইয়া অদৃশ্য হইলেন। চতুর্দিক হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

তুকারামের অন্তর্ধানের চতুর্থ দিবসে তাঁহার বিয়োগক্লিষ্ট শিষ্যগণের নিকট তিনি আপনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একজোড়া মন্দিরা যাহা সর্বদাই তাঁহার হাতে থাকিত—একখানি বস্ত্র ও কতকগুলি অভঙ্গ প্রেরণ করেন।

সেই দিনে দেহুবাসীগণ হরিসঙ্কীর্তন, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি উৎসবের কার্য্য মহা উল্লাসের সহিত অনুষ্ঠান করেন। দেহুতে এইরূপ প্রতি বর্ষে ফাল্গুনের পঞ্চমী ষষ্ঠীতে তুকারামের স্মরণার্থ উৎসব-ক্রিয়া মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

তুকারাম তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যে সকল শ্লোকে আপনার অনুগত ভক্তমণ্ডলী হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, তাহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

তুকারামের স্বর্গারোহণ।

১

দেও গো বিদায় এবে যাই নিজধামে,
এতকাল আছিলাম তোমাদের গ্রামে।
আর কি কহিব বল মনে রেখো মোরে,
আর না ভ্রমিতে হবে সংসারের ঘোরে।
বল সবে রাম কৃষ্ণ বিঠ্ঠলের নাম,
বৈকুণ্ঠে পৃথিবী ছাড়ি যায় তুকারাম।

২

নিজগ্রামে নিজধামে চলিনু এখন,
বিদায় দিয়েছে মোরে মিলে সাধুগণ ;
মোর সুখ দুখ মর্ম্ম করেছে গ্রহণ,
কৃপাদৃষ্টি আমাপরে আছে বিলক্ষণ।

সাজায়ে মিঠায় কত এসেছে লইতে
বহুদিন পরে পুত্রে প্রবাস হইতে।
সেই পথে তাকাইয়ে আছি নিশিদিন,
সেই দিকে চিত্ত মোর শঙ্কা ভয় হীন
ভুকা কহে "আনিতে এসেছে লোকজন,
ডাকিছেন বাপ মায়ে দিতে আলিঙ্গন।"

৩

শিহরে অঙ্গ পুলক ভরে,
শুভ চিহ্ন সব আমার তরে।
স্মরেছেন মোরে মা বাপে আহা—
দেখা যাক্ ভাগ্যে আছে কি তাহা।
উৎকণ্ঠিত অতি হয়েছে হিয়া,
সুলক্ষণ তাহে দিতেছে কাঁপিয়া।
ভুকা কহে "এবে কাজ হল শেষ,
আর কি থাকা যায় এখন বিদেশ।"

৪

বাহিরে ও ঘরে মোর আছ যারা যারা—
এই আশীর্ব্বাদ—সুখে থাক গো তোমরা।
গুরু পূজ্যলোক মোর রয়েছেন যত,
প্রণতি তাঁদের মোর জানাইবে শত।
মধু অন্বেষণ তরে অলি যায় উড়ে—
বস্ত্র ছিন্ন হ'লে পরে আর কি সে যুড়ে?
নদী যবে একবার সাগরেতে মিশে—
তার সেই স্রোত আর ফিরাইবে কিসে?
এই সব কথাগুলি মনে জেন সার—
এই যে চলিল ভুকা ফিরিবে না আর।

৫

শঙ্খ চক্র ধরি করে আইলেন হরি,
কিবা শোভে কুণ্ডল মুকুটে আহা মরি!
মেঘ-শ্যামবর্ণ হরি পীতাম্বরধারী,
কহিছেন ভয় নাই; আর কিবা ডরি?
আমি গেলে সকলে কাঁদিবে উচ্চরবে—
কিন্তু আর ফিরিব না মনে জেনো সবে।
"যে ছিল প্রাণের বন্ধু সে ছাড়িল দেহ,
মোদের সে বার্ত্তা তবু জানালে না কেহ"—
পাছে এই কথা বল ভয় করি তাই,
পৃথ্বী ছাড়িবার আগে জানাইনু তাই।
লইয়া খঞ্জর বোঝা করি তেঃশরব—
পণ্ডরীপুরেতে র.য় হরিভক্ত সব।

৬

তুকার পরীক্ষা হইল শেষ
বিস্ময়ে পূরিল সকল দেশ।
প্রত্যহ দেবতা ভজন গান,
এইমাত্র তার অনুষ্ঠান।
বসিল তুকা বিমানে চড়ি,
সাধুগণ দেখে নয়ন ভরি।
ভক্তি ভরে দেব ক্ষুধিত প্রাণ—
তুকারে বৈকুণ্ঠে লইয়া যান। বোম্বাইচিত্র

তুকারামের কবিতাবলী মহারাষ্ট্রীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শুধু বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেন, তাঁহার উপদিষ্ট নীতি ও ভক্তিরসপূর্ণ অনন্ত বাক্য সকল মহারাষ্ট্রের আবালবৃদ্ধবণিতা সর্ব্বসাধারণে সমাদৃত। তুকার প্রতি অনুরাগ সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ নহে—তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় কবি। তাঁহার অভঙ্গ সকল ব্রাহ্মণ শূদ্র, কথক শ্রাবক, রাজা প্রজা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী। এ সবার মধ্যে পণ্ডরপুর তীর্থযাত্রী 'বারকরী'গণ তুকারামের বিশেষ ভক্ত বলিয়া পরিচিত।

এই সকল বারকরী তুকার অভঙ্গ গান করিতে করিতে ধ্বজা উড়াইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হয়। ইহাদের সংখ্যা অল্প নয়। প্রতি বর্ষে আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসে লক্ষ লক্ষ লোক বিঠবা দর্শনে পণ্ঢরপুর যাত্রা করে।

ঈশ্বরে ধ্রুব বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসানুযায়ী আচরণ—অন্য কথায়, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং জীবনের কর্ত্তব্যসাধন—তুকার উপদেশের দুই প্রধান অঙ্গ। ভক্তি-মার্গকেই তিনি মোক্ষলাভের প্রশস্ত মার্গ জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—"আমি আর কিছু চাহি না—পৃথিবীর ধন মান ঐশ্বর্য্য চাহি না—যাহাতে তোমার সেবক হইয়া থাকিতে পারি—তোমার গুণগান করিয়া জীবনযাপন করিতে পারি, শুধু এই আমার বাসনা। এই দুর্লভ মানবজন্ম ছাড়িয়া নির্ব্বাণ লাভেরও আমি প্রয়াসী নহি।" মুখে ধর্ম্মভানকারী, অন্তরে ঘোর বিষয়ী, যে সকল লোক কতক-গুলি বাহ্য আচার ও অনুষ্ঠান ধর্ম্মসাধন মানিয়া চলে, তাহাদিগকে তিনি দেখিতে পারিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, অন্তঃশুদ্ধিই সাধুত্বের আসল লক্ষণ। তুকারাম যে বাস্তবিক একজন ভগবদ্ভক্ত সাধু ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবন পুস্তকে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে। তাঁহার বৈরাগ্য কেবল মুখে নয়—তাঁহার জীবনে ফলিত হইয়াছিল। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইলেন। শোক তাপ, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য কষ্টে প্রথমে তাঁহার সংসার ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে—পরে যখন তাঁহার যশঃসৌরভ মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে বিকীর্ণ হইল—যখন লক্ষ্মী তাঁহার দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, এবং সুদুর্লভ রাজ-প্রসাদ তাঁহার হস্তগত হইল, তখন তিনি সে সমুদয় প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া আপনার ভ্রমে আপনি মগ্ন রহিলেন। তুকারামের জীবনকাহিনী জানিতে হইলে তাঁহার অভঙ্গাবলী আলোচনা করিতে হয়। সেই সকল অভঙ্গের মধ্যে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, স্বার্থত্যাগ, তিতিক্ষা সন্তোষ, ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, বিনয় নম্রতা (যে সমস্ত গুণ গীতায় দৈবী সম্পৎ বলিয়া অভিহিত), ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতা, বিঠোবার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি—এই সমস্ত ভাব—অভঙ্গের পত্রে পত্রে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত দেখা যায়। তুকারামের অভঙ্গ সংগ্রহ হইতে কতিপয় গাথা উদ্ধৃত করিয়া এইখানে এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক—

তুকারামের অভঙ্গ হইতে—

ভক্তের প্রার্থনা।

(১) লইনু সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণ,
কায়মনোবাক্যে তব করিনু বন্দন।
হে দেব, অপর কিছু নাহি অভিলাষ,
তব পদে থাকে যেন বাঁধা তব দাস।
আমার হৃদয় পরে সেই গুরুভার—
তোমা বিনা ওহে নাথ কে করে উদ্ধার?
আমি হে তোমার দাস প্রভু তুমি আর,—
বহু দূর হইতে এসেছি তব দ্বার।
তুকা কহে "ধন্না দিয়ে বসিনু এখন,
হিসাব দেখিতে হবে দিয়ে দরশন।"

(২) ওহে পতিত পাবন, দীননাথ নারায়ণ,
তব রূপ হৃদি মাঝে সদাই যেন বিরাজে,
ওহে ব্রহ্মাণ্ড নায়ক, ভক্তজন প্রতিপালক,
জীবের জীবন তুমি প্রাণাধার,
দেব দেব তুমি তুকা কহে সার।

(৩) এই বরদান মাগি গো প্রভু,
যেন তোমা হারা না হই কভু।
তব গুণ গানে সঁপিয়া প্রাণ—
ভবের বিভব চাহি না আন।
ধন মান যশ না চাহি কৃপাল,
সাধু সঙ্গে যেন কেটে যায় কাল।

ছাড়ি যায় যবে তুকা ভবধাম—
হয় যেন সুখী এ তব দাস।

(৪) হে ঈশ্বর, এই কর তোমারে না ভুলি,
তব গুণ গান যেন করি প্রাণ খুলি।
আর কিছু নাহি চাই, এই করি আশ,
ধন সম্পদের তরে না রাখি প্রয়াস।
নির্ব্বাণ করিতে লাভ বাসনা যে নাই,
দুর্লভ জনম হতে মুক্তি নাহি চাই।
বেঁচে থেকে করি শুধু তব গুণ গান,
সাধু সঙ্গ ভোগ করি এই চাহে প্রাণ।

(৫) পতিত যে পাপী আমি লয়েছি শরণ,
পাণ্ডুরঙ্গ কর মোর লজ্জা নিবারণ।
ভক্তবৎসল তব অন্ত কেবা জানে,
তোমা বিনা কেবা তরে অভাগা এ জনে
কত কষ্ট পায় আহা দ্রৌপদী ভগিনী
আপনার মত তারে রাখিলে আপনি।
প্রহ্লাদে বাঁচালে স্তম্ভে হ'য়ে অবতার,
আমারে ভুলিলে তবে একি অবিচার।
দারিদ্র্য ঘেরিল আসি সুদাম ব্রাহ্মণে,
তুমি তারে পাণ্ডুরঙ্গ উদ্ধারো যতনে।
তুকা কহে "কায়মনে ধরিনু আধার,
পাপ নাশি তব দাসে দেও হে নিস্তার।"

(৬) এই দেব তব পদে করি হে মিনতি,
কৃপাগুণে হোক মোর দেহের বিস্মৃতি।

তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবারে চাই,
জীবনের সুখশান্তি নাহি অন্ত ঠাঁই।
তোমার চরণ পাশে বাঁধি নিজধায়,
সন্তোষ পাইব চিত্তে, লভিব বিশ্রাম।
লজ্জা কিম্বা ভয় আর কাম ক্রোধ অরি।—
বিনাশো সকল সবে প্রভু কৃপা করি।
তব পদে প্রভু তুকা এই ভিক্ষা চায়
সাধুসঙ্গে মিলাইয়ে তরাও তুকায়।

(৭) সবাই বলে গো দেব আমি তব দাস,
তুমিই রাখিবে মোরে এই মম আশ।
অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন,
এই নাম জপি আমি কাটাই জীবন।
ভজন পূজন মোর মুখেই কেবল,
অন্তরের কথা প্রভু জানিছ সকল।
তুকা কহে "তুমি ওহে করুণার সিন্ধু,
ভবপাশ নাশো মোর ওহে দীনবন্ধু।"

"জননী সন্তান করেন পালন"।

সন্তানে মায়ের হাতে কেবা দেয় আনি,
আপনি জননী তারে লন কোলে টানি।
কাজ যাঁর তিনিই তা করিবেন, তবে
আমি কেন মিছামিছি ভেবে মরি ভবে।
সন্তান না যদি চায় তবুও জননী
রাখেন তাহার তরে মিঠায় আপনি।
সন্তান যখন রহে খেলায় ভুলিয়া,
কাছে গিয়ে লন তারে বুকেতে তুলিয়া।

পীড়া তার হলে তিনি ব্যস্ত হন কত,—
তুকা তাই কহে "শুন বন্ধুগণ যত—
এত যত্ন কেন তবে শরীরের প্রতি,
যা থাকিতে আঘাত না পাবে এক রতি।"

কৃপাময়।

কৃপাময় যিনি তাঁরে না কর স্মরণ!
একাকী জগত যিনি করেন পোষণ।
উত্তাপে শুকালে তরু, দিয়ে বারিধার
কে করে তাহাতে বল জীবন সঞ্চার?
কে বল মায়ের স্তনে যতনে ঢালিয়া
পান হেতু দুগ্ধ দেন আগেতে ভাবিয়া।
তুকা কহে "জান তাঁর নাম বিশ্বম্ভর,
ভক্তি ভরে তাঁর ধ্যান কর নিরন্তর।"

ভগবতির গতি।

নিজ হ'তে বাক্য কভু নাহি কহে নর,
প্রিয় ভগবন্ত যিনি তাঁরি সেই স্বর।
কোকিল যে করে সদা সুমধুর গান,
অন্য জন তারে সেই শিখাইল তান।
উপদেশ-বাক্যগুলি বলি যাহা আমি,
সেই বাণী দিলা মোরে জগতের স্বামী।
তুকা কহে "কে জানিবে তাঁহার শকতি,
পঙ্গু খঞ্জ জনেরেও যেন তিনি গতি।"

সাকার নিরাকার।

ধ্যানেতে আবদ্ধ ক'রে পূজি গো তোমায়,
চৌদ্দ ভুবন কিন্তু অন্তরে লুকায়।
নাচায় ফিরায় তোমা লোকে দ্বার দ্বার,
রূপ রেখা হীন কিন্তু তুমি নিরাকার।
তোমা লাগি আমরা গো গাই কত গীত—
তুমি কিন্তু ওহে দেব শব্দের অতীত;
তোমা তরে আমরা গো পরি জপমালা—
তুমি কিন্তু সৃষ্টি হতে রয়েছ নিরালা।
ভক্ত কহে "এসে তুমি হয়ে পরিমিত—
প্রসন্ন হইয়ে মোর সাধ কিছু দিত।"

পুরাণো স্বভাব।

খণ্ডোবার ভিক্ষুক সে আছিল প্রথমে
ভাগ্যগুণে সেনাপতি হল ক্রমে ক্রমে—
তবুও ভিক্ষার ঝুলি ঘুচিল না তার,
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে গণক ছিল, এমনি কপাল,
ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সে হইল ভূপাল।
পাঁজি পড়া তবুও ত ঘুচিল না তার—
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে ছিল যে দাসী, কে জানিত কবে
সেই দাসী ভাগ্যগুণে পাটরাণী হবে—
তবুও ত হীনকর্ম ঘুচিল না তার—
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।

প্রথমে পাইল তুকা সাধুদের সঙ্গ,
ক্রমে পাণ্ডুরঙ্গ সাথে হল এক অঙ্গ।
তবু তাঁর গুণগান ঘুচিল না তার,
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।

অন্তঃশুদ্ধি।

সেই পাপ, মনে যদি রচিল সংশয়,
পাপ পুণ্য দুই সে মনের ধর্ম্ম হয়।
ভাল চিন্তা পুণ্য অতি জানিও গো সবে,
বীজ যদি ভাল হয় ফল ভাল হবে।
তুকা কহে "মনেরে রাখিও শুদ্ধ সত্ত্ব,
সেই ত আসল কাজ, সেই সার তত্ত্ব।"

তুকার দোসর।

ধন্য ধন্য সেই প্রাণী ক্ষমা যার অঙ্গে,
ধৈর্য্যবল ধরে সেই সকল প্রসঙ্গে।
পর-গুণদোষ চর্চ্চা নাহি যার ঠাঁই—
অহঙ্কার গর্ব্বশূন্য যে জন সদাই।
অন্তর বাহির যার সমান নির্ম্মল,
পুণ্যতোয়া গঙ্গাসম হৃদয় কোমল।
তুকা কহে "হেন জন দোসর আমার—
প্রণমি তাহার পদে শত শত বার।"

সাধন।

ভক্তি ভরে কর গান, তুষ্ট কর মন,
হরি যদি পেতে চাও এই সে সাধন।
নম্র হও, থাক সদা সাধু পদচ্ছায়,
কাণ পাতিয়ো না কভু পর-চর্চায়।
তুকা বলে "কর ভাই পর-উপকার,
অল্প হোক্‌, বেশী হোক, যা সাধ্য তোমার।"

সন্ন্যাসী।

কথা অতি মিষ্ট আর মন ভাল যার,
নেই বা রহিল গলে ফুলমালা তার।
আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেছে যে জন,
নেই বা সে শিরে জটা করিল ধারণ।
আসক্তি নাহিক যার পরস্ত্রীর প্রতি,
ভস্ম যদি না মাখে সে কি তাহাতে ক্ষতি।
নিন্দায় যে মূক আর অন্ধ পরধনে,
তুকা কহে "সন্ন্যাসী কহিও সেই জনে।"

ভক্তের লক্ষণ।

সেই জন ভক্ত, যেই হয়েছে উদাস,
সংসারে বিরাগ যার, ছিন্ন আশাপাশ;
বিষয় তাঁহার নাই বিনা নারায়ণ,
মাতা পিতা নাহি চান, নাহি ধন জন।
গোবিন্দ সহায় তাঁর হন পদে পদে,
আগুলে রাখেন তাঁরে সম্পদে বিপদে।

তুকা কহে "এই জেনো ভক্তের লক্ষণ,
সৎকার্য্যে সদাই যিনি থাকেন মগন।"

সাধু।

সন্তপ্ত পীড়িত জনে যে দেখে আপন,
দীন হীনে করে যেই হৃদয়ে ধারণ;
নিজ দাস দাসী পরে, পুত্রের বাৎসল্য ধরে,
সেই সাধু, সেই তীর্থ দেবের বসতি,
তার গুণ বাখানিব হেন কি শকতি।
তুকা কহে "সাক্ষাৎ সে ভগবন্ত মূরতি।"

আশ্রমের রত্ন।

সদুপায়ে ধনরাশি করি উপার্জ্জন
ভাল কোরে বুঝে সুঝে করে বিতরণ।
কটুবাক্য না কহে যে পরহিতে রত,
পরস্ত্রী নিরখে যেই জননীর মত—
জীবজন্তু সবা পরে অতি দয়াবান্,
মরুভূমে তৃষাতুরে করে জল দান।
সদা শান্ত, নাহি করে পর-অপবাদ,
গুরুজন সাথে কভু না করে বিবাদ।
সে লভে উত্তম গতি, নাহি পায় দুখ,
পরম সৌভাগ্য তার, ভুঞ্জে সদা সুখ।
তুকা কহে "আশ্রমের রত্ন তারে মানি,
এ হতে তপস্যা আর কি আছে না জানি।"

আন্তরিক বাহ্যিক।

কি ফল পূজিয়ে বল শিলার পাষাণ,
ভাবহীন হয়ে যদি রহিলে অজ্ঞান।
ভক্তিই সুখকারণ, ভক্তিই তারণ,
ভক্তিই শাস্ত্রেতে কহে মোক্ষের সাধন।
জপমালা কণ্ঠমালা কি করিবে বল—
বিষয়ের জপে যদি মগন কেবল।
অক্ষরের অভিমানী হইয়ে পণ্ডিত—
কি হবে যদি না তুমি সাধো জীবহিত।
খোল করতাল ধরি গাও নিশিদিন,
কি ফল তাহাতে যদি অন্তরে মলিন।
ভুকা কহে "ভক্তি বিনা দেবসেবা করি,
বৃথা পণ্ডশ্রম খালি পাইবে কি হরি?"

সংসারের অনিত্যতা।

কোন জন দেখ জল বোয়ে মরে,
সুখে শোয় কেহ খাটের উপরে।
কালের চক্র যেমন ঘুরে,
লোকের কপাল তেমনি ফিরে।
কভু শুষ্ক রুটি বহু কষ্টে মেলে,
কভু চর্ব্ব্য, চোষ্য পাই অবহেলে।
কেহ পথশ্রমে ঘুরিয়ে মরে,
কেহ রথে ব'সে সুখে বিহরে।
কেহ রাজ বেশে ভূষিত শরীর,
কারো পুরাতন ধূলি মাখা চীর।

কভু বা দারিদ্র্য কভু ধনরাশ,
কভু হীন সঙ্গ কভু সাধু সহবাস।
তুকা বলে "এই কথা মনে জেন ঠিক,
পৃথিবীর সুখ দুঃখ সকলি অলীক।"

ব্রহ্মানন্দ।

সংসারের গায়ে মাখা যতেক বাসন,
বিশুদ্ধ হয়েছি চিতে করি সংকীর্ত্তন।
নিষ্কলঙ্ক দেখি এবে এই ত্রিভুবন—
ভেদাভেদ জ্ঞান ধুয়ে পেয়েছি চেতন
করিব অখণ্ড এবে ব্রহ্মপুরে বাস,
যেই স্থানে হয় সব পাপতাপ নাশ।
তুকা কহে "হ'য়ে এবে বিষয়-বিরক্ত,
ব্রহ্মেতেই ব্রহ্মরস ভুঞ্জিব সতত"
সংসারের ধারি না ধার,
হরির জন সে সখা আমার।
ব্রহ্মানন্দে কাল যায়,
বিষয়ে কি মন তৃপ্তি পায়?
না আসে চিন্তা স্বপনেও কভু।
নিশি দিন যায় সুখেতে প্রভু।
তুকারাম কহে "এ যে ব্রহ্মরস,
কি বলিব আহা কেমন সরস!"
